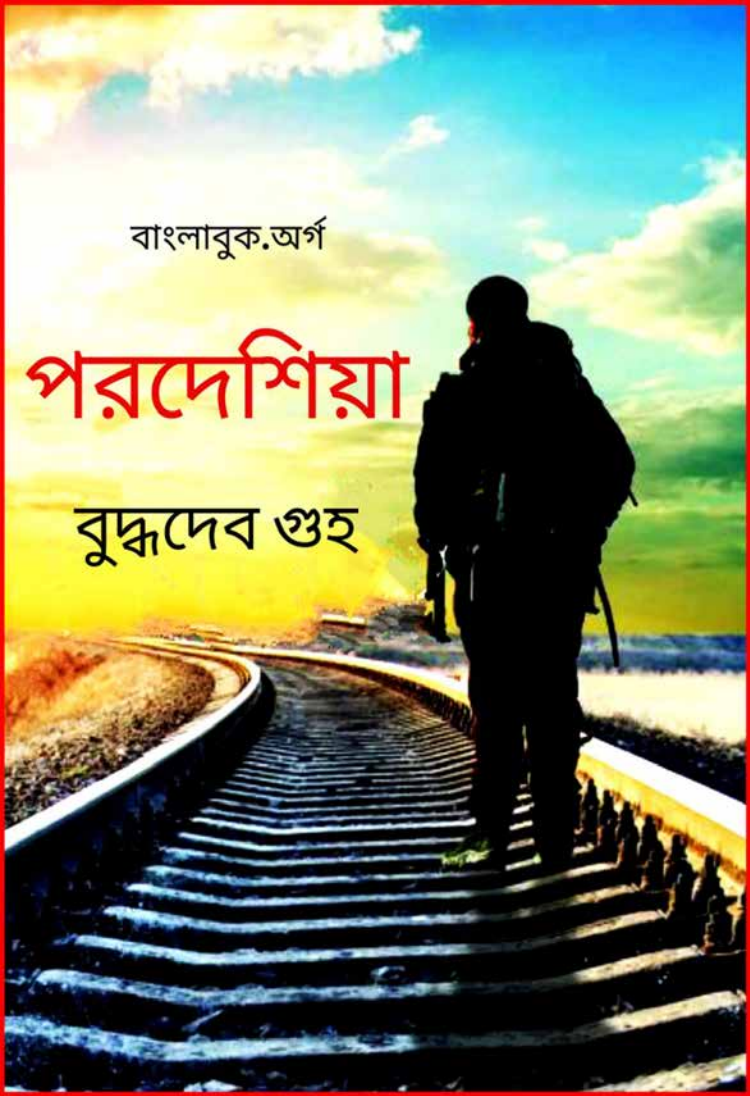
বাংলাবুক.অর্গ
পরদেশিয়া
বুদ্ধদেব গুহ

পরদেশিয়া

বুদ্ধদেব গুহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শামীম এণ্ড ব্রাদার্স
প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ
শামীম আহমেদ
খেজুরবাগ, ঢাকা।

বাংলাদেশ প্রথম প্রকাশ।জানুয়ারী, ১৯৯৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুধীর মৈত্র

মূল্য ঃ পয়তাল্লিশ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ
টয় প্রিন্টিং প্রেস
২০, পি, কে, বাবুবাজার,
ঢাকা—১১০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

[এক]

ট্রেনটা কত লেট আছে?

থ্রি-টায়ারের পাশের বার্থ-এর ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করল, অরা।

হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার আগেই কথাবার্তাতে বুঝেছিল যে, উনিও বিলাসপুরেই যাবেন, বিলাসপুরেরই বাসিন্দা ঐ ভদ্রমহিলা, দু'পুরুষ হলো। বলেছিলেন, আমরাও বাঙালিই হচ্ছি। 'স' কে ইংরিজি 'S' এর মতন উচ্চারণ করছিলেন।

ততক্ষনে সকাল হয়ে গেছে। বাইরে আলো ফুটেছে।

ভদ্রমহিলা একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ট্রেনটা খুবই জোরে চলছে এখন। রাতে যতটুকু লেট হয়েছিল তা পুরণ করার চেষ্টা চলছে জোরে।

উনি বললেন, মনে তো হচ্ছে মেক-আপ করে নিয়েছে। প্রায় ঠিক সময়েই পৌছবে। জায়গাটা ঠিক কোথায় তা বুঝতে পারছি না। কোনো স্টেশান এলে তবে বোঝা যাবে।

অরা তবুও ছোট-তোয়ালে, সোপ-কেস আর দাঁত মাজার সমঞ্জাম নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোল। ট্রেনে উঠে, এই বাথরুমে যেতেই কান্না পেয়ে যায় ওর। শুনেছে, ফার্স্ট ক্লাস এ.সি.-র অবস্থাও এমনই, যদিও নিজে কোনোদিনই চড়েনি। গরিব, মধ্যবিত্ত, বড়লোক, সকলেরই মসান খারাপ অভ্যাস। আর বাথরুমটা যদি ভিজে থাকে বা নোংরা, তবে ওর মেজাজটাই বিগড়ে যায় সাত সকালে। বাথরুমকেও পুজোর ঘরের মতন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যাঁরা রাখেন তাঁদেরই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করে অরা। আজ অবধি এমন কোনো পুরুষ দেখল না, যার বাথরুম সম্বন্ধে মতামত তার নিজের সঙ্গে মেলে! পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশই নোংরা।

বাথরুম থেকে বেরোতে না বেরোতেই ট্রেনটার গতি কমে এল। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল অরা যে, একটি বড় জংশনের কাছে এসেছে ট্রেনটা। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র ভরে নিল স্যুটকেসটাতে। বাথরুমেই মাথাটা আঁচড়ে এসেছিল। মেজজামাইবাবুর দেওয়া ছোট ইন্টিমেট পারফ্যুমটা হাত ব্যাগ থেকে বের করে একটু স্প্রে করে নিল।

নিতে আসবেন ওকে বিলাসপুর স্টেশানে বড় জামাইবাবুর অফিসেরই একজন সহকর্মী। বড় জামাইবাবু হঠাৎ ট্যুওরে গেছেন। রিটায়ার করতে আরও বছর দশেক। অত্যন্ত উচ্চপদে আছেন। সাইথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডের এলাকা নাকি প্রায় চারশ বর্গ কিমির মতন। তাই ঘোরাঘুরি প্রচুরই করতে হয়।

দিদি-জামাইবাবু আসতে বলেছিলেন শীতে, কিন্তু অরার সময় হয়নি। তার নিজের চাকরির হ্যাপাও কম নয়। তাছাড়া, যে-কোনো চাকরিতে এই সময়টাই সবচেয়ে ঝক্কি-ঝামেলার। যত উঁচুতে উঠতে পারবেন রিটারয়ার করার মুহূর্তে, সেই মত পেনশান, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি। সে সময়ের পোস্টিং কোথায় হবে না হবে তার উপরেও কোথায় সেটল করবেন না করবেন তাও নির্ভরশীল। ভাবলে অবাক লাগে যে, দিদির বিয়ে হয়েছে যখন, তখন থেকে কত জায়গাতেই না বদলি হলো ওরা। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস, ওয়েস্টার্ন কোলফিল্ডস, ওড়িশা, সিঙ্গরোলি, মার্যারিটা, সিঙ্গারেনি ইত্যাদি ভারতের কত না জায়গাতেই! অথচ এতবার বলা সত্ত্বেও কোথাওই যাওয়া হয়ে ওঠেনি এত বছরেও।

এত সব ভাবতে ভাবতে, অনেক ছড়ানো-ছিটোনো রেল লাইনের ধাঁধা ভেদ করে একটা মস্ত স্টেশানে ঢুকল এবারে ট্রেনটা। বড় জংশন যে, সন্দেহ নেই। এখান থেকেই চিরিমিরি, মুনীন্দ্রগর, অম্বুলপুর আরও কত জায়গাতে ট্রেন যায়।

সঙ্গী মহিলাও ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিলেন। বললেন, বাঁচা গেল। এবার নিঃশ্বাস নেওয়ার মতন ফ্রেশ হাওয়া পাব একটু। নীল আকাশ, পাখির ডাক, গাছগাছালি। প্রতিবছরই বই মেলার সময়ে কলকাতাতে আমি বছরের অর্ধেক ছুটি নষ্ট করে যাচ্ছি গত আঠারো বছর, কিন্তু প্রতিবছরই দেখছি কলকাতা ক্রমশই থাকার অযোগ্য জায়গা হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে, চলাফেরা করতে এতই কষ্ট হয় যে, মানুষে কাজকর্ম আর কী করবে।

অরা চুপ করে রইল। কলকাতার নিন্দা সেও সবসময়েই করে কিন্তু যাঁরা কলকাতাতে থাকেন না তাঁদের মুখে কলকাতার নিন্দা সহ্য হয় না। একেবারেই নয়। তাছাড়া, কলকাতা যদি এতই খারাপ, তাহলে বইমেলাতে আসতে হয় কেন? দিল্লি বম্বে ব্যাঙ্গালোর তো দারুণ সব শহর কিন্তু সেই সব শহরেও কলকাতার মতন বইমেলা হয় না কেন?

ট্রেনটা দাঁড়াল, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে। প্রকাণ্ড স্টেশান। লম্বা প্ল্যাটফর্ম। নেমেই দেখল, প্ল্যাটফর্মে অন্যান্য কাগজের সঙ্গে 'আনন্দবাজার' আর 'দ্য টেলিগ্রাফ' ও বিক্রি হচ্ছে। অরা যতদূর জানত তাতে বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ এই সব অঞ্চলে 'যুগান্তর'আর এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও খুবই রবরবা ছিল। এখনকার প্রবাসী বাঙালিরা বোধহয় জানেনই না যে যুগান্তরা এবং অমৃতবাজার নব কলেবরে বেরোচ্ছে এবং বর্তমান দৈনিক এবং সাপ্তাহিকও রমরম করে চলেছে। এবং ভালই কাগজ হয়েছে সেগুলিও। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর মতন 'মার্কেটিং' ব্যাপারটা আর কেউই বোঝেন না। আর যে-কোনো ব্যবসাতেই মার্কেটিং হচ্ছে এখন আসল। যদিও কোয়ালিটি এবং প্রডাকশনাটাও বড় কথা। তবুও মার্কেটিং-এর জন্যে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করছে, অগায়ক গায়ক বনে চলছে, অ-লেখক হচ্ছে লেখক চূড়ামণি।

বড়দি লিখেছে, যে-ছেলেটি স্টেশানে আসবে, সে লম্বা। খেলাধুলো করা স্পোর্টস্ম্যানের মতন চেহারা। নীল রঙা ফুল শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরে আসবে। প্ল্যাটফর্মের ভিতরে ঢুকবে না। কারণ, তাতে মিস করে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বাইরে বেরুনোর গেট-এ, দাঁড়িয়ে থাকবে। তোর চেহারার বর্ণনাও দিয়ে দিয়েছি তাকে। তুই হলুদ শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে আসিস।

লিখেছিল, গায়ের রঙ যদিও কালো, চোখ-মুখ খুব ভাল। দারুণ ফিগার।

বড়দির বর্ণনা শুনে মনে মনে হেসেছিল অরা।

যাই হোক, শাড়ি-জামা পরেছে নির্দেশ মতনই। একটি হলুদ-রঙা মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি। তার সঙ্গে কালো ব্লাউজ। রাতে চোখে কাজল দিয়ে বেরিয়েছিল। কামরা ও বাথরুমের আয়নাতে দেখল এখনও তার রেশ আছে।

মন্দ দেখতে না ওকে।

ভাবল, অরা।

ছোটো স্যুটকেসটা হাতে তুলে বয়ে নিয়ে ওভার ব্রিজ পেরিয়ে যখন গেটে পৌছল তখন দেখল কালো কোট-পরা চেকারের দু'পাশে তিনজন নীল শার্ট পরা মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। একজনের দাড়ি-গোঁফ আছে। অন্য জনের দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। আর তৃতীয়জনেরও গোঁফ আছে। তবে শুধুই গোঁফ। এবং তিনজনই লম্বা।

নার্ভাস হয়ে, পেছনে একবার চেয়ে দেখল অরা যে, ওর ঠিক পেছনে পেছনেই আরও দুজন হলুদ শাড়ি পরা মহিলা। তবে বাঁচোয়া এই, একজন সদ্য যুবতী আর অন্যজন বেশ বয়স্কা।

টিকিটটা চেকারকে দিয়ে বাইরে বেরুতেই ওঁদের মধ্যে যিনি শুধু গোঁফধারী, প্রায় ছ'ফিট লম্বা, ফর্সা, হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, নমস্কার। আপনিই নিশ্চয়ই অরা দেবী।

নমস্কারের উচ্চারণে 'S' ছিল। স ছিল না। তাকে দেবী বানানোতে খুশিই হলো অরা একটু। যদিও বোকা-বোকা লাগছিল।

মনে পড়ে গেল ওর যে, ফার্স্ট-ইয়ার পড়ার সময়ে লিটল-ম্যাগ করা একজন সহপাঠী তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল পরোক্ষে কলেজ ম্যাগাজিনে 'দেবী' শীর্ষক একটি কবিতা লিখে।

অরা অপরূপা সুন্দরী যাকে বলে তা নয় যে তা সে জানে। তবে এও জানে যে মাধুরী দীক্ষিত বা রূপা গাঙ্গুলি না হলেও সুন্দরী হওয়া যায় অবশ্যই। ওর দুটি চোখ, ওর ব্যক্তিত্ব আর চলন-বলনের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা চিরদিনই পুরুষদের আকৃষ্ট করেছে। ও সেই নৈবেদ্যতে অভ্যস্তও হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। অথচ আজ অবধি এমন একজন পুরুষও এ জীবনে চোখে পড়ল না, যাকে ওর নিজের ভাল লাগে। একমাত্র আভাস ছাড়া।

পরমুহূর্তেই নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল, ওসব কথা থাক।

অরা মাথা নাড়ল হেসে। স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখে দু'হাত জড়ো করে বলল নমস্কার। তারপর হাসি-হাসি মুখেই বলল, আপনার কষ্ট করতে হলো আমার জন্যে।

না, না। এইসব কষ্ট করাও তো কাজের মধ্যেই পড়ে। এও আমার কাজ। এটা তো শুধু কাজই নয়, কর্তব্যও। তাছাড়া সব কষ্টই যে কষ্ট এমনও তো নয়। আনন্দও হয়ে ওঠে কষ্ট অনেক সময়ে।

তারপর বলল, আপনি তো মদনদার আদরের শ্যালিকাই। কত সময়ে কত থার্ড-ক্লাস মানুষকে রিসিভ করতে আর ট্রেনে তুলে দিতে হয় আমায়। আপনাকে রিসিভ করা তো আমার পক্ষে আনন্দেরই ব্যাপার।

তাই?

অরা বলল।

দিন। স্যুটকেসটা আমাকে দিন।

না, না।

বাঃ। তা কি হয় নাকি? কত মানুষের জুতো বইতে হয় আর এ তো সামান্য একটা স্যুটকেসই। এবং মহিলার।

জুতো বইতে হয়?

হয় না? পেটের জন্য কত কী করতে হয় মানুষকে। যার যেমন কাজ। পাবলিক রিলেশানের কাজ বড় সাংঘাতিক। ভি.আই.পি. দের আনতে ছাড়তে হয়। একটা কমপ্লেনেই চাকরি নট হতে পারে। নট না হলেও এমন জায়গাতে পোস্টিং হবে যে কেঁদে কূল পাব না। অথচ আমি পাবলিক রিলেশান ডিপার্টমেন্টের লোক নই আদৌ।

স্টেশানের বাইরের চত্বরে পৌঁছে একটা সাদা অ্যামবাসাডর গাড়ি দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ওই যে, গাড়ি ওখানে। আসুন! বলেই, সেই সাদা অ্যামবাসাডরের পেছনের দরজা খুলে অরাকে যত্ন করে বসালেন ভদ্রলোক পেছনের সিটে। তারপর স্যুটকেসটা সামনে নিয়ে স্যুটকেসের সঙ্গে নিজেও বসলেন।

পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো? আপনার?

বললেন উনি।

অরা তাড়াতাড়িতে বলল, না না, কষ্ট কিসের?

তারপরই ভাবল, রাতে তো ভদ্রলোক সঙ্গে ছিলেন না। কষ্ট হলেই বা কী করার ছিল তাঁর?

তবু ভাল লাগল এই কথা মনে করে যে, ওকে আজ পর্যন্ত ওর চলে-যাওয়া বাবা ছাড়া এমন করে আন্তরিকভাবে কষ্টর কথা কেউই জিজ্ঞেস করেনি। ট্রেনের জার্নির কথা ছেড়েই দিল। জীবনের পথে চলতে সবসময়েই তো কত কষ্টই হয়। অন্যের কোনো কষ্টর কথা কেই বা জানতে চায়, আন্তরিকতার সঙ্গে?

এটুকু ভেবেই অবাক হলো যে, সামান্য একটি অতি-ফর্ম্যাল প্রশ্নর মধ্যে এত গভীর সব ভাবনা ও ঢোকাল কী করে? ও একটা যা তা। চলে না নিজেকে নিয়ে।

তারপরে ভদ্রলোক আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেন না।

বেশ চেহারাটি কিন্তু ভদ্রলোকের। এরকম লম্বা, অ্যাথলেট-এর মতন বিল্ট এর বাঙালি যুবক আজকাল দেখা যায় কমই। তাছাড়া ব্যবহারটিও নিখুঁত। এটুকু বুঝতে পারছে অরা যে, মানুষটি তাঁর সহজাত সৌজন্যবোধের কারণেই এমন ভাল ব্যবহার করছেন অরার সঙ্গে। তার বড় জামাইবাবু সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর অফিসার বলেই নয়।

ওর খুবই ইচ্ছে করছিল যে ভদ্রলোকের নামটি জিজ্ঞেস করে, কিন্তু মেয়েদের সহজাত সাবধানতায় অচেনা পুরুষকে প্রথম পরিচয়েই মাথায় চড়ালে যে সমূহ বিপদ তা ও জানে। কারোকে ভাল লাগলেও তা যে কখনই প্রকাশ করতে নেই। কারলেই যে, সেই পুরুষ, পুরুষেরা 'বসতে দিলেই শুতে চায়' এর জাত, তা প্রমান করবে অচিরেই। তার চেয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখাই ভাল।

banglabook.org

সন্ধেবেলার স্থলপদ্মের মতন। সকাল হলে তখন দেখা যাবে। সকাল যে হবেই তার তো কোনো নিশ্চয়তাও নেই।

তাই, চুপ করেই থাকল।

গাড়িটা দেখতে দেখতে ফাঁকা জায়গাতে এসে পড়ল। হাওয়াটা এখনও ঠাণ্ডা। ফেব্রুয়ারির প্রথম। কাচটা তুলে দিল অরা। ভদ্রলোক, বাঁ হাতটা বাইরে বের করে, ভি.আই.পি.-দের সিকিউরিটি গার্ডের। যেমন করে সামনের সিটে বসেন; তেমন করে বসেছেন। অরাও যেন একজন ভি.আই.পি.।

সুগঠিত হাতটা দরজার ওপরে শোভা পাচ্ছে। চওড়া শক্ত কাঁধ। মনে মনে যতই লিবারেটেড ফিল করুক না কেন, পুরুষ-নির্ভর কখনই হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করুক না কেন; এখনও ভারতীয় মেয়েদের মনের গহন কোণে কোনে মনোমতো, বিশ্বস্ত, একাচারী পুরুষের চওড়া কাধে মাথা রাখার ইচ্ছাটা গভীরে প্রোথিত থাকেই। থাকবে চিরদিনই।

মেয়েদের এই নব্যজেহাদটাকে ভাল চোখে দেখে না অরা, নিজে স্বাবলম্বী এবং আধুনিক হয়েও। তাছাড়া নারী আর পুরুষ দুজনো দু'জনের পরিপূরক। দুজনে মিলেই তারা তাদের রক্তমাংসের খেলনা রচনা করে, ছেলেবেলার পুতুল খেলাকে প্রাণ দেয়। সম্পর্কটা যেখানে সম্মানের, ভালবাসার; সেখানে প্রতিযোগিতা এনে বিভেদ সৃষ্টি করে অবশেষে যে কোনো গভীর লাভ হবে নারীদের, এমন মনে হয় না অরার। তসলিমা নাসরিনকে সে পুরোপুরি সমর্থন করে না। তবে একথাও মানে যে, নারীদের বিরুদ্ধে পুরুষের অবিচারের যুগযুগান্তরের পরাধীনতার, অত্যাচারের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাজ্বল্যমান বিদ্রোহ হিসেবে তসলিমার মতন একজন 'অবতারের' অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল নারীদের প্রতিভূ হিসেবে। পুরো উপমহাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছেন তসলিমা। তাঁর মঙ্গল হোক।

ঠিক সেই সময়েই ভদ্রলোক বললেন, আপনি তসলিমা নাসরিন পড়েছেন?

চমকে উঠল অরা, এই টেলিপ্যাথি দেখে অবাকও হলো।

কয়লা-খাদের ব্ল্যাক-ডায়মণ্ডের কারবারী হলে কী হয়, অন্য অনেক বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন ভদ্রলোক।

অরা বলল হুঁ।

আপনি কী বলেন?

আমি আর কী বলব! যা বলার তা তো উনিই বলেছেন।

অরা বলল।

না, আপনি কি সমর্থন করেন তাঁর বক্তব্যকে?

না করার তো কোনো কারণ নেই। তবে কিছু কিছু ব্যাপারে আমি একমত নই।

বলেই বলল, আপনি পড়েছেন?

নিশ্চয়ই। না পড়লে আপনাকে জিজ্ঞেস করব কেন?

কোন বই পড়েছেন?

নির্বাচিত কলাম। লজ্জা। ফেরা। এবং নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্যও।

আপনি কী বলেন?

আমার মতও আপনারই মতো। কোনো কোনো ব্যাপারে উনি একটু ওভারডুয়িং করেছেন।

অরা কথা বাড়াল না। গাড়িটা একটি প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা দিয়ে সিকিউরিটি গেট পেরিয়ে একটি টাউনশিপ-এ ঢুকল।

বাঃ! কী সুন্দর।

স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলল, অরা।

হ্যাঁ। এইখানেই থাকবেন আপনি। এটি সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের নতুন কলোনি। নাম বসন্ত-ভিহার।

সবতাতে দিল্লির নকল-নবিসি কেন?

তা বলতে পারব না। এই সব ডিসিশান অন্যেরা নেন। পুরনো কলোনিও আছে। তা নাম ইন্দিরা-ভিহার। সেও খারাপ নয়। গেস্ট হাউস-টাউস সব সেখানেই। আমিও ওখানে থাকি। দু'দিকে দুই কলোনি। মাঝে অফিস।

BanglaBook.org

আর কারখানা?

ভদ্রলোক হাসলেন।

বললেন, আমাদের কারখানা, কলিয়ারি। সে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে। বিলাসপুরেই এই এস.ই.সি.এল.-এর হেডকোয়ার্টার্স। এখানে শুধুই অফিস। অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, প্রডাকশান, মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টস, টেকনিকাল ডিপার্টমেন্ট, পাবলিক রিলেশান্স, প্ল্যানিং, ট্রেনিং যা বলেন, সবেরই শিকড় এখানে।

তাই?

অবাক হয়ে বলল, অরা।

তারপর এখনও নামটা জিজ্ঞেস না করাটা অভদ্রতা হবে ভেবে বলল, আপনার নামটা কিন্তু বলেননি এখনও, যদিও অনেক কথাই বললেন।

ওঃ। আমার নাম? আমি তো একজন নন-এনটিটি। নামটার দরকার আছে কি আদৌ? আবার যেদিন চলে যাবেন সেদিন দেখা হবে আপনার সঙ্গে। আমি আপনার সেবাদাস। রোবো। রোবোর নাম থাকে না, নাম্বার থাকে। আমাকে একনম্বর রোবো বা সেবাদাস বলেই ডাকবেন। যদি সেনগুপ্ত সাহেব অথবা মিসেস সেনগুপ্ত অর্ডার করেন তবেই আপনার সেবাতে আবার লাগা যাবে। আমি অনামা।

রোবো মানে?

ROBOT, T নিরুচ্চারিত থাকে যে!

এখানে কি সাহেবদের অর্ডারে সঙ্গে মেমসাহেবদের অর্ডারও মান্য নাকি?

সবক্ষেত্রে নয়। কোথাও কোথাও। সেসব বিশেষ বিশেষ মেমসাহেবদের একমের উপর নির্ভর করে। ইন্দিরা গান্ধীর এমার্জেন্সির সময় থেকেই আমলাদের স্ত্রীদের মধ্যেও অনেকে এ বিদ্যেটা শিখে নিয়েছেন। 'শি ডিজায়ার্স দ্যাট' এইটুকু শুনলেই অনেক প্রবীণ আমলারও হাড়-খটখটিয়ে ওঠে।

তাই?

হেসে উঠল অরা সে কথা শুনে।

নামটা জিজ্ঞেস করে নিজেকে ছোট করল। ভাবল অরা। এখন মানুষটা হয়তো কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করবে।

নিজের উপর রাগ হলো ওর। মানুষটার গোঁফ দুটো কি সিঙ্গিরি। তবে ফিচার্স এবং ফিগার খুবই সুন্দর। সন্দেহ নেই।

তারপর নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, মানুষটি কি বিবাহিত?

জানার উপায় নেই।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসন্ত-তিহারের সৌন্দর্য দেখতে লাগল।

গাড়ি এসে একটা চেয়ে বাংলোর সামনে থামল।

ভদ্রলোক বললেন, এসে গেছি। বলেই একঝটকাতেই দরজা খুলে স্যুটকেসটা এক হাতে নিয়ে এমন করে নামলেন যে অরার কোনেই সন্দেহ রইল না যে ভদ্রলোক সত্যিই স্পোর্টসম্যান।

উনি নেমেই, গাড়ির পেছনের সিটে অরার দরজাটা খুলে দিয়ে, ধরে থেকে বললেন; নামুন ম্যাডাম।

শাড়ির শব্দ শুনেই স্মৃতি বাংলোর বসবার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বারান্দাতে এসে বলল, এলি তাহলে তুই এতদিনে! বিশ্বাস হচ্ছে না আমার চোখকে। বাবাঃ।

আমি যাই বৌদি? ভদ্রলোক বললেন।

সে কি। এখনই যাবে কী? ব্রেকফাস্ট করে যাও। সেই ভোরে উঠে আনতে গেছ ওকে স্টেশানে। তোমাকে তো ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে পারি না, নইলে ধন্যবাদ দিতাম।

সেটা থাক। তাছাড়া মনটাও আমার ভাল নয়।

কেন?

এতদিন যে মনের কোণে দুর্বল হলেও একটা প্রচ্ছন্ন আশা ছিল যে তোমরা আমাকে অ্যাডাপ্ট করলেও করতে পার হয়তো কোনোদিন, আজ ইনি এসে আমার সেই আশাকে নির্মূল করে দিলেন। নিজেদের কাছের কেউই ছিল না বলেই তো পরকে কাছে টেনেছিলে বৌদি। তাই না?

BanglaBook.org

বড়দি ভদ্রলোকের পিঠে একটি আদরের চড় মেরে বললেন, না, না, এখনও আশা রাখতে পারো। দুষ্টু ছেলে।

ব্রেকফাস্ট খাওয়াটা থাক। ফেব্রুয়ারির বারো তারিখ থেকে আমাদের ইন্টার কোম্পানি টেনিস টুর্নামেন্ট শুরু হবে। এখনই গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। হেরে গেলে, দাদাই যা তা বলবেন। সিংগলস এবং ডাবলস দুটিতেই খেলতে হবে আমাকে। সকালেই লাইট ব্রেকফাস্ট করে এসেছি। আর আমি কিন্তু গাড়িটাকে নিয়ে যাচ্ছি ক্লাবে। নেমেই পাঠিয়ে দেব।

তা আবার বলতে! নিজের গাড়ির তেল কেন খরচ করবে মিছিমিছি আমার গাড়ি থাকতে?

ও। সেটা কোনো প্রবলম নয়। ক্লাবে গাড়ি থাকবে তিন-চারটি। নইলে স্কুটার তো থাকবেই কতজনের! কারো পেছনে বসে চলে যাব। ইন্দিরা ভিহারেই তো খেলা।

তোমার সামেরু কি ফিরেছে?

না। সে কেঁওচিতে একটি ধারাতে কুক হয়ে গেছে। অনেক বেশি কামাচ্ছে সেখানে। আসবে কেন? আসতে বলাটাও অন্যায়। সবাই যখন উন্নতি চায় জীবনে।

তারপরেই কী যেন ভেবে বলল, যেন বেশি রোজগারটাই জীবনের সব কিছু!

তাহলে তুমি আজকাল খাচ্ছ কোথায়? কবে গেছে সামেরু?

তা দিন পনেরো হবে।

পনেরো দিন! আমাদের বলোনি। আশ্চর্য! তাহলে খাচ্ছ কোথায়?

কেন? বাড়িতেই খাচ্ছি।

হাত পুড়িয়ে?

কি যে বল বৌদি! 'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।' তবে সংখ্যাটা এখন কত কোটিতে দাঁড়িয়েছে এসে তা অবশ্য বলা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙালির আর কোনো শ্রীবৃদ্ধি না হোক, সংখ্যাবৃদ্ধি তো হয়েইছে।

বলেই বলল, চলি বৌদি।

তারপর হাতজোড় করে অরাকে বলল, চলি অরাদেবী। নমস্কার। আপনার সেবা করতে পেরে আমি ধন্য।

কতাটাতে যেন একটু খোঁচা ছিল বলে মনে হলো অরার।

স্পষ্ট বুঝতে পারল না।

ভদ্রলোক বড় বড় পা ফেলে গিয়ে এবারে গাড়ির পেছনের সিটেই বসলেন। মানুষটির হাঁটা-চলা, কথা-বলার মধ্যে বেশ একটা আলাদা ব্যাপার আছে। প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেছিল অরার। যদিও ও নিজে মনসর্বস্ব মানুষ। তবুও শরীরের মধ্যে এক অননুভূত অনুভূতি হতে লাগল। এক ধরনের রিকিঝিকি। কিন্তু মানুষটার গোঁফটা একদম থার্ড ক্লাস।

মনে মনে বলল ও।

[দুই]

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে একটা জোর ঘুম লাগিয়েছিল অরা।

ট্রেনে, রাতে কখনওই ঘুম হয় না। যাঁরা প্রায়ই ট্রেন-জার্নি করেন, তাঁদের কথা অন্য।

বড়দি দুপুরে খাবার টেবিলে বসে বললেন, বড় জামাইবাবুর এক কলিগ হঠাৎই মারা গেছেন। একেবারে বোল্ট ফ্রম গদ্যা ব্লু। প্রথম অ্যাটাক। কোনো প্রিভিয়াস হিস্ট্রি ছিল না। আসলে ডায়াবেটিক যে ছিলেন তা ধরাই পড়েনি আগে। বয়সও কিছু নয়। তার স্ত্রীর কাছে যেতে হবে বুঝলি। খাওয়াদাওয়ার পরে।

বড়দির বাংলোতে রান্নার এবং বাড়ির কাজ দেখে একটি ছত্তিশগড়িয়া মেয়ে। তার নাম বনবাসা।

বাগান দেখাশোনার জন্যে মালী আছে অবশ্য। তার নাম বীরাণ। সেও ছত্তিশগড়ের লোক। তাছাড়া, ড্রাইভার করিম বক্সও বড়দির নানা কাজে সাহায্য করে। বলতে গেলে, বড়দির ডানহাত।

ঘুম থেকে উঠে বারান্দার চেয়ারে এসে বসেছিল অরা।

BanglaBook.org

এখন প্রায় বিকেল চারটে বাজে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আছে একটা। ঠাণ্ডাটা বাড়বে আস্তে আস্তে, বুঝতে পারছে। বাগানটা ভারি সুন্দর। ফুলের গাছ যেমন অনেক আছে, বড় বড় গাছেরও অভাব নেই। স্থল পদ্মর গাছ আছে। অশোক। সোনাঝুরি। গেটের দু'পাশে অমলতাস। ওড়িশাতে যাকে বলে 'কন্টা' বাঁশ, তার ঝোপ। বিনা যত্নেই সেই পীত বাঁশের ঝাড় শৌখিন বাগানের মধ্যে মানিয়ে গেছে। হালকা একটা হাওয়া বইছে। তাতে একটি দুটি পাতা ঝরছে। তবে এখনও পাতা-ঝরা, পাতা-খসার সময় আসেনি। পাখি ডাকছে নানারকম। চারদিকের প্রতিটি বাড়ি ও কোয়ার্টারের মধ্যেই গাছ আছে নানারকম। পাশের বাড়ির বাগানে একটা লালপাতিয়ার ঝাড়, ইংরেজিতে যাকে বলে পনসাটিয়া, খুব বড় হয়েছে। চমৎকার উজ্জ্বল লাল তাদের পাতাগুলি।

কিছু কিছু পাখিটাখির নাম জানে অরা।

ওর বাবা যখন ভিলাইতে পোস্টেড ছিলেন, তখন ওখানকার ডি.এফ.ও. আচরেকার সাহেবের সঙ্গে ওরা প্রায়ই বনে -জঙ্গলে যেত। একবার অবুঝমারেও গেছিল। মধ্যপ্রদেশের বাস্তার ডিভিশানে। আচরেকার সাহেব ছিলেন। keen অরনিথলজিস্ট। তিনিই অনেক পাখি চিনিয়াছিলেন শিশু অরাকে। বাবা, একটি দূরবীন নয়, অপেরা-গ্লাস কিনে দিয়েছিলেন। তখনই গল্প শোনে ও যে এই বিলাসপুরের কাছের অচারণকমারের গভীর জঙ্গলে একজন বেলজিয়ান অরনিথলজিস্ট গলায় বাইনাকুলার ঝুলিয়ে পাখির পেছনে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে শুয়ে-থাকা বাঘের ঘাড়ে পড়েছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ তাঁর ঘাড় মটকে দিয়েছিল।

গাছ-গাছলির নামও সেই শৈশবেই শিখেছিল। তারপর বাবার মৃত্যুর পরে কলকাতাতেই কেটে গেছে কুড়ি বছর। সেই সব দিনগুলো অ্যালবামের লাল হয়ে যাওয়া ফোটো আর বিবর্ণ স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে তার মনে। তবুও বেঁচে আছে। আর আছে বলেই এই প্রথমবার বিলাসপুরে এসে ভারি ভাল লাগছে অরার। ওর শরীর-মন বলছে এই রকম কোনো জায়গাতেই থেকে যাবে। চওড়া চওড়া বড় রাস্তা, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, শহরের চারধারে নানা জংলি জায়গা। পিকনিক স্পটস। প্রকৃতির কাছে থাকার যা আনন্দ তা কি আর বড়লোকী দিয়ে সমান করা যায়?

কোনো বড়লোকী দিয়েই নয়!

মস্ত চওড়া পিচ-বাঁধানো পথ দিয়ে দশ-পনেরো মিনিট পরে পরে একটি গাড়ি বা স্কুটার যাচ্ছে। অথবা অটো। অটোগুলো ভীষণ শব্দ করে। আর কালো ধুঁয়ো ওড়ায়। সারা দেশে আইন করে এগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ওদের সাইলেন্সার সিসটেমও অবিলম্বে কিছু উদ্ভাবনের দরকার। শব্দদূষণে ওরা আর স্কুটার, এবং মোটর-সাইকেল সবার উপরে। ইদানীং কলকাতাতেও এই আপদ জুটেছে। শব্দ, ধুলো, ধুঁয়ো, ভিড় ভাল লাগে না আর।

চার-পাঁচটা বাংলোর পরে একটি বাংলাতে দুটি শিশু খেলা করছে। তাদের চিকন দেবশিশুসুলভ গলার স্বর এই অকলুষ নিস্তব্ধ পরিবেশে পাখির গলার স্বরের মতন অনুরণন তুলছে। এটা ভেবেই খুশিতে মন ভরে গেল অরার। যদি ওর কোনো দিন কোনো শিশু হয় তবে তাকে এমন পরিবেশ দিতে না পারলে কী লাভ? অরা, সেই অনাগত শিশুকে এতকিছু অঙ্গীকার করে, তার অনাগত বাবার শারীরিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্য ও দার্ঢ্য, তার না হওয়া ঘরের পরিবেশ সম্বন্ধে সে এতকিছু ভাবে যে, এত অঙ্গীকার পূরিত কখনও হতে পারে না বলেই তার সন্তানও সম্ভবত কখনও হবে না।

সন্তানের পিতাই আগে নির্বাচিত হোক। তবে না সন্তান।

আবার পিতা-মাত্রই যে সন্তানের জন্মদাতা হবেনই তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? জীবন, আজকাল অগণ্য শর্তাধীন হয়ে গেছে।

বড়দি ও জামাইবাবুর বিয়ে হয়েছে আজ পঁচিশ বছর। কিন্তু কই? সন্তান তো আজও আসেনি। আর হবেও না। ওঁরা 'ন্যাদস'ও আছেন। 'গেঁতো'। আজকাল কত কি সব বেরিয়েছে। তেমন করে চেষ্টাই করল না। কার দোষে যে হলো না, সেটাও জানতে চাইল না। দিদিটা বেশি বেশি রোম্যান্টিক। কেবলই বলে, বেশ তো আছি। আমার সঙ্গে তোর জামাইবাবুর গভীর প্রেম এবং ভাইসি-ভার্সা। এখনও হনিমুনই চলছে। সন্তান এলেই প্রেম, স্বামী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বাৎসল্যরসে

BanglaBook.org

পর্যবসিত হয়। অধিক সন্তান হলে তো ল্যাজে- গোবরে হয়ে সব রসকষই চলে যায়। সন্তানের মা-বাবা হওয়াটাই বিবাহিত জীবনের একমাত্র উৎকর্ষতা নয়। এ ছাড়াও, বিবাহিত জীবনের পূর্ণতার নানা উপায় আছে, পথ আছে। বলে, বড়দি।

অবশ্য এ কথা অরা স্বীকার করে যে বড়দির বয়স এখন বাহান্ন হলেও, সন্তানধারণের ক্ষমতা চলে গেলেও, বড়দি শরীরে এখনও প্রায় যুবতীই আছে। এখনও কী দারুণ বাঁধন শরীরের। আর মনে তো বটেই! যখন ওরা 'কোরবা'তে ছিল তখন এক পাঞ্জাবি হ্যাণ্ডসাম মাইনিং এঞ্জিনিয়র বড়দির প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করে। বড়দির কোনো ইনভলভেমেন্ট ছিল কি না জানে না। না-থাকারই কথা। তবে বড় জামাইবাবু ভারি উদার মনের যথার্থ প্রেমিক মানুষ। বড় জামাইবাবু বলেন, সে মানুষ আবার মানুষ নাকি, যে তার প্রেম একজনকে দিয়েই নিঃস্ব হয়ে যায়? প্রেম তো আর দুধেল গাই নয়, যে শহরের গোয়ালাদের যে খাটালের মধ্যে খোঁটা পুঁতে সেই সীমানার মধ্যেই তাকে আজীবন বেঁধে রেখে জাবর-কাটাতে হবে।

বড় দিদিও অসাধারণ মহিলা। তিনি হয়ত ভালবাসেন সেই চুগ সাহেবকে। কিন্তু একজন অবিবাহিত, সুদর্শন, পঞ্চনদীর তীরের তরুণ যদি বড়দির রূপে গুণে ভুলে এবং তাঁকে জীবনে আদৌ পাবে না জেনে আত্মহত্যা করে তবে কোনো না কোনোরকমের দুঃখ তো বড়দিকে পেতে হয়েইছে!

সে হারিয়ে গেলেও যে প্রেমিককে কিছু দেওয়া যায়, তার জন্যে দুঃখের রকমটা অন্য, সে হারিয়ে গেলেও। আর যে কিছুমাত্র না পেয়েও পৃথিবী থেকেই সরিয়ে নেয় নিজেকে তার জন্যে মন তো সবসময়ে কাঁদেই।

সেই চুগ সাহেবের মৃত্যু দিনে বড়দি আর জামাইবাবু প্রতিবছর 'কোরবা'তে সেই গাছের কাছে যান। গাছটির কাছে যান যে গাছে ঝুলে চুগ সাহেব আত্মহত্যা করেছিলেন। কয়েকজনে মিলে গান-বাজনা করেন। ধূপ-ধুনো দেন। শরীরের প্রেমে ক্লেশ থাকে, গ্লানি থাকে, অশরীরি প্রেমই তো প্রেম।

চুগ সাহেব ওপরে চলে গিয়ে দিদিকে যেমন করে কাঁদিয়ে গেছেন তা অন্য কেউই পারবে না।

অরার বড় জামাইবাবুর নাম মদন। চেহারা কথাকর্তাও তেমনই। এই বয়সেও তাঁর হাসিখুসি, রসিক, সংগীত ও সাহিত্যপ্রিয়তার কারণে অনেক তরুণীও তাঁর প্রেমে পড়েছেন। অন্য মেয়ে হলে রাগ করত হয়তো কিন্তু বড়দি, এই কারণে গর্বিতই হয়। প্ল্যান্ট লাইফে একেই বলে "অ্যাকুয়ার্ড ক্যারাকটারিস্টিকস্"। আনারসের বনে কলাগাছ পুঁতে দিলে কলাগাছের পাতাও কিছুদিন পরে আনারসের পাতার মতন হয়ে যেতে পারে।

বড়দিও নতুন আনারাস হয়ে গেছে।

নানা এলোমেলো ভাবনা ভাবছিল একা বসে বসে অরা। কলকাতার নিয়ত-ব্যস্ততা এবং সতত তোলপাড়-করা উচ্চগ্রামের শব্দের আবর্তের মধ্যে বসে এমন নিরবচ্ছিন্ন ভাবনা ভাবার অবকাশই হয় না কখনও! আজ ট্রেন থেকে নামার পর থেকেই ভারি ভাল লাগছে। নিজের ভিতরে যে একটা কম্পাস ছিল ছেলেবেলায়, যে কম্পাসটা জীবনের দিক-নির্দেশ করত, বলে দিত, কোনদিকে যাচ্ছে ও এবং ওর কোনদিকে যাওয়া উচিত, জীবনের গন্তব্যের পথে ভুলভ্রান্তি হলে যা তখন তাকে শুধরে দিত, সেই কম্পাসটাই হারিয়ে গেছিল যেন। আসলে কম্পাসটা যে আদৌ কোনোদিন ছিল সেই কথাটা পর্যন্ত ভুলতে বসেছিল পুরোপুরি। বিলাসপুরে এসে সেই কম্পাসের বিলাসটা যেন ফিরে পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় গয়নারই মতন। আসলে এই ভিতরের কম্পাসটা হয়তো নিছক বিলাসমাত্রই নয়, সেটা প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের, মানুষের মতন বেঁচে থাকার জন্যে, এই কম্পাস একটা অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন। অবলম্বন। নিজের মধ্যে নিজে আবার নিভৃতে নিঃশব্দে নিভৃতে ফিরে আসতে পেরে ভারি ভাল লাগছে অরার। ভারি, ভারি ভাল।

এমন সময়ে কার যেন পায়ের শব্দ পেল বারান্দাতে। কেউ ভেতর থেকে বাইরে এল।

কলকাতাতে বাইরে থেকে কে ভেতরে এল এবং ভেতর থেকে কে বাইরে এল তা বুঝি বোঝা পর্যন্ত যায় না! আজকাল বড় অপ্রয়োজনীয় কর্ণভেদী শব্দ সেখানে। মনের ভেতর-বাইরের বেলা তো বোঝা যায়ই না। মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে একটু গাছ, একটু পাখি, একটু আলস্য, একটু নিভৃত অবকাশের যে বড়ই দরকার এই কথাটা বম্বে-দিল্লি-কলকাতার মানুষেরা বোধহয় ভুলেই যাচ্ছে। আর যতই ভুলছে, ততই অমানুষ হয়ে উঠছে।

BanglaBook.org

টেলিফোনটা বাজল সেই সময়েই। বনবাসাই, মনে হয়, গিয়ে ধরল।

কথা বলছিলও চাপা স্বরে। কিন্তু ঐ শব্দহীন নিস্তব্ধ পরিবেশে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল তা।

বনবাসা ফিরে এসে বলল, দাশ মেমসাহেব কি তবিয়ৎভি গড়বড়া গিয়া হ্যায়। লগতা কি, উনকি ভি হার্ট-আটাক হুয়া হ্যায়। মেমসাবকি দের হোগী লওটনেমে। কাফি দের হোগী। কিউ কি, হুইয়েপর ঔর আওরাত কহি হ্যায় নেহী। কলকাত্তাসে রিস্তেদারোঁলোগভি আ নেহি পঁহুছা আভ্ভিতক।

তাই?

অরা বলল।

শুনো দিদি। বনবাসা বলল, সামোসা, মেমসাব নিজের হাতে কালই গড়ে, ফ্রিজে রেখে গেছেন। কড়াইশুঁটির কচুরিও। পাটি-সাপটাও করে রেখেছেন। ভাজব কি এখন, সামোসা আর কচুরি?

এসব তো শীতকালের খাবার। এখন ওসব?

অবাক হয়ে বলল অরা।

বনবাসা বলল, আপনি খেতে ভালবাসেন, তাই।

তাই?

আবারও অবাক হয়ে খুশিতে ভরে গেল অরার মন। মা-বাবা নেই। বড়দির মতো আর কে জানে! কী ও ভালবাসে আর না বাসে!

কি দিদি?

বনবাসা আবারও বলল।

না, না। একদম না। এই তো কত কী খেয়ে উঠলাম। এত কি খাই নাকি কলকাতাতে? না, এই সময়ে খাই?

তা কি হবে! বনবাসা বলল, দুই বোনে এতদিন পরে দেখা।

ঠিকই তাই।

গল্প করতে করতে যে, সময়ের খেয়ালই রইল না। এমনই তো হবার কথা।

তোমরা ক বোন?

অরা জিজ্ঞেস করল বনবাসাকে।

হঠাৎই বনবাসার মুখটা কালো হয়ে গেল।

বনবাসার বয়স হবে প্রায় অরারই মতন।

বনবাসা বলল দু' বোন।

তোমার বোন কোথায় থাকে?

এখানেই।

মানে? এই বাড়িতে?

এই বাড়িতেই থাকতো আগে। মেমসাহেবের কাজটাজও করত। আমার কোয়ার্টারেই থাকত!

বুঝেছি। বিয়ে হবার পর চলে গেছে। তাই তো?

বনবাসা মাথা নাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ।

এখন কোথায় থাকে তাহলে? 'এখানে' বললে যে।

মানে, থাকে বিলাসপুরেই। সারকাণ্ডা বলে একটা পাড়া আছে, সেখানে। যেখানে অনেক বাঙালি বাবুরাও থাকেন।

বাঙালিবাবুরা আর কোন পাড়াতে থাকেন? বিলাসপুরে?

ওঃ। সেতো অনেক পাড়ায়। টিকরাপাড়া, দীপরাপাড়া, আরও কত পাড়া। রেলকলোনি। সেই সব পাড়া ছাড়া অন্য জায়গাতে, যেমন এই এস.ই.সি.এল.-এর দুটি কলোনিতেও অনেকেই থাকেন।

তা তোমার বর কোথায় থাকে? এখানেই?

বনবাসা হাসল।

বেলা ততক্ষণে পড়ে এসেছিল। চাঁপাফুলের মতন রঙ হয়েছিল পশ্চিমী রোদের। বনবাসার হাসিটির রঙ তেমনই ম্লান হলুদ দেখাঁল।

BanglaBook.org

বনবাসার গায়ে রঙ ধবধবে ফর্সা।

বনবাসা বলল, আমার বোনেরই সঙ্গে থাকে আমার স্বামী। আমার স্বামী তাকে নিয়ে নিয়েছে।

তাই?

একটা ধাক্কা খেল অরা। দুঃখ পেল খুব।

তুমি আবার বিয়ে কর না কেন?

হুট করে আর বিয়েটিয়ের ঝামেলাতে যাব না ঠিক করেছি দিদি। এই পুরুষের জাতে দুরকমের পুরুষ হয়। এক দল ভেড়া আর অন্য দল শুয়োর। তাছাড়া, বিয়ে করার মতন সোজা আর কী আছে? ওতো পাঁচ মিনিটেই করা যায়। মালাবদলেই।

তোমার অভিমান আছে তোমার স্বামীর উপরে? তাই না?

অভিমান? আমার? না, না। কোনও অভিমানই নেই। দোষ তো আমারই। ও যে শুয়োর, তা আমারই বোঝা উচিত ছিল বিয়ের আগেই।

একটু চুপ করে থেকে বলল ও, তবে আমাকে এই মুহূর্তে বিয়ে করতে চায় কমপক্ষে একশ জওয়ান। কিন্তু বিয়ে আমি করব না।

অরা ভাবল, বনবাসাও কি তসলিমা নাসরিন-এর বই পড়েছে?

তারপর বলল, তোমাকে যে তোমার বর ছেড়ে গেছে এ জন্যে লজ্জা হয় না? সমাজে সমালোচনা হয় না?

লজ্জা? আমার লজ্জা! আমরা তোমাদের মতন নই। আমাদের সমাজও নয়। ভাগ্যিস এই সব সামান্য কারণে জীবনের আনন্দ নষ্ট করি না আমরা। বিয়ে করলে, কালই করতে পারি। কিন্তু করব না।

তারপর বনবাসা অরাকে বলল, আপনারও তো বিয়ে হয়নি। তাই না দিদি? অথচ বিয়ের বয়স তো হয়েছে।

না।

কেন? হয়নি কেন?

আমাদের সমাজে বিয়ে হয় না বনবাসা। আমরা বিয়ে করি। অনেক বাছ-বিচার, অনেক পছন্দ-অপছন্দের পরই তা করি। আমাকে এখনও কারো পছন্দ হয়নি। আমারও হয়নি কারোকে। হয়নি বলব না ঠিক। মানে, ব্যাপরটা...

তেমন তো আমাদের সমাজেও। এই ছত্তিশগড় থেকে তোমরা অনেক কিছুই শিখতে পারো। অনেকে বলে, আমরা নাকি পিছিয়ে পড়া। কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবন তোমাদের থেকে অনেকই এগিয়ে আছে।

বনবাসা বলল।

বুঝেছি।

অরা বলল।

বনবাসা বলল, আমারই মতন তোমার যাকে পছন্দ হয় তার তোমাকে হয় না, আবার তোমাকে যার পছন্দ হয় তোমার তাকে হয় না। তাই না?

বনবাসার মধ্যে এক ধরনের সহজাত বুদ্ধি ও সপ্রতিভতা আছে যা অনেক বি.এ.,এম.এ. মেয়ের মধ্যেও দেখেনি অরা। এই সব মেয়ে শিক্ষার সুযোগ পেলে জীবনে কতো বড় হতে পারত।

ভাবল ও।

মুখে বলল, ঠিকই বলেছ।

বিয়েটিয়ে খুব সাবধানেই করবেন দিদি। করতেই যে হবে, তারও কোনো মানে নেই। আমি তো বেশ আছি। সাহেব ব্যাঙ্কে আমার নামে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন। আমার সব মাইনে তাতেই জমা হয়। হাত খরচের টাকা মেমসাহেবই দেন উপরি। খাওয়া, শাড়ি-টাড়ি, শীতের গরম পোশাক এসবও তো মেমসাহেবই দেন। আমার সাড়ে সাত হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমে গেছে। জানেন? স্বামী থাকলে তো আমার টাকাতে মদ খেত। এই টাকা, আমার জমতো থোড়ী। তাছাড়া আমি আবারও বিবাহযোগ্যা বলে, বড়লোক পাত্রী হিসেবে আমাদের সমাজে আমার দামও বেড়ে গেছে। কত

BanglaBook.org

ড্রাইভার, বেয়ারা, কুক টেরি বাগিয়ে জিনস পরে ডান হাতে স্টেনলেস স্টিলের বালা পরে এসে আমার কাছে ঘুরঘুর করে। আমি পাত্তাও দিই না। অবিবাহিত বড়লোক মেয়ের যা গুমোর দিদি তা অবিবাহিত বড়লোক পুরুষেরাও ভাবতে পারে না। অবশ্য বড়লোক কথাটার মনে এক এক সমাজে এক এক রকম। বিয়ে মানেই তো বন্ধন। ছেলে-মেয়ে, কান্নাকাটি। নিজের জীবনের সব মজাই বরবাদ। তাও তারা বড় হয়ে পায়ে দাঁড়িয়ে যদি আমাদের দেখত! আগেকার দিনে দেখত, এখন কোথায় দেখে?

বলেই বলল, কষ্ট হয় ছোটবোনটার জন্যে। আমার চেয়ে সাতবছরের ছোট। যখন ওকে নিয়ে আমার বর পাগলু ভাগল, তখন ওর বয়স ছিল মাত্র পনেরো। বেচারী। সংসারের আর পুরুষ জাতের কিই বা জানত তখন? আমার মরদটা, পুরুষের মধ্যে জাতে শুয়োর ছিল। ও গেছে, বেঁচেছি আমি। কষ্ট শুধু আমার বোনটাকে নষ্ট করল বলে। শুধু বোনটাকেই নয়, আমার সঙ্গে আমার বোনের সম্পর্কটাও নষ্ট করল বলে খুবই খারাপ লাগে।

অরা ভাবছিল, কষ্ট কার নেই? কিন্তু সরল, চলিতার্থে অশিক্ষিত, গ্রামীণ বনবাসা যত সহজে সদ্যপরিচিতকে তার কষ্টর কথা বলে হাল্কা হতে পারে, তেমন তো অরা পারে না! তাছাড়া অরার কষ্টটা অনেকই জটিল। অনেকই বক্রতা দোষে দুষ্ট। অরার কষ্টর কথা বনবাসাকে বললেও বনবাসা বুঝবে না। এখনও মাঝে মাঝেই আভাসের কথা মনে পড়ে ওর। বিয়ে করবে, প্রায় ঠিকঠাকই সব; এমন সময়ে মল্লিকা এল আভাসের জীবনে।

মল্লিকা বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। ইংরেজি-মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করা। নিজে সাদা মারুতি চালিয়ে বেড়ায়। আভাস, ভেসে গেল ওর বাহ্যিক রূপে, জাঁক-জমকে, চাকচিক্যে, দুর্মূল্য রেড- ডোর পারফ্যুমের সুগন্ধে সত্যি! ছেলেগুলো সব ছাগল! ভেসে গেল না বলে, বলা ভাল, ফেঁসে গেল। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই মল্লিকা যেমন হঠাৎ- স্রোতে এসেছিল তেমনই হঠাৎ স্রোতে আবার চলে গেল বিয়ান্দকার-এর সঙ্গে।

আভাস মাথা নিচু করে ফিরেও এসেছিল অরার কাছে। কিন্তু অরা দেখা পর্যন্ত করেনি। দিনের পর দিন ফোন করেছে আভাস বাড়িতে। কিন্তু তবুও কথা বলেনি। বিশ্বাস, তারের বাজানারই মতন। একবার বাঁধা সুর নড়ে গেলে, তার ঢিলে হয়ে গেলে; নতুন করে সুর না বাঁধলে তা আর সুরে বাজে না।

বনবাসা বলল, চা তো খাবেন দিদি? চা করি?

অরা বলল, তোমায় করতে হবে না। অল্প করে চায়ের পাতা ভিজিয়ে চা দুধ চিনি সব আলাদা করে নিয়ে এস।

এমন সময়ে টেলিফোনটা আবার বাজল। বনবাসা বসবার ঘরে ফোনটা ধরে বারান্দাতে এসে বলল, দিদি আপনার ফোন।

আমার? কে করেছে?

মেমসাব। আপনাকে চাইছেন।

একা বসে থাকতে খুবই ভাল লাগছিল ওর। তবুও, বড়দির ফোন তাই গিয়ে ফোনটা ধরল।

বড়দি ফিসফিসে গলাতে বলল, রাগ করিস না। কর্তব্য তো আগে করার। যে ছেলেটি তোকে স্টেশানে আনতে গেছিল সেই তোকে কম্পানি দেবে। এদিক-ওদিক ঘুরিয় দেখাবে।

এমাঃ। সে কি? তুমি? তুমি কখন আসবে? তাছাড়া একদিন তুমি বিপদে পড়ে আটকে গেছ তো কী হয়েছে? আমি তো বেশ আছি একা। বনবাসা আছে। হাতের কাছে নির্জনতা এনজয় করছি থরোলি। আমি তো স্কুলের মেয়ে নই বড়দি যে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অচেনা-অজানা কাউকে পাঠাতে হবে? আমি চা খেয়ে বরং নিজেই একটু হেঁটে-হেঁটে ঘুরে আসব।

ছুটকি। কথা শোন। কিছুই তো চিনিস না এখানের। একা-একা কোথায় ঘুরতে যাবি? তাছাড়া, অচেনাই একদিন চেনা হয়; অজানা, জানা। ছেলেটি আমাদের খুবই কাছের। ওর সঙ্গে তোর জামাই বাবুর সম্পর্কটা ঠিক 'বস আর 'সাবর্ডিনেট'-এর তো নয়! হলে, তোকে আনতে ওকে কখনওই পাঠাতাম না আমি স্টেশানে। তুই যে থাকবিই মোটে ক'দিন। এদিকে তোর জামাই বাবুর তো ফেরারই কোনো ঠিক নেই। তুই কখনও এসে পৌছসনি। আজ ভোরেই ফোন করেছিল। তোকে বলিনি, তোর মন খারাপ হবে বলে। সেখানের খনিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাছাড়া কেন্দা

BanglaBook.org

কলিয়ারির দুর্ঘটনার জন্যে দিল্লি থেকে সেফারি অডিটের টিম এসেছে কোল ইণ্ডিয়ার সব ইউনিটে। তাই নিয়েও সকলে ব্যস্ত তো বটেই, উৎকণ্ঠিতও। কিছু-একটা খুঁত ধরা পড়লে তোর জামাই বাবুর তো বটেই, সি.এম.ডি.-রও চাকরি যাবে। মিস্টার দাশের আত্মীয়স্বজনেরা এখনও এসে পৌঁছননি। এদিকে মিসেস দাশের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। একটি দশ বছরের মেয়ে। একমাত্র সন্তান। আমার তো এই অবস্থা। কথা বাড়াস না আর। তাকে বলে দিয়েছি, সে চলেও গেছে।

কাকে?

বিরক্তির গলাতে বলল অরা।

আরে! যে তোকে স্টেশন থেকে নিয়ে এল। বেড়াতে ইচ্ছে না করে তো ওর সঙ্গে গল্প করিস।

তুমি যে কী কর না দিদি!

আরও বিরক্ত হয়ে বলল অরা।

আমার একা থাকতেই ভাল লাগে। যার তার সঙ্গে গল্প করতে একটুও ভাল লাগে না। সঙ্গে বই এনেছি অনেক, ইংরিজি ও বাংলা, পড়তাম। আমাকে না জিজ্ঞেস করেই তাকে বলে দিলে তুমি! আমার সত্যিই ভাল লাগে না এসব। আমি কি দশ বছরের খুকি নাকি? মিসেস দাশের মেয়ের মতন?

স্মৃতি কথা না বাড়িয়ে, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

বুঝলেন যে, সদ্য এম.এ. পাস করা যে অরাকে পাঁচ বছর আগে কলকাতাতে দেখে এসেছিলেন এ অরা সেই অরা নয়। অনেকই বদলে গেছে সে। জেদী, কিছুটা একরোখা এবং অবাধ্যও হয়ে গেছে। দোষ অবশ্য তাঁরই।

বছরে অন্তত একবার কলকাতাতে গেলে এমনটি হতো না। প্রতি বছরই ছুটিতে স্বামীর সঙ্গে জব্বলপুরেই যান। দেওরেরা, ভাসুর এবং তাঁদের কাজিনেরাও সব ভাইই বিভিন্ন জায়গা থেকে জড়ো হন সেখানে গিয়ে। বাড়িতে পূজো হয়। শাশুড়ি এখনও আছেন তাই যেতেই হয়। ওঁদের শ্বশুরবাড়ি এখনও সর্বার্থেই যৌথ পরিবার। এমনটি প্রবাসেও দেখা যায় না। শাশুড়িই দিব্যময়ী কর্ত্রী। কিন্তু তাঁর মতন ন্যায়পরায়ণা মহিলা কমই দেখেছেন স্মৃতি। এই বাৎসরিক সম্মিলনীতে আনন্দ করতেই যান। শুষ্ক কর্তব্যের খাতিরে নয়। তাছাড়া, যেসব আরামে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বাইরে থেকে; গাড়ি ড্রাইভার, মালী, রান্নার লোক, আলাদা শোবার ঘর, গিজার সে সবেরই অভাব আছে কলকাতায়। তাছাড়া নিজে পরিবারে মা-বাবা চলে যাবার পর থেকেই ভায়েরাও আলাদা হয়ে গেছে। কলকাতার বাহ্যিক রূপ তো বদলেছেই তাঁর কাছে, আভ্যন্তরীণ রূপটা বদলে গেছে পুরোপুরি। সে কারণেও কলকাতা যেতে আর ইচ্ছেই করেন না। সেই শেষবার গেছিলেন, পাঁচ বছর আগে। তার স্মৃতি মধুর নয়। আর যাওয়ার ইচ্ছেও নেই।

অরা, বড়দার সঙ্গেই থাকে। বড়বৌদিকে কোনোদিনই স্মৃতির পছন্দ নয়। অতি সাধারণ, হা-ভাতে, অশিক্ষিত ঘরের মেয়ে। বি.এ.এম.এ. পাস করলেই শিক্ষিত হয় না কেউ। তার নজরটা বড়দার সঙ্গে এতদিন ঘর করেও একটুও বড় হলো না। বড়দার সঙ্গে ব্যবহারও সে মোটেই ভাল করে না।

ওদের এক ছেলে, এক মেয়ে, তাদের ব্যবহারও তাঁর আদৌ পছন্দ হয় না। অত্যন্ত অসভ্য। দুর্বিনীত। অরা নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট করেই থাকে বড়দা-বৌদিদের সঙ্গে। অথচ মেজদা-ছোড়দার এমন অবস্থা নেই যে, ওকে রাখে। বাড়তি একটি ঘরও নেই। অরা অবশ্য বড়দার বাড়িতে খরচ দিয়েই থাকে তার নিজের সম্মানের কারণে। যেহেতু স্বচ্ছলের সংসার তাই খরচ হয়তো একা থাকার চেয়ে অনেক বেশিই পড়ে।

এদিকে অরাটাও বিয়ে করছে না। এখনও এদেশে কমপক্ষে আরও কুড়িটা বছর মেয়েদের পক্ষে বিয়েটা একটা অবশ্যকরণীয় ব্যাপার। অবিবাহিত বা একলা মেয়েদের এখানে অনেকেই অসুবিধে। বিপদ। তা, যে যাই বলুন। কিন্তু ওঁর তো কিছু করা নেই। এত মানুষ থাকতে পরদেশিয়াকেই বেছে অরার সঙ্গ দান বা স্টেশানে আনতে পাঠানোর পেছনে যে অন্য কোনো ভাবনা কাজ করেনি। স্মৃতির মনে, এমনও নয়। তা করবেই বা না কেন? মা নেই, বড়বৌদির মাথাব্যাথাও নেই। ওদের নিজেদের সংসার দেখাতেই হিমশিম খেতে হয়। আর বড়বৌদি তো রোজগেরে ননদকে ছাড়তে চানই না। এই সংসারে সকলেই যার যার স্বার্থ দেখে। হয়তো এটা দোষের নয়। তবে কখনও কখনও দোষের বলে মনে হয়। তাই, বড় দিদি হয়ে উনি যদি কিছুমাত্রই না করেন ছোট বোনের জন্যে তবে কেই বা

করবে? মেজ বোন যতি। স্টেটস-এই থাকে। দু-তিন বছরে একবার আছে। গাড়ি বাড়ি এবং ইয়োরোপের বা অন্যত্র-কাটানো হলিডের পাঁজাপাঁজা ছবি নিয়ে। ওরা যদি অরাকে একবার নিয়ে যেত তবে কত এলিজিবল ব্যাচেলর এর সঙ্গে আলাপ হতে পারত তার। পছন্দ হতো নিশ্চয়ই কারোকে না কারোকে। তাওরা এমনই 'চিল্ল' যে একবারও অরাকে নিয়ে গেল কই? শুধু নিজেদের বাড়ি আর গাড়ির গল্প, নিজেদের ছবি, নিজেদের ছেলেমেয়েদের ছবি, নিজেদের ওই বড়লোকীর আনন্দের মশগুল থাকে। কিছু প্রেজেন্টস নিয়ে আসে অবশ্য, যখনই আসে। এই করেই ওদরে কর্তব্য সাঙ্গ করে। স্মৃতি নিজেই টিকিট কেটে অরাকে পাঠাতে পারতেন কিন্তু যাদের কাছে পাঠাবেন তারা যদি মুখ ফুটে একবারও না বলে, তাহলে পাঠানই বা কী করে! অরার জন্যে সত্যিই চিন্তিত স্মৃতি। বয়স রোজই বাড়ছে। চাকরিতে ওর অনেকই উন্নতি হয়েছে। কিন্তু বিয়েটাও জরুরি।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে এইসবই ভাবছিলেন মিসেস দাশ-এর মেয়ে মুন্নীর মাথাতে হাত রেখে বসে। এমন সময়ে মুন্নীর তিনজন বন্ধু এবং তাঁদের মায়েরা এসে উপস্থিত হওয়াতে মুন্নী ওদের সঙ্গে সহজ হলো। মিসেস চ্যাটার্জি আর মিসেস শ্রীবাস্তব বললেন ওঁকে চলে যেতে। ওঁরাও জানেন যে ওঁর ছোট বোন আজই এসেছে কলকাতা থেকে এবং মিস্টার সেনগুপ্ত বিলাসপুরে নেই। তাছাড়া নতুন এবং পুরনো কলোনি জুড়েই একটা প্রচণ্ড টেনশান চলছে। কেন্দা কলিয়ারিতে চল্লিশজন মানুষ মারা গেছেন। তাতে সকলেরই ঘুম চলে গেছে। প্রত্যেক এরিয়ার জি.এম.-দের, সি.এম.ডি. বলে দিয়েছেন। সেফটি মেজার্স রিভিউ করতে। তাছাড়া, দিল্লি থেকে অডিট টিমও এসে গেছে। পান থেকে চুন খসলেই কার মাথাতে কখন যে খাঁড়ার ঘা পড়বে তা কেউই বলতে পারেন না। সেই টেনশান ছড়িয়ে গেছে মহিলাদের মধ্যেও।

সাম্প্রতিক অতীত থেকে, এই দেশে, প্রকৃত দোষী, যদি কেউ দোষী হয়ে থাকে; ছাড় পেয়ে যায়। শাস্তি এখন পেতে হয় SCAPEGOAT দেরই। টেনশান সে কারণেই।

[তিন]

অরার স্বভাব এরকমই। যা করতে ওর ইচ্ছে করে না তা ওর করতে হলে ও ভীষণ অসভ্য অভদ্র হয়ে যায়। কোনো রকম কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

একবার ভাবল বনবাসাকে বলে যে, সেই বাবু এলে বলে দিতে যে তার শরীর খারাপ। সে শুয়ে আছে। দেখা করতে পারবে না।

মনে মনে এই ভেবেই সে বসবার ঘর ছেড়ে ভিতরে গেল। বনবাসাকে ডেকে পরামর্শ করতে যেতেই বনবাসা তীব্র আপত্তি করে বলল, পরুসার-এর মতন ভাল সাব এই কলোনীতে নেই। কত মেয়ের বাবারা, জামাই বাবুরা যে পরুসাবের সঙ্গে মেয়ের আর শালীর বিয়ে দিতে চান তা এখানের সকলেই জানে। সবদিক দিয়ে ভাল অমন সাব এর সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া বনবাসা বলল, দিদি! আপনি তো কদিন পরে চলেই যাবেন কিন্তু তাহলে মেমসাব পরুসারবকে মুখ দেখাবেন কী করে? সাব তো প্রায়ই ট্যুরে যান। তখন পরুসারই তো সব কিছু সামলে নেন। মেমসাহেবের কতো খিদমগগারী করেন।

অরা মনে মনে বলল, দিদির অতই পীরিত তো নিজে বিয়ে করলেই পারে। আমার পেছনে এমন করে কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার কী মানে হয়? আমি কি ছেলেদের সঙ্গে মিশি না, না আমার কৃপাপ্রার্থী কম আছে কলকাতাতে? পুরুষদের সম্বন্ধে ওর মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে। যদিও সেটা বনবাসার মতন সরলীকৃত ধারণা নয়। গাধা এক ধরনের ছাড়াও পুরুষদের মধ্যে আরও অনেক জাত আছে। যেমন হনুমান, কুকুর, হুলো-বিড়াল, মেনিমুত্যোদি।

এই মুহূর্তে পুরুষ জাতের শ্রেণীবিভাগে সময় নষ্ট না করে অরা গা ধুতে যাবে বলে মনস্থ করল। বনবাসার পরুসার এবং দিদির 'ব্লু-আইড বয়' যদি আসেনই তবে এই ক্রাশড শাড়িতে তার সামনে যাওয়া যাবে না। যত্ত আপদ! বাথরুমে যাওয়ার সময়ে বনবাসাকে বলে গেল, তার পরুসার এলে, যেন তাকে বসায়।

বাথরুমের লাগোয়া ড্রেসিংরুম। কার্পেট পাতা। মস্ত ড্রেসিং টেবিল। তার উপরে বিরাট আয়না। স্যুটকেসটা খুলে, কোন শাড়ি পরবে তা ঠিক করতে বেশ একটু সময় লাগল অরার। নিজের সম্বন্ধে ভীত হয়ে পড়ল, এখানে আসা অবধি এই প্রথমবার। স্টেশান থেকে আসার সময়েই বুঝেছিল যে

বনবাসার পরুসার সম্বন্ধে ওর মনে বিশেষ একধরনের অনুভূতি হচ্ছে। শরীরেও। সেই কারণেই ওর ভীতি। ঠিক এই ধরনের পুরুষমানুষ ও আগে দেখেনি। দেখেনি বলেই ভয়। দেবতার মধ্যে থেকে অথবা বাঘের মধ্যে থেকেও কখন যে দৈত্য এবং হায়না দাঁত বের করবে তাও ওর জানা নেই।

কিন্তু অবাক হয়ে গেল যখন হালকা বেগুনি রঙা কোটা শাড়িটাও বের করল। স্যুটকেস থেকে। সঙ্গে ফিকে বেগুনি রঙা ব্লাউজ। বের করেই, গা ধুতে গেল। গা ধুতে ধুতে ঈষোদুষ্ণ জলে সাবানের ফেনা আর বুদ্বুদে গা ভরে দিয়ে শাওয়ারের নিচে শাওয়ার-ক্যাপ পরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, ওর শরীরে দারুণ এক সুখানুভূতি হলো। এমনটা আর হয়নি কখনওই আগে। তারপর বড় তোয়ালে দিয়ে গা মুছে যখন ও ড্রেসিংরুমের প্রায় দেওয়াল- জোড়া আয়নার সামনে নিরাবরণ হয়ে দাঁড়িয়ে, তার পুরো শরীরের প্রতিবিম্ব দেখল সেই আয়নাতে, তখন নিজের শরীর নিজেরই চুমু খেতে ইচ্ছে করল। ওর সম্পূর্ণতাতেও যে এমন সুন্দর তা এর আগে কখনও জানিনি। কারণ, না কোনো বেডরুমে, না ড্রেসিংরুমে এমন নিভৃতে দেওয়াল জোড়া আয়নাতে নিজেকে দেখার সুযোগ হয়েছে ওর আগে। কলকাতাতে তো বাথরুম থেকে শায়াটা বুকের উপরে বেঁধে কোনোক্রমে দৌড়ে এসে নিজের ঘরে ঢোকে। তাতেও বড়দার বড় ছেলে পল্লু ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে। হাঁসের বাচ্চা যেমন ডিম ফেটে বেরিয়েই সাঁতার কাটতে শুরু করে, পুরুষের পুরুষ সন্তানরাও তেমনি জন্মের পর থেকেই নারীর শরীর যে তাদের ভোজ্যবস্তু এ কথা জেনে যায়। মাসি-পিসিও তাদের তালিকাতে থাকতে পারে।

তারপর অরা ভাবল, নিজেকে নিজে চুমু খাওয়া যায় না, যেমন নিজেকে নিজে লাথি মারাও যায় না, এবং সেই জন্যেই পরিপূরক হিসেবে, একা নারী বা পুরুষের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্যে অন্য একজন পুরুষ বা নারীর প্রয়োজন হয়ই! এটাই বোধহয় বিধাতার ইচ্ছা ছিল। আদম-এর ইভকে দরকার হয়ই, ইভ-এরও আদমকে।

খুব ভাল করে সাজছে যখন, নিজের প্রসাধিত মুখটিকে যখন দীপশিকার মতন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে নিজের চোখে, তখনই বাইরে একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। আওয়াজে বোঝা গেল যে গাড়িটা এসে বাংলোর গেটের সামনেই দাঁড়াল। বাথরুমটা থেকে গেটটা বেশি দূরে নয়। কোনো মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে এবং দরজা খোলা এবং দরজা বন্ধ করার আওয়াজের দ্বারা যে নিজের শরীর মনের সব দরজা জনালা রিমোট-কন্ট্রোল সুইচে এমন করে খুলে যাবে বা যেতে পারে, তা অরার ধারণা ছিল না। সে তৈরি। কিন্তু ড্রেসিংরুমের দরজা খুলে বেরোতে ভারি ভয় করতে লাগল।

ড্রেসিংরুম থেকে বেডরুমে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

শুনতে পেল, বনবাসার সঙ্গে তার পরুসাব-এর কথোপকথন।

ক্যারে বনবাসা? তু হ্যায় ক্যায়াসি?

বহত আচ্ছা হ্যায় সাব। আপ বৈঠিয়ে। দিদি আ রহি হ্যায়।

মেমসাবনে ফোন কি থী? না?

জী সাব।

হুঁ।

চায়ে লাউঁ?

নেহি নেহি! আভ্‌ভি কুছ নেহি। ফিক্কর মত করো। তুমহারি দিদি হ্যায় কাঁহা? হামারি আওয়াজ মিলতেহি ছুপ গ্যায়ি কেয়া?

বনবাসা হাসল।

বলল, আপকি আওয়াজ শুনকর তো সবহি দৌড়কে আতি হ্যায়, ছুপেগি কাহে?

তো!

ম্যয় যাকর দেখতি হ্যায়, নাহানা হোগ্যায়ি ক্যা?

বনবাসা আফটার অল, কাজের মেয়ে। তার সঙ্গে এমন রসিকতা করাটা অরার পছন্দ হলো না। বাজে লোক একটা। ওভার-কনফিডেন্ট। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, দাঁড়াও! তোমার ওভার-কনফিডেন্সের বেলুন আমি ফুটো করে দেব। আমার বড়দিদিতে আর আমাতে অনেকই তফাত আছে। আমি হলে, বড় জামাইবাবুকে বিয়েই করতাম না। যত বড় রিলেতফেরত মাইনিং-এঞ্জিনিয়রই হন না কেন! আমি একজন 'টোটাল মানুষ'কে বিয়ে করব। মানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে পূর্ণ পুরুষ'। আংশিক বা Partial পুরুষে আমার রুচি নেই। তার চেয়ে আজীবন কুমারী থাকব তাও ভাল।

বনবাসা ঘরে ঢুকে বলল, পরুসাব আ গ্যায়া। আইয়ে দিদি।

অরা বলল, তুমি যাও, আমি আসছি।

শোবার ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ডানচোখের কোনা থেকে কাজল একটু মুছে নিল। ধেবড়ে গেছিল। শাড়ির পাড়ে গোড়ালি দিয়ে চাপ দিয়ে পেছনে শাড়িটা একটু নামিয়ে দিল। উঁচু হয়েছিল সামান্য। তারপর, পর্দা সরিয়ে বারান্দাতে আসতেই সেই পুরুষ চেয়ার ছেড়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আবার এলাম জ্বালাতে। যদিও স্বেচ্ছাতে নয়, আদেশে।

মানুষটা ভদ্রতা জানে। মেয়েদের সম্মান জানাতে জানে।

ভাল লাগল অরার।

বলল, বসুন।

আপনি বসুন আগে।

অরা বসল। তারপরে বসল সেই পুরুষ।

অরা বেশ অপ্রতিভ বোধ করছিল মানুষটির সামনে, অথচ সপ্রতিভ বলে তার পরিচিত মহলে বিশেষ খ্যাতি আছে। সবকিছুই আপেক্ষিক।

ভাবল অরা।

তারপর বলল, আপনার নামটাই কিন্তু এখনও জানা হয়নি।

তাই? বৌদি এখনও বলেননি বুঝি? হয়তো বলাটা প্রয়োজন মনে করেননি। নাম থাকাটা আমার মতন মানুষের আদৌ প্রয়োজন আছে বলেও হয়ত মনে করেননি।

দিদির কথা দিদিই জানবে। নামটা কী আপনার?

আমার নাম পুরুষ। বলতে পারেন, আমি একজন চিরন্তন পুরুষ।

বাক্যটা শুনেই চমকে উঠল অরা। বুকের মধ্যে চমক লাগল। সব মেয়েই তো যুগে যুগে এই চিরন্তন পুরুষকেই প্রার্থনা করেছে।

তারপর ভাবল, ভারি ভাল কথা বলেন তো ভদ্রলোক! কিছুক্ষণ চুপ করেও থাকতে হলো বাক্যটির অভাবনীয়তায়।

বলল, আমি কি তবে আপনাবে চিরন্তন বলে ডাকতে পারি?

হাসল, বনবাসার পরুসাব।

বলল, তাও বলতে পারেন। আমার আপত্তি নেই। তবে দাদু আমার নাম রেখেছিলেন পরদেশিয়া।

পরদেশিয়া?

অবাক হয়ে অরা বলল, এরকম উদ্ভট নাম কেন?

বাবা মারা যাওয়ার পরে মা বিলাসপুরে চলে আসন দাদুর কাছে। দাদু রেলে কাজ করতেন। বিমল মিত্র, সাহিত্যিককেও উনি চিনতেন। আমি এখানেই জন্মাই। মা পাঁচ মাসের অন্তসত্ত্বা ছিলেন বাবার মৃত্যুর সময়ে তাই দাদু নাম রাখেন পরদেশিয়া।

অদ্ভুত নাম তো।

অদ্ভুত কেন? ছত্তিগড়িয়াই তো হচ্ছি আমি। তাই ছত্তিগড়িয়ার নাম। তবে পোশাকি নাম হচ্ছে অর্ণব। মানে, অফিসের নাম।

অর্ণব মানে জানেন?

আমার সেটা না জানলেও চলত। কারণ সে নামটাও আমি নিজে রাখিনি। অর্ণব, মানে, সমুদ্রকে আমি একটুও পছন্দ করি না। নিজে রাখলে, ও নাম রাখতাম না।

কেন? পছন্দ নয় কেন?

সমুদ্র তো একই আধারে থাকে চিরটাকাল, হয়তো চেষ্টাও নেই তার। কূল ছাপিয়ে যাবার কোনো ক্ষমতা বা ইচ্ছেই নেই।

অরা বলল। চিরটা কাল থাকে না মোটেই। যখন সে কূল ছাপাবে বলে মনস্থ করে তখন সবকিছুকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কূল ছাপায় না বলে মঙ্গল সকলেরই।

তা ঠিক। তবে, সেই 'চিরটাকালের' যে কোলে তার বিস্তৃতি বা সংকোচন ঘটে তার পরিমাপের সঙ্গে মানুষের জীবনের পরিমাপের কোনো তুলনা তো চলে না।

BanglaBook.org

বলেই বলল, সামনে যে এই প্রাচীন সেগুন গাছটা দেখছেন, এর বয়স কত জানেন? তার নিচে যে বড় কালো গোলাকৃতি পাথরের ঢিপিটা, তার বয়স? গাছটার বয়স দশজনমানুষের জীবনের সমান। আর পাথরটার বয়স কমপক্ষে হাজারজন মানুষের জীবনের সমান। সেই ব্যাকগ্রাউণ্ডে সমুদ্রকে প্রায় স্ট্যাটিকই বলা চলে। তার বয়স বাড়া বা কমা, লক্ষণবাহিত নয়।

তবে কী নাম রাখতেন আপনি? নিজের নাম রাখলে?

নদের নামে নাম রাখতাম। ব্রহ্মপুত্র, নর্দমা, তিস্তা, তোর্ষা। প্রমত্ততার সঙ্গে সবকিছুকে তীব্রবেগে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার বুকে আছড়ে পড়ে, তেমন করে সমুদ্রের বুকে গিয়ে আছড়ে পড়তাম।

বাঃ।

ওর কথার ধরনে মুগ্ধ হয়ে, অজানিতেই বলে ফেলল অরা।

নিজেকে ও বেঁধে রাখবে ভেবেছিল। পরদেশিয়ার চেহারা দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল আগেই। এখন কথা শুনে মুগ্ধ হচ্ছে। মুগ্ধকারও কত বৈচিত্র হয়! ভয় করতে লাগল ওর। ভয়মিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে রইল পরদেশিয়ার দিকে।

আপনার নাম তো অরা। তাই না?

হ্যাঁ।

অরা! বাংলাতে কি অরা বলে কোনো শব্দ আছে?

বোধহয় নেই।

একটি অর্থহীন নাম বয়ে বেড়াচ্ছেন? বেড়াবেন আজীবন? কী দুর্ভাগ্য আপনার!

ইংরিজিতে তো মানে হয়। AURA।

হ্যাঁ তা হয়। তবে বাঙালি মেয়ের এমন নাম! একটু কষ্টকল্পিত।

তা কেন? বাবার এক কলিগের ছেলে এবং মেয়ের নাম ছিল ফ্লোরা এবং ফনা।

মানে?

অবাক হয়ে পরদেশিয়া বলল।

হ্যাঁ। FLORA । এবং FAUNA।

অরা বলল।

এবারে হেসে ফেলল পরদেশিয়া।

বলল< এত ঠনাঠনদাসের মতন নাম হলো।

ঠনাঠনদাস মানে?

সেই গল্প জানেন না? একজনের নাম ছিল ঠনাঠনদাস। বাবা-মা এমন বিশ্রিরি নাম রেখেছেন, সেই দুঃখে সে বেচারি একদিন নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করবে বলে সংকল্প করে গাঁয়ের বাড়ি থেকে বেরোলো। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই মধ্যে দেখল জীর্ণ পোশাক পরে এক দীন দরিদ্র বৃদ্ধ মধ্য প্রদেশের জঙ্গলের মধ্যের ভোঁর ঘাসের বনে ঘাস কাটছে।

ঠনাঠনদাস শুধোলো, তোমার নাম কী গো বুড়ো?

বুড়ো বলল, ধনপত।

অবাক হয়ে গেল ঠনাঠনদাস।

যার নাম ধনপতি কুবের, ধনপত; তারই এই হাল?

তারপর আরও কিছুদূর এগোবার পর দেখতে পেল জঙ্গলের পথের একটি চৌমাথাতে ছেঁড়া শাড়ি পরে একটি মেয়ে চার ভাগা মাছ নিয়ে বসে আছে। পাহাড়ি নদীর 'পাড়হেন' মাছ। তার শাড়ির এমনই অবস্থা যে, লজ্জা নিবারণ করাই মুশকিল। ঠনাঠনদাস শুধোল, তোমার নাম কী গো দিদি?

সে বলল, লছমী। অর্থাৎ, লক্ষ্মী।

আরেকটু এগোতেই দেখল, একজন মানুষ মরে গেছে। তাকে খাটিয়াতে শুইয়ে রাখা হয়েছে চাদর ঢেকে। তার বিধবা উচ্চস্বরে বিলাপ করছে। কয়েকজন লোক সেই খাটিয়া ঘিরে আছে। একটু পরেই 'রাম নাম সত হ্যায়' বলতে বলতে তাকে নিয়ে আড়পা নদীর শ্মশানে যাবে। ঠনাঠনদাস শুধোল, যে মানুষটা মারা গেছে, তার নামটা কী ছিল?

তারা বলল, জমরনাথ।

BanglaBook.org

হায়! হায়! ভাবল, ঠনাঠনদাস।

তারপর সে আত্মহত্যার চিন্তা ত্যাগ করে একটি চৌপদী বলতে বলতে, গাঁয়ে ফিরে গেল।

কী চৌপদী?

অরা জিজ্ঞেস করল পরদেশিয়াকে।

পরদেশিয়া বলল,

'অমরনাথ যো, সো মর গ্যায় হ্যায়
ধনপত কাটতে হ্যায় ঘাস, লছমী যো সো মছলি বিকতি হ্যায়
তালাই ঠনাঠনদাস।'

হিহি করে হেসে উঠল অরা।

হেসে উঠেই, ওর মনে হলো; এমন নির্দোষ আনন্দের অমলিন প্রাণ-খোলা হাসি সে বহুদিন হাসেনি। আশ্চর্য।

পরদেশিয়া গলা তুলে ডাকল, বনাবাসা। আরে ও বনবাসা। কাঁহা গেইলি রে?

আঈ সাব।

আরে আঈ সাব কি! টেনিস খেলে এলাম দু'ঘন্টা, দ, বেরিয়ে গেছে। কিছু খাবারটাবার তো দিবি, না কি তোর মেমসাব আমাকে ভুখা পেটে তাঁর বোনের খিদমদগারীর ডিউটিতে লাগিয়ে গেল!

বনাবাসা বলল, খাবার নিয়েই যাচ্ছি। আমার কি চোখ নেই? আপনি খেলার পোশাকেই এসেছেন, তা তো দেখেইছি।

খেলার পোশাকেই এসেছিল বটে তবে অরা ভাল করে লক্ষ্য করেনি। এবারে দেখল। সাদা ট্রাউজার। এটা পরে খেলেনি নিশ্চয়ই। শর্টসটা চেঞ্জ করে এসেছে মহিলার কাছে যাবার আগে। সাদা গেঞ্জি, ফ্রেড-পেরির; তার উপরে ফ্রেড-পেরির হাফ-হাতা সোয়েটার। বুকে একটা হাল্কা নীলের 'ভি'। পায়ে বাটার টেনিস-সু। ডান হাতে গাঢ় নীল রিস্ট -ব্যাণ্ড। খেলে এসেছে বলেই সোয়েটারটা পরে আছে। এখন একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আছে বটে তবে সোয়েটার পরার মতো ঠাণ্ডা নেই। রাতে হয়তো পড়বে। পরদেশিয়ার দিকে চেয়েছিল অরা একদৃষ্টে। আস্তে আস্তে ভাল লাগা বাড়ছে ওর। শীতার্ত হয়ে আগুণের পাশে বসে থাকলে যেমন বাড়ে।

কী দেখছেন? এরকম জানোয়ার কলকাতার চিড়িয়াখানাতেও বুঝি কখনও দেখেননি।

তা নয়। তারপর বলল, ম্যাচে হারালেন না জিতলেন?

'ম্যাচে' নয় 'সেটে'। এবং সা দুইয়েতে। প্রায় হাফস-ডাউনই বলতে পারেন। সেভেন-জিরো হলে খুশি হতাম। শালা তিওয়ারির বড় বাড় বেড়েছিল।

শালা বলছেন কেন?

শালাকে কী বলে ডাকব? এই দু'অক্ষরের জবরদস্ত 'লজ'-এর মতো 'লজ' বাংলা ভাষায় কেন কোনো বিদেশী ভাষাতেই নেই। শালা ইজ শালা।

তিওয়ারি কে?

সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। চিরিমিরিতে আছে।

চিরিমিরি? ভারি মাজার নাম তো!

হ্যাঁ। ওখানের লাহিড়ী পরিবারকে মধ্য প্রদেশের সকলেই চেনে। চিরিমিরির নাম শোনেননি? বাঘেন্দ্রদের ডিপো।

তাই? ও হ্যাঁ। প্রমোদ লাহিড়ী কি ঐ পরিবারের? উনি অনেক দিন বলেছিলেন একবার বেড়াতে নিয়ে যাবেন।

আপনি চেনেন নাকি প্রমোদ লাহিড়ীকে?

চিনি মানে, আমার বন্ধুর জ্যাঠামশায়।

তাই?

এই টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ কাদের মধ্যে হবে?

আমাদের সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর সমস্ত জোনের মধ্যে।

কতগুলো কোন আছে?

জোন তো আছে অনেকই। তবে এম.ই.সি.এল.-এরই মতো ডাব্লু, সি,এল., বি,সি,সি.এল., সি.এম.পি.ডি.এ., সি.সি.সি.এল. মহানদী, আরও কত জোন আছে। পশ্চিম বাংলার আসানসোল-এ একজন সি.এম.ডি. আছেন ই.সি.সি.এল.-এর।

সি.এম.ডি.-টা কী জিনিস?

ওরে বাবা! তিনিই আমাদের দেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর স্যাণ্ডুইচড ইনটু ওয়ান। 'সি.এম.ডি.' মানে হচ্ছে চেয়ারম্যান-কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এক একটি কোম্পানীতে এক একজন সি.এম.ডি.। সি.এম.ডি,.দের ওপরে কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান। তার উপরে সেক্রেটারী মাইনিং। তার ওপরে মন্ত্রী। এখন তো বাঙালী মন্ত্রী, অজিত পাঁজা।

তাই?

বনাবাসা পাটিসাপটা আর কড়াইশুঁটির কচুরি নিয়ে এল।

পরদেশিয়া বলল, এ কিরে বনবাসা? মোটে দুটো করে? সব কি তোর দিদিকেই খাইয়ে দিলি? আমার খাতির ইজ্জৎ সবই জলে গেল? এই জন্যই বলে, 'ব্লাড ইজ থিকার দ্যান ওয়াটার।'

ইংরেজিটা না বুঝেই বনবাসা হেসে বলল, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। শুরু করুন। গরম গরম ভেজে আনব। পাটিসাপটাও অনেক আছে। তারপরই বলল, দিদি কিন্তু একটাও খায়নি। আপনি যদি খাওয়াতে পারেন।

একটা পাটিসাপটা তুলে নিয়ে কামড় বসাতে যাচ্ছিল পরদেশিয়া। কথাটা শোনামাত্রই হাত নামিয়ে আনল। বলল, আপনি আগে খান। আপনি না খেলে, আমি খাব না।

এ কী!

অরা বলল। এ তো গায়ের জোরী।

যা বলেন তাই। কিন্তু সত্যিই খাব না। 'খাওয়ার ব্যাপারে জোর করতে নেই। কোনো ব্যাপারেই জোর করাটা ঠিক নয়। ভদ্রতা নয়।

জোর করাটাই যে আমার স্বভাব। আমি যে নদ নদী তো নই। জোর আমি করবই।

বাঃ রে!

বাঃ টাঃ বুঝি না। খান আগে।

নিরুপায় হয়ে অলা বলল, এ কিরকম জবরদস্তি।

জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে জবরদস্তি করাটা জরুরি। তাছাড়া, জবরদস্তি সহ্য করা এবং করার মানুষ কারো জীবনেই কি খুব বেশি আসে?

পাটিসাপটাতে কামড় দিয়ে অরা পরদেশিয়ার চশমার মধ্যে দিয়ে তার ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখের গহনে নিজের চোখ ডুবুরীর মতন নামিয়ে তার মনের কথা উঠিয়ে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পরদেশিয়ার চোখের দৃষ্টিতে কোনো তারতম্য নেই। যেমন সপ্রতিভ, উজ্জ্বলও তেমনই। ভাবালুতার রেশমাত্র নেই।

চোখ নামিয়ে নিল অরা।

তারপর বলল, হল তো! এবারে আপনি খান। তা আপনাদের সি,এম,ডি.-র হেডকোয়ার্টার্স কি এই বিলাসপুরেই?

হ্যাঁ। এই এরিয়ার মানে, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর হেডকোয়ার্টার্স বিলাসপুরেই। এর অধীনে আছে অনেকগুলো জোন। সেই প্রত্যেকটি এরিয়াতে একজন করে জেনারেল ম্যানেজার আছেন। তাঁদের বলে, এরিয়া জেনারেল ম্যানেজার।

কতগুলো এরিয়া আছে?

দশটা।

কী নাম তাদের?

বাবাঃ। আপনি কি কলকাতার অডিট-টিমএর মেম্বার নাকি? দিল্লির সেফটি অডিটের টিম নিয়েই সকলে ব্যতিব্যস্ত তার উপর.....

বলেই হাসল, পরদেশিয়া। খেতে খেতে।

হাসিটা ভারি সুন্দর। টেনিস খেলে চুলগুলো এলোমেলো, বিস্রস্ত হয়ে গেছে। তাতে, তার পুরুষালি সৌন্দর্য আরও যেন বেড়েছে।

BanglaBook.org

পরদেশিয়া বলল, কোরবা, চিরিমিরি, সোহাগপুর, জোহিল্লা, বৈকণ্ঠপুর, গেভরা, হাসদেও, যমুনা, কড়মা, কুসমুণ্ডা এবং রায়গড়। চারশ বর্গ কিমি জুড়ে আমাদের সি.এম.ডি.-এর রাজত্ব।

সি.এম.ডি.কে এখন?

কুমার সাহেব। উপেন্দ্র কুমার।

পাঞ্জাবি? অবিবাহিত?

না, না বিহারের লোক, নর্থ বিহারের। দ্বারভাঙা জেলাতে বাড়ি। তাছাড়া, কুমার মাত্রই কি অবিবাহিত হন? উনি বিবাহিত। চমৎকার ব্যালান্সড মানুষ।

তাই?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কথাই বলছেন বেশি, খাচ্ছেন কম।

কমই খাব। ভীষণ মোটা হয়ে যাচ্ছি।

সত্যি। মেয়েদের, বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের ফিগার বাতিক গেল না। ফিগার ভাল কি শুধু না খেয়ে হয়? একসারসাইজ করতে হয়। ভাল করে না খেলে জীবনে লড়াই করার জোর আসবে কোত্তেকে? মা হবেন কী করে? চলুন। কাল থেকে আমার সঙ্গে টেনিস খেলবেন।

মা যে সকলকে হতেই হবে তারই বা কী মানে আছে?

মা হতে ইচ্ছে করে না আপনার?

আগে ভবিষ্যৎ ঠিক হোক। বাবাই ঠিক হোক। তারপরে না মা হবার কথা!

সত্যি! আপনি। কথা বলাই মুশকিল আপনার সঙ্গে। বাবা তো যে-কেউই হতে পারে কিন্তু মা তো মা-ই।

তারপরই বলল, বলুন, খেলবেন কি না টেনিস।

কখনও খেলিনি জীবনে।

জীবনে অনেক কিছুই প্রথমবার করতে হয়। আপনি কি কোনো পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করেছেন? মনে হয়, করেননি। অথচ বিয়ে হলে করবেন। তাই জীবনে কখনও করিনি এই এক্সপ্রেশনের মতন ভুল বা বোকা-বোকা এক্সপ্রেশান আর হয় না।

দু কান লাল হয়ে গেল অরার, গরম হয়ে গেল।

বলল, আপনি মেয়েদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় জানেন না।

হয়তো জানি না। কারণ, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাটা আমার প্রি-অকুপেশান নয়। প্রেরোগেটিভ তো নয়ই! তাছাড়া দূষণীয় কী বলেছি এমন, তা তো বুঝলাম না। সঙ্গম তো কোনো মেয়ে একা একা করতে পারেন না। লজ্জা হোক, ঘেন্না হোক, ভয় হোক, যাই হোক; সঙ্গম করতে তো একজন পুরুষকে প্রয়োজন হয়ই! তাই প্রাপ্তবয়স্ক, শিক্ষিত একজন মহিলার এই প্রসঙ্গে লজ্জিত হবার কী আছে আমি তো ভেবে পাই না। প্রসঙ্গই তো উঠিয়েছি মাত্র। আপনাকে তো আর আমার সঙ্গে সঙ্গম করতে বলিনি।

অরার কান তখনও ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর বলল, আপনি। সত্যি! সভ্য সমাজে অচল।

জানি। এবং ঠিক সে কারণেই সভ্য সমাজ আমি সযত্নে এড়িয়ে চলি।

তারপর পরদেশিয়া বলল, আপনি দেখছি আমার কথাতেই বিধস্ত হয়ে গেছেন। চা-টা আমিই আপনাকে করে দিচ্ছি। লিকার লাইট না কড়া? দুধ ক' চামচ? চিনি? দেখুন, কেমন চা করে আপনার রাগ জল করে দিই!

রাগের কী আছে! এমন করে কেউ কখনও বলেনি; তাই।

অরা বলল।

পরদেশিয়া মিত্র-র কোনো কিছুর মধ্যেই আপনি ভুলেও প্রিসিডেন্স খুঁজতে যাবেন না। আমি ওরিজিনাল, একমাত্র; কারোরই অনুকরণ করি না আমি কোনো ব্যাপারেই, কেউ কেউ হয়তো আমার অনুকরণ করে থাকতে পারেন। শকডই হন আর প্লিজডই হন, আমার কথাতে বা কাজে, আমাকে অন্য কারো ছায়া বা অনুসরণকারী বলে কখনই ভুল করবে না অরা। ভুল করবে না। আমি আমিই। আমি 'কেউ' নই। যে কেউই তো নইই!

BanglaBook.org

আপনি আমাকে প্রথম আলাপেই 'তুমি' বলছেন যে।

ইচ্ছে করছে। যে লোকগুলোকে আমি দেখতে পারি না, সে ছেলেই হোক কি মেয়ে; তাদেরই শুধু আমি 'আপনি' বলি। যাতে, সুযোগ বুঝে কাটিয়ে দেওয়া যায়। দাদুর কাছে শুনেছি, বিধান রায়েরও এই দোষ ছিল। উনি সকলকেই 'তুমি' করে বলতেন। একমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ ছাড়া। আসলে, ব্যাপারটা আত্মবিশ্বাসের। আমি, তুমি বললে তো সকলে খুশিই হয় দেখি। তুমিই প্রথম ব্যতিক্রম।

আপনি জোর করেই তুমি বলবেন?

বলব। কারণ, আমার জোর আছে।

গায়ের জোর?

গায়ের জোরটা আবার জোর নাকি? সে তো গুণ্ডা-বদমাশ, হাতি-গণ্ডার, বাঘেদেরও থাকে।

তবে কিসের জোর?

মনুষ্যত্বের জোর।

মনুষ্যত্বের জোর। আমার ব্যক্তিত্বের জোর। তুমিই আমাকে তুমি বলতে পারো। তবে টিপিক্যাল বাঙালি মেয়েদের মতন দাদা বলো না। আমি কারোরই দাদা নই। দাদা বলবে ভাইফোঁটা দেবে, জোর করে; তারপর চুমু কেতে চাইলে বলবে, ঈস, দাদা! কী অসভ্য! তোমাদের ওসব ট্যাকটিক্স আমার জানা আছে। মেয়েরা যে অনাত্মীয় পুরুষকে প্রেমের চোখে দেখে, তাকে কখনওই ভাইফোঁটা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করে না। যাদের কাটাতে চায়; তাদেরই দাদা পাতায়, ফোঁটা দেয়।

অরা ক্রমশই মানুষটার অঘটনপটিয়সী ক্ষমতাতে, অরিজিনালিটিতে ভীত; সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। মনে মনে প্রার্থনা করছিল, কখন বড়দি আসবে।

বনা বাসা চা নিয়ে এল।

কথামতন কাপটা হাতে তুলে দিয়ে বলল, ফর আ চেঞ্জ, একজন পুরুষ একজন মহিলাকে চা করে দিল। ভারতীয় পুরুষদের অধিকাংশই জানোয়ার; ভদ্রলোক নয়।

হেসে ফেলল, অরা, পরদেশিয়ার কথার ধরনে।

মুখে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। আশা করি নিজের স্ত্রী সঙ্গেও এমন ব্যবহার করবেন।

স্ত্রী আগে হোক তারপরই দেখা যাবে।

থ্যাঙ্ক ইউ বলবেন না। এই আরেক বিপদ। কোটি কোটি ভারতীয়রা তাদের চোখের ভাষা দিয়ে নিঃশব্দে থ্যাঙ্ক ইউ বলে। এই আমাদের ট্রাডিশান মহান ট্রাডিশান। কতগুলো সাদা চামড়ার বানিয়াদের সবকিছুই নেবার প্রয়োজন যে নেই এই কথাটা শিক্ষিত মানুষেরাও যে কেন বোঝেন না, বুঝতে পারি না। এখন সব বাচ্চাই ইংলিশ-মিডিয়ামে স্কুলে পড়ে। তাদের শেকানো হয়ঃ 'ভদ্রতা জানো না? আঙ্কেলকে 'থ্যাঙ্ক উ' বল। টা টা করে দাও'। আমার লজ্জা করে। তেতাল্লিশ বছর হলো দেশটা স্বাধীন হলো অথচ ন্যাশনাল ক্যারেকটার, ন্যাশনাল প্রাইড বলে কিছু মাত্রই গড়ে উঠলো না। তোতাপাখির মতন ইংরিজি 'বুলি কপচানো' আর 'শিক্ষা; ব্যাপারটা সমার্থক হয়ে গেল। রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা ফেলে দিয়ে আমরা সেলসম্যানশিপকেই জীবনের একমেবাদ্বিতীয়ম অর্জিত জিনিস বলে মেনে নিলাম।

বলেই বল্‌ল, যাগগে যাক, কথা বলতে শুরু করলে, থামি না আমি। তাছাড়া, তুমি ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছো, তোমাকে আনন্দ দেওয়াই আমার কর্তব্য।

আনন্দ কাকে বলে?

সে প্রসঙ্গ থাক। সে প্রসঙ্গে গেলে, আবারও অনেক কথা বলতে হবে।

স্টেশানে আজ সকালে যখন আনতে গেছিলেন তখন তো ভিজেবেড়ালটি হয়েছিলেন। মুখ-চোরা। মনে হচ্ছিল যে, ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেন না। এখন তো সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি।

পরদেশিয়া হেসে বলল, আমার গুরু বলেছিলেন, প্রথমেই খাপ খুলতে হয় না। প্রথমে দেখে নিতে হয় জমি কেমন, যোদ্ধা কেমন; লড়াই করা ঠিক হবে কি না! তাই চুপ করে ছিলাম।

আপনার গুরুটি কে? তাছাড়া আপনি কি সকলের সঙ্গেই লড়াই করেন?

আমার মধ্যে কমপিটিটিভ স্পিরিটটা বড়ই প্রবল। যা কিছুই করি তাতে একজনও আমাকে হারিয়ে দিক তা আমি চাই না। মেনে নিতে পারি না। তাছাড়া, যাঁরা প্রকৃত মানুষ, তাঁরা সকলেই

BanglaBook.org

জানেন লড়াই-এর আরেক নামই তো জীবন। তাই বলতে পারো, করি। কিন্তু তুমি, ছেলেমানুষ। লড়াই কতরকমের হয় তা কি তুমি জানো?

আমি ছেলেমানুষ?

তাই তো!

আপনার চেয়ে বড়জোর তিন-চার বছরের ছোট হব।

বয়স, বয়সে হয় না অরাদেবী।

তবে কিসে হয়?

বয়স হয় অভিজ্ঞতায়। আমার জন্মদিনের হিসেবে বয়স বেশি না হতে পারে, কিন্তু আসলে আমার বয়স দুশো সাতান্ন বছর।

জোরে হেসে উঠল অরা।

ও ভাবছিল, ভাগ্যিস এসেছিল বিলাসপুরে! আর ভাগ্যিস বড়দি বড় জামাইবাবু পরদেশিয়ার কথা ভেবেছিলেন। পরদেশিয়া এখানে না থাকলে, যে কী হতো। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ও। পরক্ষণেই গভীর দুঃখে ওর মন শ্রাবণের দুপুরের মতো ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এল।

পরদেশিয়া প্রশ্ন করেছিল ওকে, আনন্দ মানে কী?

উত্তরে ও কিছুই বলেনি। কিন্তু অরা জানে যে সমস্ত আনন্দেরই বুকের কোরকের মধ্যে দুঃখের বীজ সুপ্ত থাকেই। মনুষের প্রত্যেক আনন্দকেই, মানুষখেকো বাঘেরই মতন অনুসরণ করে দুঃখ। আনন্দ-খেকো দুঃখ।

চা খাওয়া হয়ে গেলে, পরদেশিয়া বলল, ট্রেন থেকে নেমে সেই যে এসে বসেছো, বাড়ি থেকে বেরোওনি আর?

নাঃ।

তবে তো বেড়ানো ভালই হচ্ছে। চলো, অন্তত হেঁটে আসবে একটু।

বনবাসা চায়ের বাসন নিতে এসেছিল। সে বলল, হ্যাঁ দিদি। যান একটু ঘুরে আসুন। আমিই নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু বাড়িতে যে কেউই নেই। ফোন-টোন এলে ধরতে তো হবে। রাতে তুমি কী খাও দিদি? ভাত, না রুটি?

কিছুই খাব না রাতে। দুপুরে যা খাওয়া হয়েছে। তার পরে দুপুরের ঘুম। তারও উপরে, চায়ের সঙ্গে এতসব 'টা' খাওয়া হলো। সত্যিই কিছু খাব না।

তা কি হয়। বসবাসা বলল। তারপর বলল, ঠিক আছে। যা বলবে, তাই করে দেওয়া যাবে পাঁচ মিটিটে। তাছাড়া রাতের খাওয়ার আগে মেমসাহেব তো এসেই পড়বেন।

চলো। এটা পাতলা কিছু নিয়ে নাও গরম। কলকাতার লোক। অভ্যেস তো নেই। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

গরম? গরম যে কিছু আনিনি।

পরদেশিয়া বনবাসাকে বলল, বৌদির কোনো গরম চাদরটাদর দে তো বনবাসা, তোর দিদিকে।

বনবাসা একটা বেগুণী-রঙা লেডিজ চাদর এনে দিলে, পরদেশিয়া উঠল। তারপর, আগে আগে গিয়ে, গেট খুলে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে বলল, এসো।

গেট পেরুতে পেরুতে অরা ভাবল, মানুষটা ম্যানার্স জানে। মেয়েদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, জানে তা।

বাইরে একটা ছাই-রঙা অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে ছিল।

এটা আপনার গাড়ি?

হ্যাঁ। এটাকে বিদায় করে একটা মারুতি নেব। পেট্রোলের যা দাম বাড়ল তাতে এদিকে-ওদিকে বেড়াতে যাওয়া এক সমস্যা হলো। অথচ এখানে চারধারেই এত বেড়াবার জায়গা। অনেক সময়ে কাজেও যেতে হয়। তখন অবশ্য কোমপানীর গাড়িতেই যাই।

এখানে কাজের লোকজন, ড্রাইভার পাওয়া যায়? কলকাতাতে তো সকলেই কমপ্লেইন করেন।

পাওয়া যায় তবে মাইনে দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। তবে ওয়ার্ক-কালচারটা এখানে আছে। ছত্তিশগড়িয়া মেয়ে-পুরুষ কেউই কাজকে হারাম বলে ভাবে না। পয়সা নেয় বটে তবে কাজও পুরো

BanglaBook.org

করে। কী কারখানা, কী বাড়িতে। আমাদের কোম্পানীর গেস্ট হাউস বা অফিসে গেলেই একথার যথার্থ্য বুঝতে পাবে। জমাদার, ঝাড়ুদার, বেয়ারা, পাহাড়াদার, মালী প্রত্যেকেই যে যার কাজ নিঃশব্দে করে। কারখানার শ্রমিকেরাও। কলকাতাতেও যদি এরকমটি হতো!

ভাবল অরা। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কলকাতায় কাজের সংস্কৃতি যে একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, কী অফিসে, কী কারখানাতে; তা অরার মতন এবং কলকাতার বাঙালিদের মতো আর কেউই জানেনা। জ্যোতিবাবু এবং তাঁর দল অমর রহে। তবে একদিন তাঁদের বিচার অবশ্যই হবে। কিন্তু কলকাতার নিন্দা করতেও যে বুকে বাজে। অরা যে বাঙালি!

ভারি সুন্দর কিন্তু আপনাদের কলোনিটি। এমন চমৎকার, চওড়া, ফাঁকা, পল্যুশান-ফ্রি রাস্তার কথা কলকাতাতে আজ চিন্তাও করা যায় না। এরকম রাস্তা পেলে, প্রতিদিন সকাল-বিকেল হাঁটতাম। তবে রাস্তার দু'পাশে কিন্তু আরও অনেক বেশি গাছ-গাছালি লাগানো উচিত ছিল।

লাগানো হয়েছে। তবে, হতে সময় নেবে। এই কলোনি খুব বেশিদিন হলো হয়নি।

তাই?

এমন সময়ে পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল।

অরা দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনে তাকাল। বড়দি আসছে কিনা দেখতে। তারপর দেখল, না। সাদা নয়, কালো রঙের অ্যামবাসাডর একটা। পরদেশিয়াও অরার দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাল।

গাড়িটা ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই হঠাৎ থেমে গেল। একজন বেঁটে মোটা ফর্সা ভদ্রলোক গাড়ি থেকে মুখ বের করে বললেন, আরে মিত্রা। ক্যায়সে হ্যায় তুম? শাদী ভি কর লিয়া? কব কিয়া! কোই বাতায়াহি নেহি মুঝে! তুমভি দাওয়াত নেহি দী।

পরনাম স্যার! হাউ আর উ্য? কব আঁয়ে হেঁ?

আয়া তো আজহি সুব্বে। দামাদ হামারা ক্যায়সি কাম কর রহা হ্যায় মিত্রা? তুমহারি চার্জমে হ্যায় না?

জী স্যার। আচ্ছাহি কাম কর রহা হ্যায়। লাইক ফাদার-ইন-ল লাইক সান-ইন-ল।

নাম কেয়া হ্যায় ইনকি?

ভদ্রলোক অরার দিকে চেয়ে শুধোলেন।

অরা।

ক্যা?

অরা।

অরা? অজীব নাম হ্যায় ভাই। কোই আওরতকি ক্যায়সি নাম হোতি হ্যায়? সচমুচ অজীব হ্যায় তুম! আচ্ছা! মজেমে রহো। একরোজ আনা ঘর পর। ম্যায় তিনরোজ হ্যায় হিঁয়া।

আউঙ্গা স্যার।

বলে নমস্কার করল পরদেশিয়া।

গাড়িটা চলে যেতেই, অরা ভীষণ চটে উঠে গাল লাল করে বলল, এটা কী হলো?

কী?

আমি কি আপনার স্ত্রী?

তাই কি আমি বলেছি? প্রশ্নটার দুটো অংশ ছিল। প্রথমটার জবাব দিইনি। দ্বিতীয়টার দিয়েছি। রায়সাহেবকে তোমার পুরো পরিচয় দিতে হলে অনেকই সময় লাগত এবং তুমি কে, তাও ওঁকে বলতে হতো। উনি এখন যাচ্ছেন মহানদী ক্লাবে। পুরো ক্লাবই জেনে যেত যে অরা-নাম্নী মহিলা কে? এবং কাকে আমি বিয়ে করেছি। আগামীকাল যদি কেউ আমাকে অফিসে জিজ্ঞেসও করে, তো বলব, দুসরাকা বিবি থা সাথমে। হামনে সাদী খোড়ী কিয়া!

কি জানি বাবা! আপনার মতন অদ্ভুত লোক আমি দেখিনি কখনও।

ভূত দেখে দেখেই যারা অভ্যস্ত অদ্ভুতে তারা অস্বস্তি বোধ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া আমি কী বলেছি, না বলেছি তা কেউই বিশ্বাস করবে না। সকলেই আমাকে পাগল বলেই জানে।

পাগল?

ইয়েস ম্যাম। পাগল সেজে থাকার মতো সুস্থ মস্তিস্কের কাজ আর দুটি নেই। তুমি কি প্রমথনাথ বিশীর 'পাগলা গারদের কবিতা' পড়েছ?

BanglaBook.org

না তো। সেটা কী?

প্রমথনাথ বিশীর মতো সেন্স অব হিউমার সম্পন্ন এবং ভাল লেখকের যতখানি কদর হওয় উচিত ছিল, তেমন হলো না মৃত্যুর পরেও, এটা দুঃখের কথা।

আপনি বাংলা পড়েন নাকি?

যে বাঙালী বাংলা সাহিত্যের খোঁজ না রাখেন, তাঁর শিক্ষার সব গুমোরই বৃথা। অনেক বাঙালি বিদ্বান-বুদ্ধিমানদেরই দেখি যে বলেন, 'বাংলায় কিসসুই লেখা হস্‌নে না, তা আবার পড়বটা কী?' 'যাচাই' না করেই 'বাতিল' করার এমন সহজ প্রবণতা শুধুমাত্র বাঙালি পণ্ডিতম্মন্যদের মধ্যেই দেখি বাংলা কোনো বইই যাঁরা পড়েন না, তাঁদের বাংলা সাহিত্যের উপরে মন্তব্য করার অধিকার কোত্থেকে আসে, তা কে জানে!

বাংলা, আজকাল দক্ষিণ কলকাতার উচ্চবিত্ত বাঙালিরাও পড়েন না। আর প্রবাসী বাঙালিদের দোষ দিয়ে কী লাভ?

তাঁদের কথা ছাড়ো। যাঁরা ট্যাস হয়ে গিয়ে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সংগীতের স্বাদ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়েই রইলেন, তাঁরা জীবনে কে কী হলেন, কত বড় তালেবর; তা নিয়ে আমার অন্তত কোনো মাথাব্যথা নেই! তাঁদের পতি আমার অনুকম্পা ছাড়া আর কিছুই নেই। তুমিও কি বাংলা পড় না, না কি?

পরদেশিয়া বলল. অরাকে।

পড়ি। পড়ি না তা নয়। কয়েকজন প্রিয় লেখকের বই পড়ি। অ্যাভারেজ বাঙালি সাহিত্যিকদের শিক্ষা-দীক্ষা, মানসিকতা, বুদ্ধিমত্তার উচ্চতা সবই ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। আর তাঁদের সাহিত্যও তাই। সাহিত্য, লেখকের জীবনও মানসিকতারই প্রতিচ্ছবি। নয় কি?

বুদ্ধদেব গুহর লেখা পড় কি তুমি? পরদেশিয়া হঠাৎ বলল।

সেরকম পড়ি না। 'কোয়েলের কাছে' পড়েছি। যখন স্কুলে পড়তাম। আর 'হলুদ বসন্ত'।

সে তো প্রায় পঁচিশ বছর আগের লেখা। একজন লেককে জানতে হলে তার সব বই-এর প্রতিই ঔৎসুক রাখতে হয়।

আপনি পড়েন?

কয়েকটি পড়েছি। সব পড়ে উঠতে পারিনি। বিমল মিত্র, গৌরীপদ চৌধুরী, নরেন মিত্র, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্রর পরের প্রজন্মের বেশি লেখককে আমি পড়িনি। তবে একে একে আধুনিক লেখকদের প্রত্যেককেই শেষ করব। আমি খামচে খামচে পড়াটা পছন্দ করিনা। তাতে, না হয় লেখকের প্রতি ন্যায় করা; না নিজের প্রতি।

শেষ করবেন মানে?

উদ্বিগ্ন গলাতে শুধোল অরা।

মানে, নিজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে প্রত্যেকটি বই আনিয়ে রাখব, পড়ব, একটি একটি করে। কারণ যে-কোনো লেখকেরই বেশ কিছু বই না পড়ে তাঁর সম্বন্ধে কোনো ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এবং উচিতও নয়। কোনো লেখক ভাল না লিখলে, তাঁকে ভাল লেখক বলে মানতে রাজি নই আমি। এবং নিজে না পড়ে, অন্যের মুখে ঝাল খেতেও আদৌ রাজি নই।

আপনি সুমনের গান শুনেছেন? সুমন চ্যাটার্জির?

অরা বলল।

না।

না কেন?

বড় বেশি কম সময়ের মধে ভদ্রলোককে নিয়ে যে প্রকার মাতামাতি হচ্ছে এবং ভদ্রলোক যেমন রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাকে আরম্ভ করেছেন, তাতেই আমার ইন্টারেস্ট চলে গেছে। এই ধূলোর-ঝড় থেমে যাক। তারপরে যদি লোকে সুমন-সুমন করেন তখনই শুনে দেখা যাবে। সকলেই যা করে, আমি তা করি না। কোনোদিনই করিনি। এবং নিজ কানে না শুনে, ভাল বা মন্দ কিছুই আমি বলতে রাজি নই। লেখক সম্বন্ধেও যে কথা, গায়ক সম্বন্ধেও একই কথা। তাছাড়া বাঙালি জাতের মতো আনস্টেবল-ইকুইলিব্রিয়ামের জাত আর পৃথিবীতে নেই। যাঁকে মাথায় তোলে, তাঁকে শিব বানায়, আর

BanglaBook.org

যাঁকে টেনে নামায়, তাঁকে বাঁদর বানায়। দোষে-গুণে মেশানো 'মানুষ' হিসেবে আমরা কারোকেই জানতে শিখিনি।

যাগকে। ঐ ভদ্রলোক কে?

কোন ভদ্রলোক?

ঐ যাঁর কাছে আমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন?

ওঃ হো। উনি রায়সাহেব।

রায়সাহেব? বাঙালি? উনি? মনে তো হল না।

বাঙালি কেন হতে যাবেন? উনি বিহারের মানুষ।

বিহারি আবার রায় হবেন কেন?

বিহারি হলেই কি বিহারীই হতে হবে এ কী কথা! রায় পদবী বাঙালি ছাড়াও বহু প্রদেশের মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। যেমন বিহারি এবং ওড়িয়া। পাঞ্জাবীদের মধ্যেও রায় আছে। বড় অফিসার ছিলেন উনি। আমার বস। কিন্তু ভারতের সরকারি এবং আধা-সরকারি অগণ্য প্রতিষ্ঠানে যে কিছু সংখ্যক সৎ অফিসার আছেন, তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশই চাকরির সমস্তটা জীবনই নেতিবাচক ছাড়া কোনো একটা 'পজিটিভ; সিদ্ধান্তই না-নেওয়াটাকেই যোগ্যতার পরম পরাকাষ্ঠা হলে বিবেচনা করেন, মানে মানে গ্র্যাচুইটি নিয়ে রিটায়ার করে সুখে পেনশন ভোগ করার নিশ্চিত এবং নির্বিঘ্ন গন্তব্যে পৌঁছেই মোক্ষ লাভ করেন। ঐ রায়সাহেব সেই 'পুতপুত প্রজাতির; একজন সদস্য। প্রাইভেট সেক্টর হলে, চাকরির প্রথম বছরেই তাঁর চাকরি যেত।

বলেই বলল, রায়সাহেবের প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে এল।

কী?

আমাদের এক কলিগ, চকরিতে ঢুকেই একটি রিপোর্ট তৈরি করে বলল, রায়সাহেব আমার সি. সি.আর. লিখবেন, আমার বস; রিপোর্টটা একবার ওঁকে দেখিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে আনি।

আমরা পাঁচজন তখন এক ঘরেই বসতাম। চারজনই বললাম, দেখিয়ে কোনোই লাভ নেই।

তবুও সে নাছোরবান্দা। তখন একটা কাগজে কিছু লিখে, তা খামে বন্ধ করে খামটা তাকে দিয়ে আমার এক অন্য কলিগ বলল যে, রায়সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে খামটা খুলে পড়ো।

তারপর?

সে তো চলে গেল রায়সাহেবের ঘরে।

তারপর?

অরা বলল।

আবার খুব মজা লাগছিল। এই বিলাসপুরে এসে, একদিনের মধ্যেই পরদেশিয়ার মাধ্যমে ও এক সম্পূর্ণ নতুন জগতে ঢুকে পড়েছে যেন। ওর ছোট্ট পৃথিবীর পরিধিটা যেন ক্রমশই বড় হয়ে যাচ্ছে।

পরদেশিয়া বলল? তারপর আর কী? সে তো বেগুন-প্যাঁচা মুখ করে ফিরে এল।

আমরা সমস্বরে বললাম, কী হলো? কী বললেন রায়সাহেব? অ্যাপ্রুভ করলেন আপনার রিপোর্ট?

সে বলল, ঐ! আপনারা যা বলেছিলেন।

এবারে খামটা খুলুন। আমার কলিগ বলল।

বলতেই, তিনি খামটা খুললেন।

আমরা সমস্বরে বললাম, এবারে পড়ুন।

তিনি বিড়বিড় করে পড়ছিলেন। আমরা বললাম, জোরে জোরে পড়ুন।

এবারে তিনি জোরে জোরে পড়লেন।

'ভঁয়স কে আগে বীণ বজায়ে
ভঁয়স রহে পাণ্ডরায়
রায়সে "রায়" মাঙ্গে যো জন
সো জন ধোখা খায়।'

মানে কী হলো?

অরা বলল। হেসে।

BanglaBook.org

মানে হলো, মোষের সামনে গিয়ে যদি কেউ বীণা বাজায়, তো মোষ যেমন জাবর কাটছিল, তেমনি জাবর কাটতেই থাকে। আর রায়সাহেবের কাছে যে ব্যক্তি 'রায়' চাইতে যায়; মানে, ডিসিশান বা মতামত নিতে যায়, সে ধোঁকাই খায়।

অরা হিহি করে হাসতে লাগল নির্জন পথের মধ্যে ফুলে ফুলে।

পরদেশিয়াও হাসতে লাগল ওর সঙ্গে। আবারও অরার মনে হলো যে, বহুদিন, বহুবছর, এমন নির্দোষ আনন্দের উৎসারিত হাসি হাসেনি। এক দিনেই মনে হচ্ছে, ওর বয়স কমে যাচ্ছে। এত যে খেয়ে এল একটু আগে আবারও যেন খিদে খিদে পাচ্ছে।

হাসি থামলে, অরা বলল, এবার পাগলা গারদের কবিতা শোনান একটা, প্রমথনাথ বিশীর। বললেন যে, শোনাবেন।

হ্যাঁ একটাই মনে আছে। মানে, আবৃত্তি করতে পারি।

আহা! বলুনই না। গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে।

শোনো তবেঃ

'আমি ভজহরি ভক্ত
নিবাস আমার ময়ূরভঞ্জে
সেথা পড়ে রয় আমার মন যে
ঘুম চোখে দেখি
আরে একি একি
এ কোন নতুন গঞ্জ?

আঙিনায় মোর সোনার খাঁচায়
বিমনা যে পাখি পুচ্ছ নাচায়
এক চড়ে আমি করে দিয়েছিনু
তারি এক ঠ্যাং খঞ্জ,
আমি ভজহরি ভক্ত।'

আবারও হিহিহি করে হাসতে লাগল অরা, বেঁকে গিয়ে; পেটে হাত দিয়ে

পরদেশিয়া, কপট রাগের সঙ্গে বলল, একি, পড়ে যাবে যে, রাস্তার মধ্যে!

[চার]

রাতে খেতে বসে বড়দি বলল< দ্যাখ এজন্যেই বলে 'মিসফরচুন নেভার কামস এলোন'।

কেন একথা বলছ?

অরা বলল।

চুমকির খুব দেমাক ছিল। সকলেই বলত ওকথা। অবশ্য আমার সঙ্গে কখনও দেমাকি ব্যবহার করেনি। জানি না, তোর জামাইবাবুই চুমকির স্বামী মিস্টার দাশের বস ছিলেন বলে কি না। কিন্তু মিস্টার দাশ-এর মৃত্যুতে চুমকি যে কেমন হয়ে গেছে, কী বলব। একেবারে ঝড়ে-পড়া, ডানা-ভাঙা পাখিরই মতন। ও-ও এখন বাঁচে কি না দেখ। শুনতে তো পাচ্ছি মিডিয়ার হার্ট অ্যাটাক। এত অল্পবয়সে হার্ট-অ্যাটাক হলে, তা নাকি ফ্যাটালই হবার সম্ভাবনা থাকে।

তোমাদের এখানে ভাল হাসপাতাল আছে?

নেই? বলিস কী? তোদের কলকাতার যে-কোনও হাসপাতাল থেকেই ভাল।

তারপর বলল, একটাই মেয়ে। এখনও ছোটই আছে। দেরি করে বিয়ে। তার উপরে দেরি করে সন্তান এসেছে। বিয়েটিয়ে যদি করতেই হয়, তবে ফেব্রুয়ারি, বিহারিদের মতন তাড়াতাড়ি বিয়ে করার অনেকই সুফল। তোর মতলবটা কী? চাকরি করে কি দেশোদ্ধার করবি?

তা নয় বড়দি। তোমার বিয়ে হয়েছিল উনিশ বছর বয়সে। সে বয়সে বিয়ে নামক একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপারের মধ্যে চোখ-নাক০বুজে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। আগে মেয়েরা সতী হতো স্বামীর চিতাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এখনকার বিয়েটাও তেমনই। একরকমের আগুনে ঝাঁটপানোই। ত্রিশ বছর

BanglaBook.org

বয়সে চোখ বেঁধে কান বন্ধ করে বিয়ে আর করা যায় না বড়দি। তাছাড়া, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এতজনের বিয়ের পরে ডিভোর্স হয়ে গেছে যে বিয়ে করা যায় এমন পুরুষ একজনও চোখে পড়ল না এখনও। নিজের রুচি, নিজের মানসিকতা, নিজের মতামত, নিজের ইগো এতসব নিজস্ব ব্যাপার এসে বিয়ের পথ আগলে দাঁড়ায়, যে বিয়ে করতে বড় ভয় করে।

বড়দি বলল, এখনও নয়? জানি না বাবা তোদের ব্যাপার-স্যাপার। একজনকেও ভাল লাগল না?

বলেই, বলল, আর একটু মাছ নে। এখানের মাছ সব টাটকা। রুই, কাতলা, তো বটেই, কই, মগুর, সিংগি, পাবদাও পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলা তেকে চারাপোনা এনে এখানে সে মাছ বড় করে তারপর আবার কলকাতাতেই চালান যায়। তোদের পশ্চিমবঙ্গে এখন কিছুই হয় না বলেই শুনতে পাই। সেখানকার বাঙালিরা শুধু সারা ভারতবর্ষের সব পণ্যের মস্ত 'মার্কেট'। মাড়োয়ারিরাই নাকি মালিক হয়ে গেছে এখন তোদের কলকাতার?

সে কথা ঠিক বড়দি। কাজের সংস্কৃতি, ডিসিপ্লিন, সেন্স অব প্রাইড লস্ট হয়ে গেলে একটা জাতের আর বাকি থাকে কী? যা শোনো, তার অনেকটাই সত্যি। কিন্তু জামাইবাবু কী করছেন বলো তো? কোনো মানে হয়? ঠিক এই সময়েই এমন কাজ পড়ল?

কী করবে বল? ওদের কাজের রকমটাই এরকম। তবে তোর সঙ্গে ফোনে কথা বলবে রোজ। একটু পরেই ফোন করবে। আর কটা দিন থেকে যেতে পারতিস না কি?

অসম্ভব। নতুন চাকরি। বিয়ে-টিয়ে তো করা হলো না। এখন চাকরিই একমাত্র ভবিষ্যৎ। চাকরি নিয়ে হেলাফেলা করতে পারে বড়লোকের মেয়েরা আর বিবাহিত মেয়েরা।

জানি না বাবা! এত মেয়ের বিয়ে হয়, আর তোর মতন রূপ গুণের মেয়ের কেন বিয়ে হয় না বুঝি না। ছেলেগুলো কি কানা?

না, তারা কানা নয়; পদ্মলোচন। দোষ তাদের নয়। তারা তো আমার উপরে গুড়ের হাড়ির উপরে মাছির মতো থিকথিক করেই। কিন্তু নজরটা যে আমার বড়ই উঁচু। অরাও বিয়ে করতে পারে এমন ছেলে যে আজ অবধিও চোখেও পড়ল না। ভালই লাগল না কাউকে আজ অবধি।

কাউকেই নয়? এত গুমোর কি ভাল?

থাকার মধ্যে তো গুমোরটুকুই আছে দিদি! তাও ছাড়তে বল? এই তো একমাত্র নিজস্ব নির্মাণ। গুমোরও ত্যাগ করলে বাঁচব কী নিয়ে? তবে কাউকেই যে ভাল লাগেনি আজ অবধি তা বলতে পারব না। তবে মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমার যাকে বা যাদের ভাল লাগল বড়দি, তাদের আমাকে ভাল লাগল না। ভাল হয়তো লাগল, বা লেগেছিল; কিন্তু বিয়ের কথা কেউই বলেনি। আর ছেলেরা না বললে কি 'আমি তোমাকে বিয়ে করব' এই কথা বলা যায় কারোকে! ছিঃ।

কী করলি? সারা বিকেল আর সন্ধে? তুই আর পরু? ক্লাবে গেছিলি?

তুমি যে কি বল? সে কি আমার জামাইবাবু না বর যে, প্রথম দিন বিলাসপুরে পা দিয়েই একজন অপরিচিতের সঙ্গে হুট করে ক্লাবে চলে যাব? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

গেলে, কেউই কিছু মনে করত না। আমরা নিঃসন্তান। আর পরুরও বাবা-মা কেউই নেই। একমাত্র দাদা আছেন, তিনি থাকেন স্টেটস-এর বস্টনে। ভাই অন্তপ্রাণ। তিনিই ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। 'মানুষ' করেছেন। সত্যিই মনুষের মতন মানুষ করেছেন। সেই দাদা পরুর চেয়ে বয়সে অনেকই বড়। তোর সঙ্গে আমার যেরকম বয়সের তফাত ওর সঙ্গে দাদারও সেইরকমই। তবে, বিদেশে থকেন তো! দেখে, বয়স বোঝা যায় না, অনেকই কম মনে হয় দু'বছরে একবার করে দেশে আসেন। দেশ বলতে, পরুর কাছেই। আমার আর তোর জামাইবাবুর জন্যে যে কত কী প্রেজেন্ট নিয়ে আসেন তা কী বলব! তিনিও বিয়ে করেননি। তাঁর ছোট ভাইও তাঁর রাস্তাতেই হাঁটছে।

তাঁর ভায়ের 'কন্যার' অভাব কী? রাজকন্যাও পেতে পারেন।

কার কথা বলছিস?

মানে, তোমাদের নয়ন-মণি পরুর কথা। যে দেশে সুলক্ষণা মেয়েরা শোনপুরের হাটের গরুর মতন গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে অনাদিকাল ধরে, কোনো পুরুষ এসে তাদের গলাতে মালা পরিয়ে সুধন্য করবে বলে; সেই দেশে তোমাদের পরুর কি বিয়ে করার মতন মেয়ের অভাব?

BanglaBook.org

তা ঠিক। মেয়ের কোনোই অভাব নেই। এখানে এমন একটিও বাঙালি পরিবার নেই যারা পরু মধ্যে একটি পোটেনশিয়াল জামাই না দেখে বা দেখেছে। সকলেরই যে মেয়ে আছে, এমনও নয় কারো বোন আছে, কারো ননদ, কারো শালী, কারো বোনের বন্ধু বা বন্ধুর বোন। পরুর মত ইউনিভার্সালি ডিসার্ড পাত্র এখানে আর একজনও নেই। সকলেরই আকারে-ইঙ্গিতে, নানাভাবে পরুকে বোঝায়। বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। যখন তাদের পাত্ররা বিলাসপুরে আসে, বিশেষ করে তখন। কিন্তু এই সবে পরু আরও বিগড়ে গেছে। কারো বাড়িতেই আজকাল বিশেষ যেতে চায় না। ক্লাবে গেলেও টেনিস খেলেই চলে আসে।

কিন্তু বড়দি, আমিও তো জামাইবাবুর শালী! তুমি সব জেনে শুনে আমাকে তো বটেই, তোমাদেরও এমন করে অসম্মানিত করলে কেন? এর চেয়ে বড় অপমান একজন শিক্ষিত মেয়ের আর কী হতে পারে?

আরে, কোর কথা আলাদা।

কেন? আলাদা কিসে?

অ্যালবামে তোর ছবি দেখে, ওই তো তোর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিল। আর বলেছিল, বিয়ে যদি কখনও করি বৌদি, তবে তোমার মতো কাউকেই করব। তোমার বোনটোন কি নেই?

তুমি কী বলেছিলে? তার উত্তরে?

অরা বলল, খাওয়া থামিয়ে।

আমি কী বলব? তোর তো তখন আভাসের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার সব ঠিকই হয়ে গেছিল।

তো?

তো, আমি বলেছিলাম, আমার তো একটিই মাত্র বোন আছে, অবিবাহিত। ও যার ছবি দেখলে তুমি। সবচেয়ে ছোট। কিন্তু আমার চেয়ে সে অনেকই সুন্দরী, অনেকই অ্যাকমপ্লিশড। কিন্তু সে তো চুটিয়ে প্রেম করছে একজনের সঙ্গে। তার নাম আভাস। আই.এস.ছেলে। এখন জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। খুব হ্যাণ্ডসাম দেখতে। অ্যানথ্রপলজির ছাত্র ছিল। চমৎকার বাংলা ও ইংরেজী লেখে। দীপক রুদ্রর নাম শুনেছ? ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের? এখন ইউজেসি ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান? আভাস ছিল অনেক দিক দিয়েই দীপকেরই মতন। যদিও বয়সে অনেকই ছোট। দীপু আমাদেরই সমবয়সী হবে। ভেরি হ্যাণ্ডসাম, ইংরেজী বাংলা দুইই দারুণ লেখে, ভালো নাম পায়; 'চৌখোশ' ছেলে যাকে বলে তারই কনসেপ্ট একেবারে। আভাসও তাই।

অরা একটুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল খেতে খেতে।

বলল, তা শুনে তেমোদের ব্রু-আইড বয় পরু কী বলল? অতসব না বললেও পারতে। আভাস জানতে পেলে কী ভাববে?

স্মৃতি বললেন, আমার কথা শুনে পরু হেসে বলল, আজ থেকে অ্যানথ্রপলজির ছাত্র আর ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের সব আমলাদের আমার জানী-দুশমন বলেই জানব।

খেতে খেতে, খুব জোরে হেসে উঠল অরা।

বলল, বাবাঃ। ফোটো দেখেই এত প্রেম!

তারপর বলল, তুমি যা ভাবছ, তা নয় বড়দি। তোমাদের পরু অত্যন্ত ঘোড়েল ছেলে। আমি তো কোন ছার, বড় বড় জাঁবাজ মেয়েও তাকে খেলিয়ে তুলতে পারবে না। মুখে বঁড়শি নিয়ে ছিপ এবং হুইল সুদ্ধু তলিয়ে নিয়ে নাকানি-চুবানি খাওয়াবে তাকে অতি সহজেই তোমাদের পরু। অনেক ছেলে দেখেছি, এমনটি দেখিনি।

স্মৃতি এদৃষ্টে বোনের চোখে চেয়ে রইলেন। তার মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর সহোদরটিও যে কিছু কম 'ঘোড়েল' নয়, তা বুঝলেন।

চামচে করে, একটু পুডিং তুলে নিয়ে স্মৃতি বললেন, কী জানি বাবা! কে কার ছিপ আর হুইল তুলিয়ে নিয়ে যাবে তা তুইই জানিস। তবে, তোকে এটকুই বলতে পারি আমি আর তোর জামাইবাবু

BanglaBook.org

পরুকে আমাদের ছেলের মতনই ভালবাসি। এক ধরণের শ্রদ্ধাও করি। তোর জামাইবাবু তো বলেন, আমরা এই মাতৃপিতৃহীন ছেলেটিকে স্নেহ করতে পেরেছি যে, এটাই আমাদের সৌভাগ্য। মানে,ও যে আমাদের স্নেহের বাঁধনে ধরা দিয়েছে। ওকে তো সকলেই ভালবাসে। তাছাড়া, ওর মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যে ও একদিন সি.এম.ডি. তো বটেই কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান হলেও আশ্চর্য হবার নয়। চৌধুরী সাহেবও সে কথাই বলেন।

চৌধুরী সাহেব কে?

সুভাষ চৌধুরী। এস.ই.সি.এল.-এর চিফ অব করপোরেট ম্যানেজমেন্ট। টেকনিক্যাল সেক্রেটারি টু.সি.এম.ডি.। উনি যে কত বছর ধরে বিভিন্ন সি.এম.ডি.-র টেকনিক্যাল সেক্রেটারি আছেন তা বলার নয়। খুবই পণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী মানুষ। বিভিন্ন বিষয়ে পড়শোনা করেন। তোর জামাইবাবু চৌধুরী সাহেবের প্রশংসাতে পঞ্চমুখ। আলাপ হলে দেখবি, তোরও ভাল লাগবে। চৌধুরীসাহেবের স্ত্রী মঞ্জু, এখানের মেয়েদের কলেজের লেকচারার।

কোন সাবজেক্টে?

ইকনমিকস্-এর। ওঁদের একটিই ছেলে। বছর বারো-তেরোর হবে। নাম বুলেট। সে আবার ইংরেজীতে গোয়েন্দা গল্প লেখে। ভাল গানও গায়। দেখিস, চৌধুরী সাহেবকে তোর খুবই ভাল লাগবে।

ও। এঁর কথাই তুমি চিঠিতে লিখেছিলে? তোমাকে যিনি এরিক বার্ন এর বাই পড়িয়েছিলেন? "What do you say after you say hello!", "I am ok youy are ok"? এবং "Games people play?"

হ্যাঁ। হ্যাঁ তবে তো জানিসই। তাঁর কথা তোকে লিখেইছি।

সত্যি! বইগুলো খুবই ভাল। আমিও এরিক বার্ন-এর বই আগে পড়িনি। তোমার চিঠি পাবার পরই যোগাড় করে পড়ি। দারুণ।

স্মৃতি বললেন, নে। এবারে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। জামাইবাবু নেই। তুই আমার সঙ্গেই শোনা। আর সে থাকলেই বা কী? বহুবছর হলো আমাদের সম্পর্কে তো ভাইবোনেই।

তোমাদের তো এখণ ভাই-বোনের সম্পর্ক। আমার বিবাহিত ছেলে এবং মেয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনি যে তাদের এখনই নাকি ভাইবোনের সম্পর্ক। কেরিয়ার, জব, প্রফেসান, অ্যাম্বিশান 'এসবের' সঙ্গে নাকি 'ওসব' 'যায় না', লাল শাড়ির সঙ্গে যেমন নীল ব্লাউজ যায় না।

তাই? তোদের বয়সী ছেলে-মেয়ে? বলিস কী?

স্মৃতি বললেন।

তারপর বললেন, সত্যি! পৃথিবীটা অনেকই বদলে গেছে।

বদলানোই তো ভাল বড়দি।

বদলালেই যে তা ভালরই জন্যে, তা তো জানা যাচ্ছে না এখনও। ভালর জন্যেই হলে, আমার কোনো অভিযোগ নেই। থাকার কথাও নয়। তবে, শুধুমাত্র বদলের জন্যেই যদি বদলটা হয় তাহলে আমি তা ভাল বলে মানতে রাজি নই। চল, এবারে ওঠ। হাত ধুয়ে নে।

অরা বলল, কাল কখন বেরোবে? এখনই তো বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। সকালে কি ঠাণ্ডা থাকবে?

এখানে আর কি ঠাণ্ডা! অমরকন্টকে খুবই ঠাণ্ডা হবে। সাড়ে তিন হাজার ফিট উঁচু। তাছাড়া, গভঅর জঙ্গলের মধ্যে নির্জন জায়গা বলে, ঠাণ্ডা থাকে সব সময়েই। মে মাসে লোকে হিলস্টেশানের মতন সেখানে চেঞ্জে যায়, যাদের ধর্মে-কর্মে মতি নেই তোর মতন। আর সুপ্যার্থীকে সবসময়েই যায়।

কটায় বোরোবে বলবে তো? সেই মতো অ্যালার্ম দেব।

অ্যালার্ম দিতে হবে না। বনবাসা চা দিয়ে তুলে দেবে। তাছাড়া তুই যখন তৈরি হবি তখনই বেরোবো। তোর জন্যেই তো যাওয়া। পরুকে ফোন করলেই সে গাড়ি নিয়ে আসবে। এখানে এসেই ব্রেকফাস্ট করবে। নটা নাগাদ বেরুলেই হবে।

কতঘন্টা লাগবে যেতে?

অতশত আমার মনে থাকে না। ও সব কাল পরুর কাছ থেকে জেনে নিস। একবারই গেছিলাম। তাও বছর পাঁচেক আগে।

BanglaBook.org

তোমার স্টকে কি পরু ছাড়া, দ্বিতীয় কোনো এলিজিবল ব্যাচেলর নেই? দেখালে বটে বড়দি! একাধিক থাকলে, নেড়েচেড়ে দেখা যেত।

থাকবে না কেন? তোকে ক্লাবে নিয়ে যাব একদিন। তোর জন্যে একেবারে স্বয়ংবর সভা বসিয়ে দেব। কিন্তু পরু পরুই।

তুমি কি আমাকে এই জন্যেই এতবার করে আসতে লিখেছিলে বিলাসপুরে? যখন ফোন করলে পর পর তিন দিন তখনই বুঝেছিলাম যে কোনো চক্রান্ত করেছ। এটা কিন্তু আমার পক্ষে খুবই অসম্মানের। তুমি যে আমাকে এ জন্যেই এখানে আনিয়েছ, এমনকি তাকে আভাসের কথাও বলেছ এসব জানলে, আমি কখনই আসতাম না। আমি কারো দয়া বা করুণার ভিখারি নই। কালসকালে আমাকে যদি না জানতে তাহলেই অনেক ভাল হতো বড়দি। তোমরা আমার ভাল চাও তা জানি কিন্তু সেই ভালটা যদি আমার অসম্মানের হাত ধরে আসে তবে সেটা কি তোমাদের পক্ষেও সম্মানের হবে? তুমিই বল?

স্মৃতি হাত ধুতে ধুতে, গাঢ় গলায় বলল, অতশত ভাবিনি রে অরা। তাছাড়া, একটা কথা তোর জেনে রাখা উচিত, আমার এবং তোর বড় জামাইবাবুর অন্তরের কথা এটা। আমরা তোর ভাল তো চাইই কিন্তু হয়তো পরুর ভালটা বেশি করে চাই। গত পাঁচ বছরে নিঃসন্তান আমাদের কাছেও সন্তানেরও বেশি হয়ে গেছে। তোর জামাইবাবু বহুবার ওকে আমাদের সঙ্গে এসে এই বাংলোতেই থাকতেও বলেছেন পাকাপাকিভাবে। কিন্তু ওই রাজি হয়নি। বলেছে, কাছে সবসময়ে থাকলে ভালবাসাটা কমে যাবে। আমার গুণটাই আপনাদের চোখে পড়েছে, দোষগুলো পড়েনি। সেগুলো সব প্রকট হয়ে উঠবে একসঙ্গে থাকলে।

অরা চুপ করে বেসিনের একপাশে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছিল।

স্মৃতি আবার বললেন, তাছাড়া একটা কথা ভুলে যাসনি অরা যে, তোর যেমন সম্মানবোধ আছে, পরুর সম্মানবোধও তোর চেয়ে কিছু কম নেই। ও 'পর' হয়েও নিজের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে শুধু আমাদেরই কথাতে তোর চাকরের ভূমিকাতে, খিদমদগারের ভূমিকাতে নেমেছে। কই? সে তো আমাদের কাছে তার সম্মানের প্রশ্ন তোলেনি একবারও? মিশলেই যে বিয়ে করতেই হবে এই শর্তে তো পরুকেও আমরা বাঁধতে পারি না। সে পর বলেই আরো পারি না। তা করলেই আমাদের সম্মানহানি হবে। সম্মানজ্ঞান থাকা ভাল কিন্তু সবসময়েই যারা সম্মান হারানোর ভয় করে, তাদের সম্মানজ্ঞানের রকমটা নিয়েই প্রশ্ন জাগে মনে।

আমি তা, মানে, আমি.....

অরা কিছু বলতে গেল কিন্তু স্মৃতি মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, যাক, তুই যা বললি তাতে এটাই প্রাঞ্জল হলো যে, প্রথম রাউণ্ডেই আমাদের পরু তোকে হারিয়ে দিয়েছে। অমন মহৎ, সরল, রসিক; আত্মাভিমানহীন ছেলে সত্যিই কম দেখেছি এ জীবনে।

খাওয়াদাওয়ার পরেই দুই বোনে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়িই।

সে রাতে অরা ঘুমের মধ্যে বারেবারেই পরুকে দেখল স্বপ্নে। পরু হাসছে, ওকে হাসাচ্ছে। আর রায়সাহেবকেও দেখল স্বপ্নে। 'কব শাদী কিয়া তুমনে মিত্রা? ইনকি নাম ক্যা হ্যায়? ইনকি নাম?'

জবাবে পরু বলছে, অরা।

অরা। অরা। অরা।

[পাঁচ]

সকালে উঠে চা-খাওয়ার পরে অরা বারান্দাতে বসেছিল। পায়ে মোজা, গায়ে চাদর দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা আছে। অথচ দুপুরে ঠাণ্ডা ছিল না। সন্ধ্যের পরেই একটা হিম হিম ভাব আসে। সকালে তো দেরিতেই। উঠেছেও একটু দেরি করেই। কলকাতাতে তো সাড়ে পাঁচটায় ওঠে। একটু যোগব্যায়াম করে। তারপর সাহায্যের কোনো দরকার না থাকলেও বড় বৌদির মন রাখতে ঠাকুরচাকর থাকা সত্ত্বেও একবার রান্নাঘরে যায়। তারপর তৈরি হয়ে, যা রান্না হয়, তাই খেয়ে ঠিক আটটা কুড়িতে বেরোয় যাদবপুর থেকে, যাতে সাড়ে নটার মধ্যে অফিসে পৌঁছতে পারে। তার বস নিজে আসেন কাঁটায় কাঁটায় নটাতে।

BanglaBook.org

অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, ফিন্যান্স সবই অন্য ডিরেক্টরদের হাতে। তাঁরা সকলেই ভেতো এবং গেঁতো বাঙালি। অফিসে বস, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করেন। পরনিন্দা-পরচর্চা করেন। খবরের কাগজ পড়েন। টেস্ট খেলা দেখতে না গেলে, নিজেদের চেম্বারে বসেই ট্রানজিস্টারে রিলে শোনেন। একজনের ঘরে তো ছোট টি,ভি সেটও আছে একটা। খেলাতে ওঁদের দারুণই উৎসাহ। যদিও জীবনে প্রায় কোনোরকম খেলাই খেলেননি। অর্থাৎ নিজেদের কাজ ছাড়া আর সবকিছুই করেন। অরাদের অফিসে, ছুটির দিক দিয়েও দারুণ ভাল। প্রতি শনিবার ছুটি অ্যামেরিকান কায়দায় যে সব অফিসে ফাইভ-ডে-উইক সেখানে নটা থেকে ছটা অফিস। কিন্তু অরাদের অফিসে সাড়ে এগারোটা-বারোটাতে এলেও চলে কিন্তু যাওয়ার সময়ে কাঁটায় কাঁটায় ছটা। একজন ডিরেক্টর তিনটের আগেই চলে যান। অফিসসুদ্ধ লোকে অরার বস আর অরাকে গাল-মন্দ করে, টিটকিরি দেয়। গায়ে মাখে না অরা। অন্য ডিরেক্টররা কোটিপতির ছেলে। ওঁদের প্রয়োজনই বা কী? জীবনটা উপভোগ করতেই ওঁদের এই ধরাধামে আসা।

কিন্তু অরার বসও কিছু গরিবের ছেলে নন এবং বয়সের অন্যদের কাছ থেকে অনেকই বড় কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা, সেন্স অব ডিউটি, সময়জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে শেখার আছে। সব বাঙালি শিল্পপতি এবং ব্যাপারী। ওঁর মতন হলে আজ পশ্চিমবাংলার অবস্থা কখনই এমন হতো না। কাজ করতে অরা ভয় পায় না তাই এই রকম বসের অধীনে কাজ করতে পেরে ও খুবই খুশি।

অরার বস, বাসু চ্যাটার্জি সাহেব বলেন, জীবনে উন্নতি করতে হলে খুব বেশি গুণের দরকার হয় না। আত্মসম্মানজ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা এবং কাজ করার আন্তরিকতা ইচ্ছা থাকা অত্যন্তই দরকার। যে-কোনো কাজই আমি যতখানি ভাল করে পারি, আর কেউই তেমন ভাল করে করতে পারে না বা পারবে না। এই জেদটা, জীবনে বড় হতে হলে খুবই দরকার।

এই নামী কোম্পানীতে কাজে ঢোকার আগে কাজও যে আনন্দের ব্যাপার, চাকরি যে শুধুমাত্র মাসশেষে মাইনে পাবার জন্যেই করা নয়, কাজ করার আনন্দ এবং গর্বর জন্যেই কাজ করাটা দরকার, এই সত্যটা আবিষ্কার করে জীবনের যেন একনতুন মানে খুঁজে পেয়েছে ও। ইতিমধ্যেই সে তার এই কড়া কিন্তু ভাল বস-এর সুনজরে পড়ে গেছে এবং তার উন্নতিও অবধারিত। তাকে কাজ দিয়ে চ্যাটার্জি সাহেব নিশ্চিন্ত হন। তাকে নানাভাবে শেখান। উসাহিত করেন। 'জব স্যাটিসফ্যাকশান' শব্দ দুটি এতদিন শুধু শুনেই এসেছিল। এখন শব্দ দুটির মানে তার কাছে প্রাঞ্জল হয়েছে। আর পিছন ফিরে তাকাবার প্রয়োজন নেই মনে হয় ওর জীবনে।

মাইনেটা আর একটু বাড়লেই ও কোনো লেডিস অথবা ওয়াই-ডাব্লু-সি-এ মেস-এ'তে চলে যাবে। ওর তিনজন বন্ধু মিলে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করে থাকে চেতলাতে। এখনও একা মেয়ের পক্ষে একা থাকার অনেকই অনুবিধে, যদি তার আয় প্রচুর না হয়। তা হলেও আবার অন্য অসুবিধা। পুরুষের প্রকৃতই সমান হতে এ দেশের মেয়েদের অনেকেই দেরি আছে। ওর নিজের জীবদ্দশাতে সেই স্বাধীনতার আনন্দ দেখে যেতে পারবে বলে মনে হয় না।

বড়দার বাড়ির অশিক্ষিত, টাকা-সর্বস্ব টি,ভি,-সর্বস্ব পরিবেশ তার একটুও ভাল লাগে না। বড়দার ছেলেও মেয়েটাও বৌদির অশিক্ষা আর টাকার দম্ভে একেবারেই বাজে হয়েছে। বাড়িতে অরা ওর একজন বন্ধুকেও আনতে পারে না। পুরুষ বন্ধু তো নয়ই! অথচ ঘরের অভাব নেই, স্বাচ্ছল্যর অভাব নেই।

পরিবেশটা মস্ত বড় জিনিস মানুষের জীবনে। এই পরিবেশে থেকেও বহু কষ্ট করে তার নিজস্বতাকে অরা বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন অফিসের পরিশ্রম ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের পরে একটু নির্জনতা, একটু ভাল বই পড়া, ভাল গান শোনা, নিজের ইচ্ছে মত ও নিজের সময়মত খাওয়া-দাওয়ার বিলাসিতার জন্যে মড় বড় উচাটন হয়। অমন সুরুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত বাবার যে বড়দার মতন ছেলে কী করে হয়েছিল; তা কে জানে! ভেবে পায় না অরা।

নানারকম পাখি ডাকছিল বাইরে। নাম জানে না ও। জানতে ইচ্ছে করে। গাছের নাম কিছু কিছু জানে, বাবার জন্যে। তোপালে তাদের বাড়ির মধ্যেই অনেক গাছ ছিল। তাছাড়া বাবার সঙ্গে জঙ্গলেও যেত। এই বাড়িতে অনেকগুলো স্থলপদ্মের মেলবে আর বিকেলে আবার আস্তে আস্তে পাপড়ি বন্ধ করবে। কত রঙ্গই না জানে প্রকৃতি!

প্রজাপতি উড়ছে। দুটি মৌটুসকি পাখি আর একটি ছোট্ট সবুজ সানবার্ড সমানে ডেকে চলেছে। একজোড়া বুলবুলি কোত্থেকে উড়ে এসে সুন্দর শিস দিতে লাগল। পিঠের উপরে রোদ এসে পড়েছে। ভারি ভাল লাগছে অরার। স্বপ্নের মতো এক আবেশে ভরে গেছে ও সানবার্ডদের ডাকের মধ্যে বসে।

ফোনটা বাজল এমন সময়ে। বনবাসা রান্নাঘরে, নাস্তা বানাতে ব্যস্ত; বড়দি চানে গেছে। অতএব অরা উঠে বসবার ঘরে গিয়ে রিসিভারটা ওঠাল।

বৌদি?

না। আপনি কে বলছেন?

আমি চক্রবর্তী।

আপনি কে?

আমি বৌদির বোন।

ও। নমস্কার। বৌদির সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

উনি চানে গেছেন।

ও। তাহলে আপনাকেই বলি। আমার নাম পরিতোষ চক্রবর্তী। পরদেশিয়াকে সকালেই সি. এম. ডি. ডেকে পাঠিয়েছেন এমনই একটা জরুরি কাজে যে, বেচারি ফোন করার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি। আমাকে খবর দিতে বলেছে যে; অমরকন্টক ওর পক্ষে আজ যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ও চিরিমিরিতে চলে গেছে ইতিমধ্যেই কয়লঅ খাদে একটা ঝামেলা হয়েছে। আপনারা যদি আজই যেতে চান তাহলে আমি যেন আপনাদের নিয়ে যাই একথা আমাকে বলে গেছে মিত্রা।

মিত্রা কে?

ওই। মানে, পরদেশিয়া। ওকে সকলে এখানে মিত্রা বলেই ডাকে। তবে ও কাল রাতেই ফিরে আসবে। পরশু সকালে আপনাদের নিয়ে যেতে পারে। আজই গেলে আমিও নিয়ে যেতে পারি। বৌদি বাথরুম থেকে বেরুলে আমার সঙ্গে একটু কথা বলিয়ে দেবেন দয়া করে। নমস্কার।। পরিতোষ চক্রবর্তী আমার নাম। সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর পাবলিক রিলেশানস ডিপার্টমেন্টের। বৌদির কাছে নাম্বার আছে আমার।

রিসিভারটা নামাতে-না-নামাতেই বড়দি বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল, কে রে অরা? কী হলো? দেরি করে আসবে বলল পরু? ব্রেকফাস্ট এখানে খাবে না বুঝি? ওর জন্যে ডালপুরি আর আলুর দম করতে বললাম বনবাসাকে, খেতে ভালবাসে, আর.....

আর ডালপুরি করার দরকার নেই। সে কিড়িমিড়ি গেছে আমার উপরে দাঁদ কিড়িমিড়ি করতে করতে।

কিড়িমিড়ি? সেটা আবার কোথায়?

তা আমি কী করে জানব বল? পাবলিক রিলেশানস ডিপার্টমেন্টের শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী ফোন করে জানালেন যে সি.এম.ডি. না কে যেন সকালেই তোমর পরুকে ডেকে পাঠিয়ে কিড়িমিড়িতে পাঠিয়েছেন, সেখানের মাইনস-এ কি গোলমাল হয়েছে, তাই। আজ অমরকন্টক যাওয়া হবে না। মানে হবে, তবে তিনি যেতে পারবেন না। পরিতোষবাবু নিয়ে যেতে পারেন। পরু পরশু সকালে যেতে পারেন। কাল রাতেই ফিরে আসবেন। হোপফুলি।

সে কী? ওর টুর্ণামেন্টের খেলা যে আজই ছিল।

বাবাঃ। তুমি সে খবরও রাখ দেখছি। আচ্ছা বড়দি তুমি আর বড় জামাইবাবু তোমাদের পরুকে অ্যাডাপ্ট করো না! ছেলে করে নাও। তারপর মনোমতো বৌ দেখে আনো তার। আমিও বাঁচি এমবারাসমেন্টের হাত থেকে।

হ্যাঁ। ছেলে যদি হীরের টুকরোও হয় একটি হাড়জ্বালানি বউ এসে সোনার সংসারে আগুন জ্বালাতে পারে পনেরো দিনের মধ্যে। 'বউ আনো' বললেই বউ আনা যায় না। বড় বৌদিকে চোখের সামনে দেখছিন না।

যাকগে, তুমি ফোন করো পরিতোষবাবুকে। ভদ্রলোক বাঙালি নাকি? কিরকম অ্যাফেক্টেড বাংলা বলেন যেন।

বাঙালি তো বটেই, এমনকি বাঙলাও। ওর বউ প্রীতিও বাঙাল। দুজনেই বরিশালের। অথচ ওদের পূর্বপুরুষের অন্তত তিন পুরুষ বরিশাল দেখেননি। প্রীতি, চক্রধরপুরের মেয়ে আর পরিতোষ

BanglaBook.org

এখানকারই ছেলে। খুব ভাল লেখে পরিতোষ। তবে, হিন্দীতে লেখে। ছত্তিগড়িয়া সংস্কৃতির সঙ্গে ওতোপ্রেতোভাবে জড়িয়ে গেছে। নিজেকে ছত্তিশগড়িয়া বলে সগর্বে পরিচয়ও দেয়। ভারি ভাল ছেলে।

কথা বল ওঁর সঙ্গে।

হ্যাঁ। কিন্তু কী বলব? তোর কী ইচ্ছা?

আমার আবার কী ইচ্ছা? তুমি যা বলবে তাই হবে।

কথাটা বলল বটে অরা কিন্তু ওর গলার স্বরে এবং মুখের ভবেই বুঝলেন স্মৃতি যে পরুর সঙ্গেই অমরকন্টক যেতে চায় সে। মনে মনে খুশি হলেন খুব। মুখে, পাকা অভিনেত্রীর মতন নির্দল, নিস্পৃহ ভাব ফুটিয়ে বললেন, আজ তাহলে তোকে নিয়ে রতনপুরের মহামায়া মন্দিরে ঘুরে আসি। কাল রেস্ট করে পরশুই না হয় অমরকন্টক যাওয়া যাবে পরুর সঙ্গে।

যা ভাল বোঝো তুমি।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলছি পরিতোষকে। দশটা নাগাদ বেরুলেই চলবে ত্রিশ কিলোমিটার মতো পথ। সেখান থেকে আরও কুমি কিমি মতো গেলে পালিতে অন্য একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও আছে।

হিন্দু মন্দির?

হ্যাঁ। মুসলমানদের আসার আগের মন্দির এসব। মহাদেব মন্দির। গায়ে কোনারকের মতন মিথুন মূর্তি আর নগ্নিতা মূর্তি আছে অনেক। ভারি সুন্দর। সামন্তরাজ মল্লদেব-এর পুত্র বিক্রমাদিত্য ঐ মন্দির বানিয়েছিলেন বারোশো' শতাব্দীতে। তারপরে সেই মন্দিরের সংস্কার করেন রতনপুরার হাইয়াহায়া ডাইনাস্টির রাজা প্রথম জজল্লাদেব।

আর পালিতে হিন্দুরাজাদের কিছু ঘরবাড়ি ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে।

ছত্তিশগড়ের গড়?

না, না। ওগুলো ছত্তিশগড়ের গড় নয়।

এসব জায়গাকে ছত্তিশগড় বলে কেন?

বিলাসপুর আর রায়পুরে আঠারোটা করে দূর্গ ছিল একসময়ে। দূর্গ মানে গড়। তাই এই দুই এলাকা নিয়ে ছত্তিশগড়।

একটাও দূর্গ নেই এখন?

নাঃ।

কেন নেই?

তা আমি বলতে পারব না। পরিতোষ বলতে পারে। ও খুব পড়াশোনা করে।

আমি ভাবছি, আজই চলে যাব ফিরে কলকাতায়।

অরা বলল হঠাৎ।

কেন? কী হলো?

বড় জামাইবাবু কাল রাতেও ফোন করলেন না, আজ সকালেও নয়।

করবে করবে। হয়তো লাইন খারাপ।

বলতে বলতেই ফোনটা বাজল।

স্মৃতি বললেন, ঐ যে। ধর ফোন। নিশ্চয়ই তোর জামাইবাবুর।

দৌড়ে গিয়ে ফোনটা তুলেই অরা গদগদ গলায় বলল, জামাইবাবু?

ওপাশ থেকে কে যেন বললেন, ভেরি সরি। আমি জামাইবাবু নই। মানে এখণই হইনি। তবে কখনও হতেও বা পারি। বাঙালি হয়ে জন্মেছি, আর জামাইবাবু হতে পারব না, তা কি হয়। সেটাই যে সহজতম কাজ।

অরা চিনতে পারল গলাটা এতক্ষণে।

বলল< বড়বৌদিকে দেব?

না। বৌদির সঙ্গে তো রোজই কথা বলি। তোমার গলাটা ফোনে দারুণ শোনায় তো!

দারুণ মানে?

অর্পণা সেনের মতন। সেক্সি। 'বেস' এ।

BanglaBook.org

আপনি কি সকলের সঙ্গেই এমন ফ্লার্ট করেন?

আমি করি কোথায়? রাজ্যের যত মেয়ে, তারাই সকলে আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করে।

আর আপনি?

আমি তাদের স্কোয়াশের বল-এর মতন জোরে দেওয়ালে মেরে রিটার্ন পাঠাই।

কোন দেওয়ালে?

তাদের পোড়া-কপালের দেওয়ালে।

আপনি বড় গর্বিত মানুষ।

যে-মানুষের ন্যায্য কারণে কোনো-না-কোনো গর্ব নেই, সে মানুষই নয়। গর্বটা আকাশ থেকে পড়ে না। তাকে তিলে তিলে তৈরি করতে হয়। তার যোগ্য করতে হয় নিজেকে। অনেক মূল্য দিয়ে। আমার গর্ব আছে বলে আমি গর্বিত।

এখন কাজের কথা বলুন।

এই তো কাজের কথা!

তার মানে>

অরাদেবীর সঙ্গে কথা বলাটাই এখন আমার সবচেয়ে জরুরি কাজ।

কিড়িমিড়িতে কী করতে গেছেন? আর.সি.এম.ডি.-টা কী ব্যাপার? সেন্ট্রাল মাইনিং ডিপার্টমেন্ট?

না মশাই। তুমি তো দেখছি আমার চাকরিটাই খাবে। জঙ্গলে বাস করেও বাঘ চেনো না? উনিই তো আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সি.এম.ডি.।

কোথাকার? কোল ইণ্ডিয়ার?

বিপদ! কাল যে সব বললাম তোমাকে! কোল ইণ্ডিয়া হলো গিয়ে হোল্ডিং কোম্পানি। যদিও সেনগুপ্ত সাহেব, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলেন যে, হোল্ডিং কোম্পানি আর নেই আজকাল সেই অর্থে; মানে ব্যালান্স শিট নাকি হয় না আগের ফর্মাটে তবে যে-কোম্পানিই হোল্ডিং কোম্পানি। কোল ইণ্ডিয়ার শুধুই চেয়ারম্যান। আর সাবসিডিয়রিগুলোর সি.এম.ডি। যেমন মালটিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর এন.সি.ই।

সেটা আবার কী?

ন্যাশনাল চিফ একজিকিটিভ। এন.সি.ই.। বোঝা গেছে?

হ্যাঁ।

সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর হেডকোয়ার্টার্স বিলাসপুরে। আমাদের এখানকার সি.এম.ডি. হচ্ছেন শ্রীউপেন্দ্র কুমার। কাল তো বললামও।

এসব কে মনে রাখে! আপনার বস-এর নাম আপনি মুখস্থ করুন গিয়ে। আমার বয়েই গেছে। নিন, বড়দির সঙ্গে কথা বলুন।

দাঁড়াও। দাঁড়াও। ছেড়ো না।

হৈ হৈ করে বলে উঠল পরদেশিয়া।

স্মৃতি, পরুর ফোন বুঝতে পেরে, ইচ্ছে করেই রান্নাঘরে চলে গেলেন। 'অরা বলল, কী হলো আবার?

কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

নতুন জায়গাতে, প্রথম রাতে, ভাল ঘুম হয় না। তবে হয়েছিল মোটামুটি।

আমার কিন্তু একদমই হয়নি।

কেন?

মনে মনে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে এবং এই ডেঞ্জারাস টাইপের পুরুষ মানুষের দুষ্টুমি কত রকম হতে পারে তা জানতে খুব ইচ্ছা করলেও গলার স্বরে নির্লিপ্ত এনে অরা বলল, কেন? আপনার তো আর নতুন জায়গা নয়।

তা নয় তবে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো তো!

তার সঙ্গে ঘুমের কী সম্পর্ক?

BanglaBook.org

নেই? আমার প্রতিবেশী চন্দ্রসাহেব যেদিন তাঁর বুল-টেরিয়ার কুকুরটা নিয়ে এলেন রাউরকেল্লা থেকে, মানে, যেদিন সেই 'বিল' এর সঙ্গে প্রথম দেখা হলো, সেদিনও ঘুম হয়নি। সারা রাত দেখি সে দাঁত খিচোচ্ছে স্বপ্নে।

তারপর বলল, তুমি কি কোনো স্বপ্ন দেখেছিলে?

আপনি বড় বাজে কথা বলেন। এবং বেশি কথা।

সকলের সঙ্গে বলি না। বৌদিকে জিজ্ঞেস করো।

কারোকেই জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আগামীকাল রাতে আসবেন তো? আমি কিন্তু রবিবার কলকাতায় চলে যাবই। একদিনও বেশি থাকার উপায় নেই।

দেখি। আজ রাতে ফিরতে পারি কি না! চাকরি আগে। তারপরে তো সুন্দরী নারীর সঙ্গ।

পরদেশিয়া বলল।বড়দি। তোমার ফোন।

বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে স্মৃতিকে ডাকতে গেল অরা।

স্মৃতি এসে ফোন ধরলেন। বললেন, হ্যাঁ। পরিতোষ বলেছে। ভাবছি, ওর সঙ্গে আজ রতনপুরটা ঘুরে আসি। সারাদিন এখানে বসে থাকলে অরা রেগে যাবে।

রেগে যাবে কি? সবসময় তো রেগেই আছে তোমার বোন। কথা শেষ হাবার আগেই দুম করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। তোমার কোন কিন্তু তোমার মতন সভ্যভব্য, নির্জীব নয় বৌদি। সে একটি বিষধর সর্প।

তা তুমি তো সব সাপের ওঝা। পারবে না কি পোষ মানাতে?

উঁহুঃ। ইনি হলেন আফ্রিকান হাত। না খেয়ে মরে যাবেন তাও ভি আচ্ছা। পোষ উনি কারওরই মানবেন বলে মনে হয় না।

আগামীকাল চৌধুরীসাহেবদের, পালসাহেবদের, পরিতোষ, পীযূষ মুখার্জি, সুজিত মিত্র এদের সকলকেই সস্ত্রীক ডেকে আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ভাবছি। একটা ছোট গেটটুগেদার। কী বল? তারপর পরশু সকালের...কটা বললে? নটা? হ্যাঁ। হ্যাঁ আমরা একেবারে তৈরিই থাকব। ব্রেকফাস্ট খেয়েই আসবে? ঠিক আছে। তবে, এই কথা রইল। তোমার দাদা একটা ফোন পর্যন্ত করল না শালীকে। কী আর বলব! জামাইবাবু মাত্রই শালীবিহীন হন, তোমার দাদা এক অজীব মানুষ হচ্ছে।

তাই? নিশ্চয়ই ভালমতো ফেঁসে গেছেন দাদা। আচ্ছা! আমি সাড়ের সময়ে দেখব কোরবার গেস্ট হাউসে ফোনে ধরতে পারি কি না! পেলে, ফোন করতে বলব। ভাল থাকবেন। কোনোরকম অসুবিধে হলে সুজিত অথবা পরিতোষকে বলবেন। তাছাড়া চৌধুরী সাহেব তো আছেনই। আচ্ছা। ছাড়ছি বউদি।

আচ্ছা। বলে স্মৃতি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

[ছয়]

মেমসাহেব অরাদিদিকে নিয়ে পারুসাব আর কমিবক্স ড্রাইভারের সঙ্গে সকালেই চলে গেছেন অমরকন্টকে। আগামী কাল রাতে আসবেন।

বাংলোটা ফাঁকা। সাহেবও তো নেই।

নিজের নিজস্ব জন বলতে সংসারে বনবাসার কেউই নেই। এই পরিবারই তার নিজের পরিবার হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে ছিল ছোট বোন হাসিন। সে তো এখন...।

অনেকের সহোদরা সতীনও হয়। এমন অনেকই আছে। নিজ চোখে ও দেখেছেও। কিন্তু মহাভারতের দ্রৌপদীর উল্টো ছবি হতে চায় না ও। তাছাড়া, অন্য সতীনকে সহ্য করা গেলেও বা সহ্য করা যায় কিন্তু নিজের ছোটবোনকে সতীন হিসেবে কল্পনা করতেও গা ঘিনঘিন করে।

একা নিজের জন্যে রান্নাবান্না করতে আর ইচ্ছে করে না। তিরিশেই যেন সে বিবাগী হয়েছে। শরীর মনের অনেক এবং অনেক রকম অভিজ্ঞতাই হল। তাছাড়া, বয়স তো আর বয়সে হয় না; হয় অভিজ্ঞতাতেই।

গতকাল দিনে ও রাতে অনেক কিছুই রান্না হয়েছিল। ভাতও আছে। এ সবই একটু গরম করে খেয়ে নেবে। একা বসে বসে কুয়োতলিতে তেল মাখছিল ও সারা শরীরে। বাইরের গেটে তালা মেরে দিয়েছে উজ্জ্বল, উদ্বেল; রোদকণা-ওড়া সকালে তেল মাখছে ও কুয়োতলিতে।

BanglaBook.org

মেমসাহেব থাকলে, চানটা তাড়াতাড়িই সেরে নেয় ও সাত সকালে। গরমের দিনে 'অন্ধকারে' কুয়োতলিতে রাতের বেলাটা জামাকাপড় খুলে ভাল করে সাবান মেখে চান করে, যখন সাহেব-মেমসাহেব ঘুমিয়ে পড়েন তখন। কিন্তু এখনও শীত আছে। এখন তা করা যায় না। মাসে এক দুদিনের বেশি শরীরে তেল মাখাও হয় না। রুখু হয়ে যায় শরীর। বিশেষ করে শীত শেষে খড়ি উঠছে এখন সারা শরীর থেকে। ও যেন সর্পিণী। তাই আজ ও নিজেকে নিয়ে পড়েছে।

কুয়োর চারধারে গাছ-গাছালি। নগ্ন হয়ে কুয়োতলিতে বসে থাকলে বা চান করলে পথ থেকে বা অন্য বাড়ি থেকেও কারোই দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া, গেটে তো তালা মারাই আছে। তবুও দিনমানে নগ্ন হলে রোদভরা আকাশের নিচে কেমন গা-ছমছম করে। শীত শেষের হাওয়া নগ্ন শরীরে শিহরন তোলে।

ভারি ভাল লাগছে উপোসী রুখু শরীরে পরতের পর পরত তেল লাগাতে। মানুষ-জন নেই কিন্তু একটা বারোমাস-ফুল-ফোটা ঝাঁকড়া জবাগাছ একজোড়া বুলবুলি বসে তার নগ্ন শরীরের দিকে চেয়ে রয়েছে। নড়ছে চড়ছে আর চাইছে। চাঁপাগাছ থেকে একটা অসভ্য দাঁড়কাকও। তার দেখার ধরনটা ভারি নির্লজ্জর মতো। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে দাঁড়কাকটা। অস্বস্তি লাগে। মেয়েদের নিরাবরণ শরীর তাদের নিজের কাছেই বড় লজ্জার। কেন, যে, তা কে জানে! হয়ত বহুজন্মের সংস্কার। হয়ত কোটি কোটি লোভী পুরুষের চোখ যুগযুগান্ত ধরে মেয়েদের নগ্ন শরীরের চারধারে এক দৃশ্য অস্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করে দিয়েছে। সেই অস্বস্তিই অদৃশ্য পর্দার মতো নড়েচড়ে ওঠে কাকের চোখের চাউনিতেই।

তবে কাঠবিড়ালী কি বুলবুলি কি দাঁড়কাককে ভয় নেই। ভয় হনুমানদের। মাঝে মাঝে হনুমান চলে আসে এ তল্লাটে। পুরুষ হনুমানগুলো। পুরুষ মানুষদের মতোই অসভ্য হয়। অনেক সময়ে তো শুধু ভয় দেখানোই নয়, রীতিমত ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরের ওপরে। বাঁশপাতিয়া নামের এক বান্ধবী ছিল বনবাসার, যখন ওরা কোট্টাতে থাকত। তার ওপরে একটি হনুমান বলাৎকার করেছিল। নির্জন নদীর বালির ওপরে। বাঁশপাতিয়াকে একা পেয়ে গেছিল। তাকে হাসপাতালেও থাকতে হয়েছিল কয়েকদিন। বস্তিসুদ্ধ মানুষ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। বিশেষ করে পুরুষরা। বলত, আমাদের বললি না কেন? অতই যদি গরম লেগেছিল তো আমরাই তোকে ঠাণ্ডা করতাম। শেষে কিনা ঐ দুর্গন্ধ লোমে ভরা লেজ-তোলা হনুমানের লিঙ্গে তোর সতীত্ব খোয়ালি। হ্যাঃ হ্যাঃ।

সেই সময় থেকেই বনবাসা হনুমান দেখলেই আতঙ্কিত বোধ করে। বাঁশপতিয়ার এখন বিয়ে হয়েছে। দুই ছেলে মেয়ে। কিন্তু হনুমান দেখলেই ও অস্বস্তিতে হয়ে যায়।

এই রকম অনন্ত অবসরে বনবাসার মন, না-চেষ্টাতেও বহু দূরে দূরে হেঁটে যায়। সময় লাগে না সেই পথ চলাতে। এই মুহূর্তে নর্মদার পাড়ে বসে থাকে তো পর মুহূর্তেই চলে যায় আচানকমারের জঙ্গলে। তার মা আর বাবা শেষ জীবনে অচানকমারের জঙ্গলের পাশে একফালি জমি নিয়ে ঘর বানিয়ে বসবাস করত। খেত জমিনও ছিল। তবে অতি সামান্য। সাঁওয়া ধান বুনতো কিছু। মকাই, চিনেবাদাম, তুর ডাল। তবে যা কিছুই হতো তা খরগোস, চিতল, শম্বর আর বারাশিঙাতে খেয়ে যেত। তবুও করত।

বনবাসার এই তিরিশ বছর বয়সেই ও বুঝেছে যে, মানুষমাত্রই, কী পুরুষ, কী নারী; জীবনের ক্ষেতে যা কিছুই বপন করে, সেই সব বীজ যখন ফলে তার খুব কম অংশই ফসল হিসেবে নিজের শরীর মনের ঘরে, নিজের বাসস্থানে তোলা যায়। অধিকাংশই ফেলা যায়, পচে যায়। কাকে, সুগাতে, বাগারীতে খরগোসে, সজারুতে, শুয়োরে, হরিণে, অন্য মানুষে খেয়ে যায়। যতটুকু খায়, তার চেয়ে বেশি নষ্ট করে। সব ফসলেরই অতি সামান্যটুকুই নিজেদের ভোগে লাগে। কী বনে, কী মনে। অথচ তবুও যুগযুগান্ত ধরে নারী ও পুরুষ বীজ বুনেই চলে। ক্ষেতে, শরীরে; মনে। সম্ভবত; অভ্যাসে বোনে। সংস্কারে বোনে। অন্ধ বলেই বোনে। নয়তো, বোনে; না-বুনে থাকতে পারে না, তাই। ভারি অজীব জানোয়ার এই মানুষ জাত!

হাসিন-এর কথা মনে পড়ে বনবাসার। মনে পড়ে, মনটা খারাপ হয়ে যায়। তার উপরে কোনো রাগ নেই ওর। সে তার প্রাক্তন স্বামী পাগলুর স্ত্রী। শিশুকালে এই হাসিনকেই নিজে হাতে চান করিয়ে দিত বনবাসা। যেদিন দুপুরে একটি মস্ত জামগাছতলিতে এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে হাসিন

ঋতুমতী হল সেদিন বনবাসাই ওকে মায়ের মতোই সব হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। কারণ, তাদের মা তখন মামাবাড়িতে গেছিল সিঙ্গারেনিতে।

কে জানে! এখন ভাবে বনবাসা যে, তার সেই পাঠ দেওয়াতে হয়ত কোনো ত্রুটি ছিল। নইলে বোন, বনবাসার স্বামী পাগলুর ভোগ্য করে তুলবে কেন নিজেকে! অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, শারীরিক ব্যাপারে বনবাসারই কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। পাগলু অসুখী ছিল ওকে নিয়ে।

পুরুষগুলোর মধ্যে অর্ধিকাংশই গুয়োর। এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্রই সন্দেহ নেই। তারা মেয়েদেরও যেন মন বলে একটা দারুণ নরম প্রজাপতির মতো, হলুদ বসন্ত পাখির মতো ব্যাপার আছে, থাকে; তা বোঝে না। বোঝে, শুধুই শরীর। তাদের কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতিও নেই। তারা পীড়ন-ঘর্ষণের জগতেরই বাসিন্দা। যে সব পুরুষ অন্যরকম, সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, সেই সব পুরুষকে অন্য পুরুষে তাচ্ছিল্য করে। মনের প্রেম অথবা শরীরের মিলন যে অত্যন্ত নরম, নাজুক, পরম ব্যক্তিগত নিভৃত কোমল ব্যাপার, ঘুঘুর গলাতে হাতে বোলোনোরই মতো রেশমী অনুভূতির; এ কথা গুয়োরের জাত পুরুষদের মধ্যে অতি কম পুরুষেই বোঝে। পুরুষদের প্রতি বনবাসার ঘেন্না ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিন্তু এই পরুসাব মানুষটা অন্যরকম। তার ভাবনা, বনবাসার মনে, নানা কল্পনা, কল্পনার নানাবিধ ফুলকে বসন্তের কুসুমগাছের নতুন কোমল লালচে-খয়েরি পাতাদেরই মতো পল্লবিত করে। তার মনের বনকে উদ্বেল এক বাসন্তী উদ্ভাসে উদ্ভাসিত করে। অথচ বনবাসা জানে, পরুসাবকে সে জীবনে পাবে না। পাবে না, কারণ, তারা অন্য জাতের। এই জাত, ব্রাহ্মণ, শুদ্র, কাহার, চামার, ভূমিহার, ঠাকুরের জাত নয়। এই জাতের নাম শিক্ষিত আর অশিক্ষিত। বড়লোক আর গরিব।

ইংরেজি না জানলেই কি মানুষ অশিক্ষিত হয়? ভাবে বনবাসা। বনবাসার বোন তো অনেক শহুরে মানুষকেও লজ্জা দিতে পারে। পারে যে, এ কথা বনবাসা ভাল করেই জানে। তার মতো সহজাত ভব্যতা, সৌজন্যবোধ, সংসমবোধ সমবয়সী খুব কম তথাকথিত শিক্ষিত এবং বড়লোক মেয়ের মধ্যেই আছে। কিন্তু ও যে ইংরেজি-মাধ্যমে পড়াশুনা করেনি। ছেলেবেলাতে কাঁচা হলুদ আর করৌঞ্জ আর নিমের তেল ছাড়া অন্য প্রসাধনের কথা তো সে জানেনি। পোশাক বলতে, গোড়ালির উপরে তোলা বস্তির মানুষদেরই হাতে-বোনা তাঁতের ডুরে শাড়ি অথবা হাটে-কেনা সস্তা একরঙা মিলের শাড়ি আর আঁটসাঁট ছিটের ব্লাউজ। কিন্তু তাতেই যে পারিপাট্য ছিল তার তাতো দামী দামী শাড়ি-গয়না-মোড়া লম্বা লম্বা চুলের 'চড়লোকের বিটিদের' কমতিও ছিল না। ছিল না, তা বড়লোকের বেটাদের চোখের চাউনিতেই বুঝত বনবাসা। আঁটসাঁট কবুতরের মতো পাখসাট এর আওয়াজ তুলে ইচ্ছে করে উড়ে যেত সেই বাবুদের সামনে। তাদের চোখের ভাষা পড়তে কোনোই অসুবিধে হত না বনবাসার। কিন্তু তাদের ঘৃণা করত মনে মনে ছেলেবেলা থেকেই। সেই সব বাবুরা আর তাদের ছেলেরা সকলেই ভাবত বনবাসার হাতে পাঁচ-দশটাকা গুঁজে দিলেই শাড়ি খুলে শুয়ে পড়বে বুঝি সকলের সঙ্গে। তা হয়নি কখনও। ওরা ছত্তিশগড়িয়া। গরিব হতে পারে কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞানহীন নয়। ইংরেজি না জানতে পারে কিন্তু অশিক্ষিত নয়। যে বাবু বা তার ছেলেই বনবাসাকে আঁটসাঁট কবুতর ভেবে হুলোবেড়ালের মতো খেতে আসত সেই বাবুরই বৌকে বা মাকে বলে দিত গিয়ে বনবাসা, প্রাণের মায়া না করে। আর সেই ক্ষণ থেকে তাদের অপমানিত মা-বৌয়েরাই তার রক্ষক হত।

কিন্তু এত যত্নে যা রক্ষা করে এল তা শুধু তার শরীরের পবিত্রতাই তো নয়, তার মনেরও পবিত্রতা যে! পাগলু তার শরীরকেই শুধু দলিত পিষ্ট করেনি করেছে তার মনের গভীরের সব কৌসুমার্যকেও। এবং তারপরেও সে পুরুষজাতের প্রতিভূ হয়ে তার একটিমাত্র বোনের শরীরের প্রতিও হাত বাড়াল ছিঃ।

না, না। বনবাসা পুরুষ জাতকে আর কোনরকম শ্রদ্ধা করে না। একজনকেও নয়। এক পরুসাব ছাড়া। পরদেশিয়া!

কত বসন্তের উজলা রাতে, গন্ধে ম-ম করা হাওয়াতে মাতাল হয়ে ও মনে মনে পরুসাহেবের আদর খেয়েছে। কত শীতের রাতে পরুসাবকে কল্পনাতে পাশ বালিশ করে জড়িয়ে ধরেছে। অস্ফুটে বলেছে, কাছে এসো, আরো কাছে; খুব কাছে। আমার কী নেই? যা অন্য মেয়ের আছে!

আসলে এই শরীরকে ঘেন্না করলেও শরীরকে অস্বীকার যে করা যায় না সে কথা বনবাসা বুঝেছে। নইলে শরীরে সে পরুসাবকে চায় কেন?

অরা দিদি আসার পরে পরুসাব-এর হাবভাব বদলে গেছে। দিদি বলছে বটে কিন্তু বয়সে অরা বনবাসারই বয়সী হবে। কিন্তু পরুসাব বনবাসাকে কুকুরী বা কাকাতুয়া বা বেড়ালনি মলে মনে করে। এটা সত্যি যে, পরুসাব চকোলেট এনে দেয় মাঝে মধ্যে। গায়ে-মাখার সাবান। ভালবাসে পরুসাব তাকে, কাজের মেয়ে হিসেবেই; প্রেমিক হিসেবে নয়। বনবাসা জানে যে, প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যেও জাত-পাত আছে। পরুসাবকে পাওয়ার ওর কোনো যোগ্যতাই নেই। অথচ ওর মেয়েলি বুদ্ধিতে ও প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারছে যে অরাকে মেমসাব আনিয়েছেনই পরুসাব-এর গলাতে লটকে দিতে। কত ঢং-ঢাং দেখল এই কদিনে। পরুসাবও যেন বদলে গেছে। তার মুখে চোখেও যে বসন্তের কুসুমগাছের পাতার রঙ লেগেছে। তার মন যেন বসন্ত শেষের শিমুলের বীজফাটা মসৃণ সাদা তুলো হয়ে আলতোভাবে চারধারে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ পরুসাবের এমন বিবর্তন সে নিজচোখে আর সহ্য করতে পারছে না। গতকাল সারাদিন পরুসাব একবারও পূর্ণদৃষ্টিতে বনবাসার দিকে চায়নি। যদিও সকালে, দুপুরে, এবং রাতে এসেছিলেন। পরশু মেমসাহেবরা পাল সাহেবের সঙ্গে মন্দির দেখতে গেছিলেন। চক্রবর্তী সাহেব নয়, জি. সি. পাল সাহেবের সঙ্গে, পারচেজ ডিপার্টমেন্টের। ওঁদের বাড়িতেও একটা মেয়ে কাজ করে, যদিও ঠিকে কাজ; তার নামও বনবাসা।

আজ এই নির্জন শীতশেষের দুপুরে তেল মেখে চান করতে করতে অরার প্রতি এক তীব্র গভীর বিদ্বেষ জমা হতে লাগল বনবাসার মনে। একবার ভাবল, অরার দুধের গ্লাসে রাতে বিষ মিশিয়ে দেয়। অরা যখন আজ সকালে গদগদ হয়ে গাড়িতে উঠল তখন তার আহ্লাদ দেখে প্রচণ্ড হিংসা হচ্ছিল বনবাসার। পরুসাবও যেন তাকে দেখতেই পেল না। অন্যদিন সবসময়ে যাওয়ার আগে বলে যায়, চলিরে বনবাসা। একা থাকবি, সাবধানে থাকিস। কিছু দরকার হলেই সুজিতকে খবর দিস। সুজিত মিত্রা সাবকে।

বনবাসা হেসে বলত, কোনো দরকার হবে না। আপনারা নিশ্চিন্তে যান তো। বনবাসা নিজেই নিজেকে দেখতে পারে। শুধু বনবাসাই নয়, হয়ত অনেকেই নিজে নিজেকে দেখতে পারে কিন্তু জীবনে প্রত্যেকেরই একটা সময় আসে যখন নিজেরাই আর নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে, অন্য কেউ তাকে দেখুক। তার রূপকে, তার সাজকে, তার নগ্নতাকেও। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যর ভার নিক অন্যে এসে। মনে হয়, নিজে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার একটা সময়সীমা আছে। সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলে সব নারী এবং পুরুষেরও অন্য একজন পুরুষ নারীকে প্রয়োজন হয়। পরিপূরনের জন্য। একা থাকাটা বোধহয় ঈশ্বরের, মানব-প্রকৃতির মনোনীত নয়।

এত যে সব ভাবনা ভাবল বনবাসা, তা তার নিজের ভাষায়, নিজের বয়ানে; কিন্তু তা তার পরুসাব বা অরাদিদির ভাষাতে তর্জমা করলে যেমনটি শোনাত তেমন করেই লেখা হল এখানে। কারণ, বনবাসার কথা যাঁরা পড়ছেন তাঁরা তো বনবাসার ভাষাভাষী নন! তার সমাজেরও নন। তাঁরা অন্য জাতের।

এই জাত-পাতকে একাকার করা কি যায় না কোনোমতেই?

চুল ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবছিল বনবাসা।

রোদকণার মধ্যে ওর চুলের জলকণা উড়ছিল। বাগানের শিমুল আর জবাগাছের গায়ের গন্ধ ভাসছিল বাতাসে। বুকের গভীর থেকে, নাভিমূল থেকে উঠে এসে একটা গভীর শ্বাস পড়ল বনবাসার।

যেমন করে, শরতে শিউলি ঝরে। শব্দ না করে।

[সাত]

বিলাসপুর থেকে কাঁটায় কাঁটায় নটা বেজে পাঁচ মিটিনে ওরা বেরিয়েছিল। করিম বক্স গাড়ি চালাচ্ছে। পরদেশিয়া নিজের গাড়ি নেয়নি। সঙ্গে দুজন মহিলা। তাই দ্বিতীয় পুরুষ থাকা ভাল। গাড়িটাড়ি খারাপ হলে যাতে একজনকে গাড়িতে রেখে অন্যজনে ট্রাক বা বাস ধরে পার্টস বা মিস্ত্রী যোগাড় করে আনতে পারেন।

বাঃ কী সুন্দর পথ! তোমাদের বিলাসপুরে কেন যে আগে আসিনি! কী চওড়া রাস্তা। ট্রাফিকও কম। দশমিনিটেই শহরের বাইরে চলে এলাম। ভাবা যায় না। আমার টাকা থাকলে এখানেই একটুকরো জমি কিনে থেকে যেতাম। অরা বলল। গদগদ গলাতে।

তা আগে আসিসনি, তার জন্যে তো তুইই দায়ী। আমি তো প্রতিবছরই আসবার জন্যে বলেছি তোকে।

বোকারা নিজের টাকায় বাড়ি বানায়।

পরদেশিয়া বলল।

মানে?

মানে; বাড়ি বানাবে অন্যে, ভোগ করবে তুমি। এই তো বুদ্ধিমানের কাজ। আপন্যর বুদ্ধি আপনারই কাছে রাখুন।

এখনও পনেরো মিনিটও হয়নি, এর মধ্যেই তোরা ঝগড়া শুরু করলি? একে ঝগড়া বলে না বৌদি। এর নাম খুনসুটি। গভীর প্রেম থাকলে এরকম করে একে অন্যের সঙ্গে। পরদেশিয়া বলল।

হ্যাঁ। আর লোক নেই যেন! ভারি একটা জায়গা বিলাসপুর আর তার বাঁশবনের শেয়াল রাজা।

অরা বলল।

তারপর বলল, বলুন, এই পথটা কোথায় গেছে?

পথ কোথাওই যায় না। পথ পথেই থাকে। পথিক যায়।

ওই হলো।

এই পথ গিয়ে পৌঁছেছে কোট্টায়।

কোটা তো রাজস্থানে। তাই নয়?

হ্যাঁ। সেটা কোটা। এটা কোট্টা। পেটকাটি আর পেটকাট্টি কি এক? তাছাড়া, আমাদের এই বিরাট দেশে একই নামের বহু জায়গা দেখতে পাবে তুমি যদি ঘুরে বেড়াও।

এরই মধ্যে তুমি হয়ে গেছে নাকি সম্পর্ক? বাঃ। তোমরা তো দেখছি বেশ ফাস্ট ওয়ার্কার!

স্মৃতি বললেন।

গায়ের জোরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে 'তুমি' বললে আমি কি আর মারামারি করব? আমি তো আপনিই বলব। বলছিও। অরা বলল।

সম্মানিত ব্যক্তিকে আপনিও তো বলা উচিত। সকলেই তাই বলে।

পরদেশিয়া বলল।

ও। আমার বুঝি সম্মান নেই?

সম্মান একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ভিক্ষা চেয়ে পাওয়া যায় না। Respect has to be commanded। বুঝেছ?

কোট্টার পরেই বেশ জঙ্গুলে জঙ্গুলে ভাব এল।

বাঃ দারুণ জঙ্গল তো।

অরা বলল।

জঙ্গলের এই চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে, এখানে কাঠ চুরি হয় না। নতুন নতুন প্ল্যানটেশান লেগেছে। বিহার বা ওড়িশা বা পশ্চিমবাংলার মতন অবস্থা নয়। যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক নয়। অনেকই টাইগার প্রজেক্টের মধ্যের এলাকাতেও সব কাঠ চুরির মহোৎসব লেগেছে। বনবিভাগের অফিসারদের নবনির্মিত বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় চুরির বহরটা কি রকম। দোষ পড়ছে ঝাড়খণ্ডীদের উপরে। চোরা শিকারীদের উপরে। বাঘ বাঁচবার অছিলাতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের কোটি কোটি টাকা আসছে। বাঘ তো বাড়ছেই না, উল্টে জঙ্গলও সাফ হয়ে যাচ্ছে।

এরকম কথা আপনি কী করে বলছেন ইরেসপনসিব্‌ল্ এর মতন?

অরা বলল।

যদি ইরেসপনসিব্‌ল্-এর মতই বলি তবে আমলারা কেস ঠুকে দিন না আমার বিরুদ্ধে। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। সে সাহস তাঁদের নেই। যারা চোর, তাদের মেরুদণ্ড থাকে না। ঐ মানুষগুলো ক্রিমিনাল। একজন মানুষ খুন করলে যদি ফাঁসি হয়, তবে মাইলের পর মাইল জঙ্গল সাফ করলে তাদের প্রকাশ্যে বেত মেরে গায়ে নুনের ছিটে দেওয়া উচিত। শরিয়তি আইনই তাদের শিক্ষা দেওয়ার

BanglaBook.org

একমাত্র পথ। আমাদের আইনে হবে না। সেই কবে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছিলেন, 'আইন! সে তো তামাশা মাত্র। বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।' আমাদের দেশের আইন তেমনই রইল।

তারপর বলল, আমার বয়স কম হলে, আমি নিজে হাতে লোকগুলোকে গুলি করে মারতাম। তবে অসৎপথে যারা বড়লোক হয়, তারা সুখী কোনোদিনও হবে না। রাতে ঘুম হবে না। ছেলেমেয়ে মানুষ হবে না, টাকা রোজগার হয়তো করবে তাদের বাবারই মতন। কিন্তু বড়লোক হওয়াতে আর 'মানুষ' হওয়াতে অনেকই তফাত।

পরদেশিয়া রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে গেছিল।

বুঝল অরা যে, ও বনজঙ্গলকে সত্যিই ভালবাসে। ওর উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যেই বলল, বাঃ। আমরা এবারে কী গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।

বলল, স্বগতোক্তির মতন।

হ্যাঁ। এবার থেকে সারাটা পথই জঙ্গলে। সামনে পড়বে অচানকমার। মানে, কোট্টার পরে।

অচানকমার? অবুঝমারের নাম তো জানিই। পড়েওছি বুদ্ধদেববাবুর 'ম্যাগনাম ওপাস' 'মাধুকরীতে'। বাইসন-হর্ন-মারিয়াদের দেশ বাস্তারে নাকি দারুণ কম্বল পাওয়া যায়? হাতে বোনা? তাই?

হ্যাঁ। পরদেশিয়া বলল।

অচানকমারে কৌশল্যার দোকানে দারুণ সিঙাড়া আর কালাজামুন খাওয়াব। মেয়েটির নিজের দোকান?

দোকানটা আসলে ওর বাবার।

এখানকার লোক?

না, না। সে রেওয়ার লোক। রেওয়ার নাম শুনেছ তো? সাদা বাঘের রেওয়া? সেই রেওয়া ছেড়ে অচানকমারে এসে চায়ের দোকান করেছে বহুদিন হলো। এখন তার মেয়ে তাকে সাহায্য করে। বিবাহিতা মেয়ে।

আর জামাই?

কোন বুদ্ধিমানে বড়লোকের জামাই হবার পরও কাজ করে? জানি না, সে কী করে! তাকে দেখিনি কখনও।

ভাল তেলে ভাজা হবে তো? সিঙাড়া?

স্মৃতি বললেন।

এই তো তোমাদের দোষ বউদি। ট্রাকের এঞ্জিনের পোড়া মবিল-অয়েলে ভাজা না হলে কি সিঙাড়ার কোনো স্বাদ হয়! তবে, কৌশল্যার দোকানের তেল ভাল। সেই জন্যেই সিঙারার স্বাদ যতখানি ভাল হবার কথা ছিল ততখানি ভাল নয়।

অচানকমারের পরে কী? মানে, কোন জায়গা?

অরা বলল।

তারপর মান্ডিনালা। একটি পাহাড়ী নদী এসেছে পাহাড় থেকে নেমে। ভারি সুন্দর। মান্ডিনালা চেক-নাকার কাছে গেলে দেখতে নদীর দু'পাশে একরকমের ঝোপ লাগিয়েছে, সম্ভবত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টই; তার স্থানীয় নাম বারকাণ্ডা। কদমফুলের মতো গোল গোল ফল ধরে তাতে। ঠিক কদমফুলও নয়, ডিম আর কদমফুলের মাঝামাঝি।

খায়? সেই ফল?

যতদূর জানি, খায় না। ওই ঝোপটার বটানিক্যাল নাম জানবার অনেকই চেষ্টা করেছি কিন্তু জানতে পারিনি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসারেরা জানবেন হয়তো।

আপনি তো মাইনিং এঞ্জিনিয়ার। এই সব গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি সম্বন্ধে এত জানলেন কী করে?

জানি না কিছুই। জানবার চেষ্টা করি মাত্র। যে সব ব্রিটিশ, আইরিশ, জার্মান, বেলজিয়ান মিশনারিরা ভারতে বা আফ্রিকাতে বা অন্য দেশে ক্রিশ্চিয়ানিজম প্রচারের জন্যে এসেছিলেন, তাঁদের কারোরই তো অ্যাণথ্রপলজি, বা অর্নিথলজি বা বটানিতে ডক্টরেট ছিল না। কিন্তু তাঁদের সব বিষয়ে

BanglaBook.org

ইন্টারেস্ট ছিল। মোটামোটা বই মুখস্থ করে উগরে দিয়ে ভাল ফল করে একটা চাকরি বা জীবিকার সংস্থান করাটা আর শিক্ষাটা সমার্থক নয়। প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পাবার পরই হয়। ব্রিটিশ আই. সি. এস.-রা যেসব 'গেজেটিয়ার' লিখে গেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জেলাওয়ারি, সেসব পড়লে সত্যিই চমৎকৃত হতে হয়। সেই তুলনায়, দিশি আই. এ. এস.-দের অধিকাংশকেই অশিক্ষিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। জানার ইচ্ছাটাই তো শিক্ষার চরম উৎকর্ষ। আমি মাইনিং এঞ্জিনিয়র বা কেউ লক্ষ্ণৌ-এর ম্যারিস কলেজের সংগীতবিশারদ, তাতে জীবনের, পৃথিবীর, অন্যান্য ক্ষেত্রের জ্ঞানের পথে কাঁটা পড়ে না কোনো। যার জানার ইচ্ছা জাগরুক আছে, সে জানতে চায়ই; মৃত্যুক্ষণ অবধিই জানতে চায়।

অরা ভাবল একবার, যে বলে; আপনি বড্ডই জ্ঞান দেন মশাই।

পরক্ষণেই বড়দির মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ল ওর। নিজেও ভাবল, কথাগুলো একটু ভারী শোনাল বটে, কিন্তু আসলে কথাগুলো খাঁটি সত্যও। সব কথা ভারী হলেই যে তার ভার থাকবে এমন নয়। পরদেশিয়ার কথাগুলোর ভার আছে। খাঁটি সত্যর সবসময়ে ভার থাকেই, মেকী সত্য সবসময়েই হালকা। এই পরদেশিয়ার নামক আনকমন মাইনিং এঞ্জিনিয়রের তুলনাতে নিজেকে অরার বড় ছোট, অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হলো। কম্প্যুটারের ট্রেনিং নিয়ে সে একটা কম্প্যুটার কম্পানিতেই চাকরি করে। ভেবেছিল, ও বুঝি আধুনিকতার অগ্রদূত। এখন পরদেশিয়াকে দেখেই বুঝেছে যে, আধুনিকতা কম্প্যুটারের মধ্যে নেই। তা আছে, কোনো কোনো মানুষের মনে। তাদেরই জ্বলন্ত জিগীষার প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই কম্প্যুটারের উদ্ভাবন। সেই জিগীষা না থাকলে কম্প্যুটারের কোনোই দাম নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে অরা দ্রুত-ধাবমান গাড়ির জানালা দিয়ে পথের দুপাশে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। বাঁদিক দুটি ফরেস্ট বাংলো। ইচ্ছে হলো থামে। কিন্তু পরদেশিয়া তার ইচ্ছেশক্তিকে অবশ করে দিয়েছে। মানুষটা সাংঘাতিক। ভয়াবহ। তাকে মান্য না করে উপায় নেই। মনে মনে নার্ভাস হয়ে পড়তে লাগল অরা।

অরা কিছুক্ষণ পরে বলল, অচানকমারের পরে কী? মানে, কোন জায়গায়?

কেঁওচি।

বাঃ। ভারি অদ্ভুত নাম তো।

হ্যাঁ। কেঁওচি থেকে আমরা বাঁদিকের পথ ধরে অমরকন্টকের দিকে যাব। পুরোটাই চড়াই। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। অমরকন্টক একটা মালভূমির উপরে। অনেকখানি সমান জায়গা সেখানে।

সোজা রাস্তাটা কোথায় গেছে?

সোহাগপুর হয়ে নানা জায়গাতে। সোহাগপুরেও আমাদের কলিয়ারি আছে। সোহাগপুরের ম্যানেজার কি বাঙালি?

না। বাঙালি ক্রমেই সবজায়গা থেকে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা আছেন বড় বড় পদে বা ভবিষ্যতে বড় বড় পদে যাবেন তাঁরাও সবাই প্রায় প্রবাসী বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের আর কোথাওই প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। মাঝে-মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছাড়া। পশ্চিমবাংলার যে অবনিত, তা পূরিত হতে একশবছর লাগবে। কী যে ঘটেছে এবং ঘটছে তা তাঁরা যখন বুঝবেন, তখন বড়ই দোর হয়ে যাবে। একশ বছর লাগবে তোমাদের পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের পুনরুত্থানে। কথাটা লিখে নিতে পারো।

ম্যানেজারের নাম জিজ্ঞেস করলাম আর বাঙালির শ্রাদ্ধ করতে শুরু করলেন।

সোহাগপুরের জি. এম.-এর নাম, এম. জি. কে. মূর্তি। মানে ঐ জোনের যিনি জেনারেল ম্যানেজার। বাঙালির শ্রাদ্ধ আমি করিনি। পশ্চিমবাংলার রাজনীতির কথা বলছিলাম। আমি শ্রাদ্ধ করতে যাব কোন দুঃখে। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পিণ্ডি দিয়ে এসেছেন গয়াতে গিয়ে।

বাঃ, এগুলো কী গাছ?

সবই শাল। প্রাচীন শাল। বাঁশের ঝাড়ও আছে। অন্যান্য হরজাই গাছ। এই বাঁশগুলোকে ওড়িশাতে বলে কন্টা বাঁশ।

এর আগে যে বড় বড় পাতার গাছগুলো দেখলাম সেগুলো কী গাছ?

BanglaBook.org

সেগুলো সব সেগুন। নতুন প্ল্যানটেশান হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বনবিভাগ ভারতের অন্যতম ভাল বনবিভাগ। এখানের জঙ্গলে পরিকল্পিত নতুন প্ল্যানটেশান দেখেও ভাল লাগে। আমাদের ছত্তিশগড়েও ওয়ার্ক কালচার আছে। সব স্তরের কর্মচারীরাই নিজের নিজের কাজটা করে। সেটাই তো শেষ কথা।

অমরকন্টকে কী দেখার আছে?

নর্মদা নদের উৎস আছে। নর্মদা উদগম। শোন নদের উৎসও আছে। তাকে বলে শোনমুড়া। কত উঁচু পাহাড়ের উপরের মালভূমিতে মাটির নিচ থেকে একটি কুণ্ডের মধ্যে জল উঠছে। সেই হচ্ছে 'নর্মদা উদগম'। সেই জল অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে গেছে নর্মমার খাত বেয়ে। এখন নর্মদার খাতে জলই দেখতে পাওয়া যাবে না। বর্ষা-শেষে হয়তো দেখা যায়। আমি কখন আসিনি বর্ষাতে। যেখানে উদগম, সেখানে মস্ত মন্দির হয়েছে। সামানেই বসন্ত পঞ্চমী, তার পরের পূর্ণিমাতে মস্ত মেলা বসবে এখানে। অনেক সাধুসন্তদের মঠও আছে। রামকৃষ্ণ মিশনেরও আছে

তারপরে একটু চুপ করে থেকে পরদেশিয়া বলল, ভেবে দেখেছি, আমাদের দেশে প্রকৃতি যেখানেই বিশাল, যেখানেই পরম সুন্দর, যেখানেই ভয়াবহ, তা পর্বতচূড়োই হোক কি নদীর উৎস, কি সমুদ্রতীর কি গভীর জঙ্গল সেখানেই হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দির আছে।

আপনি দেব-দেবী মানেন?

নাঃ। তবে আমাদের উপরে যে কোনো শক্তি আছেন, যিনি আমাদের শুভাশুভবোধকে নিয়ন্ত্রণ করেন, চালিত করেন, আমাদের ভাল হতে, ভাল কাজ করতে অনুপ্রেরণা দেন, তাঁকে মানি। তিনি তো নিরাকার। তিনি তো আকাশে বাতাসে পাহাড়ে জঙ্গলেই থাকেন। তাঁকে খুঁজতে অন্ধকার মন্দিরের গহ্বরে গিয়ে পাণ্ডাদের বা পুরোহিতদের সাহায্যের জন্যে উমেদারীর তো কোনো দরকার নেই।

বাঃ। এতক্ষণে একটা দামী কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি একমত।

এতক্ষণ যে এত কথা বললাম, সবই কি সত্তা?

অরা চুপ করে রইল।

পরদেশিয়া বলল, করিম, কৌশল্যার দোকানে দাঁড়িও কিন্তু অচানকমারে। করিম বলল, অচানকমারে এই কদিন আগে বাঘে মানুষ নিয়ে গেছে।

তাই?

পরদেশিয়া বলল, তাইই।

"When a man kills a tiger calls it sport and when a tiger kills a man he calls it ferocity."

অরা বলল।

পরদেশিয়া বলল, অচানকমারে সিঙাড়া-কালোজামুন খেয়ে তারপর কেঁওচিতে গিয়ে ধাবাতে রুটি আর আণ্ডা-তড়কা দিয়ে লাঞ্চ খাব

সে কি! আমি যে হট-বক্সে করে ভেজে চিকেন ফ্রাই, আর চিক স্যান্ডুইচ নিয়ে এলাম, ফ্লাস্কে করে কফিও।

সে সব তোমরা খেও। যস্মিন দেশে যদাচার ঃ। আমি ওসব খাব না। ও সব তো রোজই খাই।

এরকম অয়েলি জিনিস খেয়ে হার্ট অ্যাটাক হবে যে।

একদিন খেলে কিছুই হবে না। আর আমার দেশের নিরানব্বুই ভাগ মানুষই তো বারোমাস এই সবই খাচ্ছে। কজন আর পোস্টম্যানের রান্না খেতে পারে বল? তাদের যা হবে, আমারও তাই হবে। এও একধরনের সোস্যালিজম। এই ডাবল-স্ট্যাণ্ডার্ড-এর জন্যেই আমরা ডুবলাম। পৃথিবীর কোনো সভ্য ও উন্নত দেশে গরিবদের জন্যে আর বড়লোকদের জন্যে আলাদা খাবার হয় না। পরম ক্যাপিটালিস্ট দেশেও কয়লা খাদের কুলিও যা খাবার খায়, কয়লা খাদের মালিকও সেই খাবারই খায়। খাবার, ওষুধ, জামাকাপড় সবই স্ট্যান্ডার্ডইজড। যারা বাহুল্য করতে পারে তারা করে, কিন্তু গরিবদের জন্যে পোড়া মবিলের পকৌড়া আর বড়লোকদের জন্যে পোস্টম্যান এই নিয়ম কোনো উন্নত সভ্য দেশেই নেই। অথচ আমরাই সোস্যালিজম এর বুলি কপচাই, আমাদের দেশেই খাবারে ভেজাল, তেলে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, শিক্ষাতে ভেজাল, সবকিছুতেই ভেজাল। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষে ভেজাল।

BanglaBook.org

এবার একটু থামুন। আমাদের বেড়াবার আনন্দটাই আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন।

অরা বলল।

থামলাম। কিন্তু কোনো সময়ে তো অ্যয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে, কোনো সময়ে! সবসময়েই 'আনন্দ' করে চোখ ঢেকে থাকলে ত আজকে যাকে 'চলা' বলে জানছ সেই চলাটাই থেমে যাবে চিরদিনের মতন।

অরা উত্তর দিল না। চুপ করে রইল। ভাবছিল, পরশু এক পরদেশিয়া মিত্রকে জেনেছিল আজ অন্য পরদেশিয়া মিত্রকে জানল। 'মাধুকরীর' পৃথু ঘোষ ঠিকই বলত বোধহয় যে, একজন মানুষের মধ্যে অনেকজন মানুষ থাকে।

দূর থেকে অচানকমার দেখা যাচ্ছিল। করিম বক্স গাড়ির গতি কমিয়ে আনল।

আমরা কোথায় উঠব অমরকন্টকে? পরু?

স্মৃতি শুধোলেন

কেন? আমাদের এস. ই. সি. এল.-এর গেস্ট হাউস-কাম হলিডে-হোম-এ। চমৎকার। দোতলাতে একটিই ঘর আছে অবশ্য। সামনে এবং ডানদিকে গভীর জঙ্গল। সামনে দিয়ে নর্মদার খাত বয়ে গেছে। ডানদিকে কিছুটা গেলে একটা প্রপাত আছে। দোতলার ঘরে আপনি আর আপনার বোন থাকবেন। আমি থাকব পায়ের কাছে, একতলাতে। সারারাত পায়ের নিচে বসে জপ করব 'দেহিপদপল্লবমুদারম্"

ওখানে খাওয়াদাওয়ার কী বন্দোবস্ত পরু?

খানে কুক-কাম-কেয়ারটেকার নাইয়ার আছে। এমন মুচমুচে গরম গরম দোসা, রসম আর সম্বরম খাওয়াবে আপনাদের কাল ব্রেকফাস্ট-এ যে, মনে থাকবে বহুদিন। নাইয়ার হচ্ছে 'পুরুষ সিংহর' অমরকন্টক এডিশান। ভার্সোটাইল লোক। ওর বউকেও এনেছে কিছুদিন হলো। এবং শালাকেও। আজ থেকে দশ বছর পরে অমরকন্টক যদি দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তোরাঁতে ভরে যায় তাহলে আশ্চর্য হবেন না বৌদি। ওর শালা সদ্য এসেছে। হিন্দি বলতে, সর্বসাকুল্যে অতি কষ্ট করে বলতে পারে- "হামারা হিন্দী নেহি আতা"। একেই বলে অ্যাডভেনচারিজম্। এরাই যুগে যুগে নতুন দেশ আবিষ্কার করে সেখানে রাজত্ব বিস্তার করেছে।

তারপর অরার দিকে ফিরে বলল পরদেশিয়া, আশা এই নাইয়ারদের দেখেও কি তোমাদের কলকাতার বাঙালিরা কিছু শিখতে পারল না? বলুন অরা।

অচানকমার গাড়ি থেকে নেমে কৌমল্যাদের দোকানের বেঞ্চে বসেছিল অরা ও স্মৃতি।

অরা চুপ করে অচানকমারের দোকানের মালিকের মেয়ে কৌশল্যার দিকে চেয়েছিল। তারই বয়সী হবে। জিজ্ঞেস করে জানল যে কৌশল্যার দুই ছেলে, চার মেয়ে।

মনে মনে বলল, মেরি ভারত মহান। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার কি টি. ভি.-র পর্দাতে আর ইংরেজি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেই থেমে থাকবে? খাদ্য, পণ্য, বাসস্থান, পোশাক এই সমস্ত ক্ষেত্রে যতই উৎপাদনই বাড়ুক না কেন মানুষের উৎপাদন কমাতে পারলে এই দেশের যে কোনোই ভবিষ্যৎ নেই এই কথাটা কি গদিতে-আসীন মানুষগুলোর একজনও ভাবেন না? আজও যদি না ভাবেন তবে কবে ভাববেন? নেহরু পরিবার দেশের যা ক্ষতি করার তো করেছেনই চল্লিশ বছর ধরে। এখনও কি তার সংশোধন হবে না?

অমরকন্টকে, বিকেলে পৌঁছল। ওদের জন্যে বরাদ্দ ছিল দোতলার একটি মাত্র ঘর। সঙ্গে লাগোয়া বারান্দা। কিন্তু সাউথ ইস্টার্ণ কোলফিল্ডস-এর বাংলোতে ঢুকতে গিয়েই দেখা গেল বহু জিপ গাড়ি, পুলিশ, এবং মানুষের ভিড়।

এ কী ব্যাপার?

পরদেশিয়া আপন মনে বলল।

ড্রাইভার করিম বক্স বলল, কোঈ অফিসার আয়া হুয়া লাগতা হ্যায়।

BanglaBook.org

পুলিশদের রাগী রাগী চোখের দৃষ্টি পার করে বাংলোতে তো কোনো মতে পৌঁছনো গেল। কিন্তু গাড়িটা গেট-এর কাছে দাঁড় করাতেই কে একজন বললেন, আরলে! কেয়া কর রহা হ্যায় ড্রাইভার? হিঁয়া নেহি, আগে কিজিয়ে গাড়ি, আগে কিজিয়ে!

আরে! নিজেদের বাংলোতে ঢুকে নিজেরাই চোর! হল্যোটা কী?

পরদেশিয়া, করিম বক্সকে গাড়ি এগিয়ে নিতে বলে বলল, ব্যাপারটা দেখে আসছি। তোমরা গাড়িতেই বসো বৌদি, পাঁচ মিনিট।

পাঁচ মিনিট পরেই পরদেশিয়া ফিরে এল। সঙ্গে লম্বা, কালো, সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত একজন দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক। পরনে ফুলহাতা সোয়েটারের উপরে কোট।

পরদেশিয়া আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, এই যে ফেমাস নাইয়ার। যার কথা বলছিলাম পথে।

নাইয়ার বলল, নমস্তে মেমসাব।

পরদেশিয়া বলল, ডিভিশানাল কমিশনার এসেছেন। তাই দুজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন। উপরের ঘরে উনি থাকবেন। কালকের দিনটাও থাকবেন। কারণ এখানে কনফারেন্স আছে। সোহাগপুর থেকে আমাদের জি. এম. মূর্তিসাহেব এবং এস্টেট ম্যানেজার শংকরণসাহেবদেরও আসবার কথা। আসবেনও। কিন্তু তাঁদেরও জায়গা হবে না এই বাংলোতে।

তবে? তাঁরাই বা কোথায় থাকবেন?

তাঁরা খবর পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই। তাই সম্ভবত আজ না এসে, কাল ভোরেই রওয়ানা হয়ে এসে পৌঁছে মিটিং করে আবার ফিরে যাবেন বিকেলে।

তবে আমরা কোথায় থাকব?

পরদেশিয়া শুধোল।

চলুন এক সেকেণ্ডে আমি পাশের রামকৃষ্ণ ধাম-এ বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। খাওয়াটা এখানে এসেই খেয়ে যাবেন। তবে ওখানের বাথরুম এত ভাল না। গিজারও নেই। ঠাণ্ডাতে খুবই কষ্ট হবে আপনাদের, কিন্তু কী করব বলুন?

না। তুমি আর কী করবে?

করিম বক্স নাইয়াকে বলল, রামকৃষ্ণধাম আমার দেখা আছে। আপনি এখানে সামলান। আমিই নিয়ে যেতে পারব।

অরা বলল, আমাদের রিসারভেশান আগে করে রাখেননি বড় জামাইবাবু? তা করবেন না কেন? পনেরোদিন আগে করা ছিল। এটা তো আমাদের কোম্পানিরই হলিডে হোম। গতকালও পরিতোষ কনফার্ম করেছে।

পরদেশিয়া বলল।

তবে?

তবে আর কী? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিশানাল কমিশনার, এঁরাই তো দেশের রাজা। আর মন্ত্রীটন্ত্রী হলে তো কথাই নেই!

মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেন্টের কোনো থাকার জায়গা নেই অমরকন্টকে? মানে বাংলা টাংলো?

থাকবে না কেন? অনেকই আছে, কিন্তু মানুষও যে অনেক। এই মিটিং তো আমাদেরও স্বার্থে, মানে কোম্পানির। মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম-এর বাংলোও আছে। তাছাড়া ভারত অ্যালুমিনিয়াম, হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম সকলেরই বাংলো আছে, সার্কিট-হাউসও আছে।

তবে?

তবে আর কী? সব জায়গাতেই এঁদের লোক ভর্তি হয়ে আছেন। তহশিলদার, এসডিও, বিডিও। অফিসারের অভাব আছে কি কোনো? সূর্যের পাশে তো অগণ্য অন্য উপগ্রহ থাকবেই।

নাইয়ার, মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, মেমসাব একতলার একটা ঘর আপনাদের দিতে পারতাম, পরদেশিয়া সাহেব না হয় অন্য কোথাও শুতেন রাতে, কিন্তু সেখানেও কলকাতা থেকে এক গণ্ডারমার্কা রাইটার এসে জাঁকিয়ে বসে আছেন। তিনিও ভি. আই. পি.। তাঁকেও তো বের করে দেওয়া যায় না।

BanglaBook.org

কোন লেখক? কলকাতার লেখক? কোম্পানির গেস্ট?

পরদেশিয়া জিজ্ঞেস করল। নাম কী?

নায়ার বলল, গুঁইয়া সাব।

গুঁইয়া?

অবাক হয়ে বলল পরদেশিয়া।

গুঁইয়া বলে তো কোনো লেখক নেই কলকাতায়। ওরকম কোনো পদবিই নেই বাঙালিদের।

অরা বলল।

কে এল? বলতো?

পরদেশিয়া বলল।

অচানকমারের জঙ্গলের বড়কা বাইসনের মতন জবরদস্ত মোটা ষণ্ডা-গুণ্ডা রাইটার স্যার বুধিদেও গুঁইয়া।

বুদ্ধদেব গুহ কি?

ভুরু তুলে অরা শুধোল।

হোনে শকতা।

তাই নাকি? বল চল অরা, গিয়ে আলাপ করি। একটা অটোগ্রাফ তো নিই গিয়ে।

স্মৃতি বললেন, উৎসাহের গলাতে।

ওর মধ্যে আমি নেই।

অরা বলল।

কেন? অটোগ্রাফ নিবি না? এমন সুযোগ!

স্মৃতি বললেন।

না।

না কেন?

লেখা পড়ি। ভালই লাগে। কিছু ভাল লাগেও না। ঠিকই আছে। তবে, লেখকের সঙ্গে পাঠকের দেখা না হওয়াই ভাল। মনের মধ্যে যে ছবি থাকে, তার সঙ্গে না মিললেই মুশকিল। তারপর অচানকমারের বাইসন-এর মন দেখতে হলে আমি তাঁকে দেখতে আদৌ ইন্টারেস্টেড নই।

তারপর অরা পরদেশিয়াকে বলল, তার চেয়ে চলুন, দিন থাকতে থাকতে এখানে যা দেখার আছে তা ঘুরে দেখেই নিই। যেখানে থাকতে হবে, সেখানে বাথরুম যদি ভাল না হয় তবে রাতারাতিই রওয়ানা দেব। থাকবই না এখানে।

নাইয়ার বলল, ভেরি ভেরি সরি ম্যাডাম। হামলোগ সব হেল্পলেস হ্যায়। আজহি সুব্বে খব্বর মিলা। উ রাইটার ভি কালহি চল দিজিয়েগা হিঁয়াসে।

আয়া কব উনোনে?

পরদেশিয়া শুধোলো।

আজহি না আয়া! এহি তো আধোঘন্টা পহিলে আ চুকা। উনকাভি ইতনা হল্লা-গুল্লা, পুলিশ, জিপ, বুটকা খটাখট্ আওয়াজ ইকদম না-পষন্দ। উনোনে লিখনেকি লিয়ে আয়া থা। সাতদিন ঠারনেকা বাত থা। ঠাহরনেসে, কোই কিতাবমে হামারা ভি নাম আ যানে শকতা থা। মেরি বদনসিবি। ক্যা করুঁ?

করিম বক্সকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বাইরে যেতে বলল, পরদেশিয়া।

অরা বলল, সব জায়গাই সমান। পশ্চিমবঙ্গেও কটা ভাল ট্যুরিস্ট লজ আছে, সেখানেও বুকিং করা-না করা সমান। যে-কোনো মুহূর্তেই কোনো মিনিস্টার বা আমলা যাবেন বলে বুকিং ক্যানসেল হয়ে যাবে। মুকুটমণিপুর জায়গাটা এ জন্যে আমার দেখাই হলো না। অনেক সময়ে ঘরে লোক থাকলেও তাঁকে ঘর খালি করে দিতে হয়। 'পাবলিক সারভেন্টসরা' কোথায় জনগণের চাকর হবেন,

BanglaBook.org

না, তাঁরাই জনগণকে চাকরের মতন ট্রিট করেন। এমন ঘটনা ইংল্যাণ্ডে, কানাডাতে, স্টেটস-এ ঘটার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

পরদেশিয়া বলল, আমার দাদার বন্ধু ডাঃ কাস্তি হোড় টরন্টো থেকে চিঠি লিখেছিলেন বছর দুই আগে যে, রাতে পুলিশ একজনকে অ্যারেস্ট করেছিল। এক মিনিস্টার তাঁর পরিচিত থাকাতে, থানাতে ফোন করে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মানুষটির বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? মানে, আইনের কোন ধারায় তাঁকে আটক করা হয়েছে? উনি তাকে ছেড়ে দিতেও বলেননি বা অন্য কোনোরকম অনুরোধ বা জোরও খাটাননি। কিন্তু ফোন যে করেছিলেন থানাতে এই অপরাধেই পরদিন পার্লামেন্টে হইচই। এবং তার ফলে সেই মিনিস্টারকে রেজিগনেশনার দিতে হয়েছিল। গাধা-উল্লুদের ভোটে যে দেশে মানুষে ক্ষমতাতে আসে সেই দেশে ক্ষমতাসীন নেতা ও আমলারা দেশের আসল মালিক যারা, তাদেরই গাধা-উল্লুর মতোই ট্রিট করে। ক্ষমতা কি কেউ কাউকে দেয়? ন্যায্য ক্ষমতা ও প্রাপ্য সম্মান আদায় করে নিতে হয়। আমরা কেউই কোনো অন্যায়েরই প্রতিবাদ কড়ে-আঙুল তুলেও করি না। আর করি না বলেই, অন্যায়টাকেই ন্যায় বলে, মান্য বলে, মেনে নেয় সবাই। যে হাত তুলে প্রতিবাদ করতে হবে সেই হাতটিও যে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। অন্যায়কারী আর অন্যায় সহ্যকারী দুইয়ের চরিত্রই যদি সমান হয়, তবে আর কী হবে!

অরা বলল।

যে-লেখক এই অন্যায়ের সাক্ষী রইলেন তিনি তো এই বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন? লেখকদের কি কোনো দায়িত্ব-কর্তব্যই নেই? তাঁরা তো আমার মতো সামান্য কর্মচারী নন আধা সরকারি কোম্পানির?

পরদেশিয়া বলল।

বুধিদেও গুঁইয়া না কি নাম বলল নাইয়ার, তিনি এবং তাঁরাও অচানকুমারের বাইসনদের মতনই নিজেদের সুখ ও প্রতিপত্তি, সম্মান এবং টাকা নিয়েই ব্যস্ত। দেশের-দশের কথা ভাবেন ক'জন লেখক আর? বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মুন্সী প্রেমচাঁদ-এর মতন লেখক আজকাল হচ্ছে কোথায়? তাঁরাও ত ঐ উল্লু-পাঁঠাদেরই একাংশ। যেমন জনগণ, তেমনই লেখক পয়দা হচ্ছে আজকাল।

শুধু তাঁদের দোষ দিয়েই বা লাভ কী? আমি তো আজকাল বাংলা বই এখানে পাই না বলে, ভাল করে বাংলা পড়তেই পারি না। বাংলা বই বা কাগজ যাঁরা ছাপান তাঁদেরও প্রবাসী বাঙালিদের জন্যে কিছুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে তো একটুও মনে হয় না। অথচ এ বাবদে তাঁদের প্রত্যেকেরই অনেকই করণীয় ছিল। আমি তো বাঙালিদের কাছে সচমুচ পরদেশিয়াই হচ্ছি। আমার কোনোই এক্সপেকটেশান নেই কোনো বাঙালি লেখকের কাছে। কিন্তু বাঙালিদের তো আছে। যাঁরা দুইবাংলার বাঙালি। তাঁরাই বা চুপ করে থাকেন কেন?

অরা, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তাঁদেরও নেই। এখনকার অধিকাংশ লেখকের সঙ্গে পাটের বা কয়লার বা কাস্টিং-এর ব্যবসাদারেরও কোনো তফাতই নেই। বুধিদেও গুঁইয়াও হয়তো ব্যতিক্রম নন।

এসব খুবই ডিসটার্বিং কথাবার্তা। তোরা চুপ কর তো একটু অরা।

যা কিছু সত্যি, যা কিছুই কঠিন তা অবশ্যই ডিসটার্বিং। সবকালে; সবদেশে। আমরা নিজেদের বিন্দুমাত্র ডিসটার্ব করতে চাই না বলেই তো আমাদের স্বাধীনতার, আমাদের মন্ত্রীদের, আর আমলাদের এবং আমাদের ইলেক্টোরেটেরও প্রকৃতি আজ এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই এর জন্যে দায়ী। অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহ্য করে; তারা দুজনেই সমান অপরাধী। দুই দলের কেউই একটুও কম অপরাধী নয়

স্মৃতি বললেন, হালকা কথা বলো, হালকা কথা! আমার মাথা ধরে যাচ্ছে পরু।

অরা বলল, বড়দি, ঐ গভীর জঙ্গলের নির্জন পথ দিয়ে রাতে ফিরবে? ফিরতে ফিরতেও তো গভীর রাত হয়ে যাবে।

boiRboi.blogspot.k.org

অচানকমারের জঙ্গলে বাঘ বাইসন ভাল্লুক সন্ধের পরেই বেরোবে। আমি কতবার সামনাসামনি পড়েছি সন্ধের মুখে মুখেই। আর গভীর রাতের তো কথাই নেই।

করিম বক্স বলল।

আরে, আগে রামকৃষ্ণ ধামটা দেখে নাও। বিছানা-টিছানা কি আছে? রাতে ঠাণ্ডা লাগবে কি না? অনেক উঁচ জায়গা তো! জার্নি করে এসেছ, অচানকমার আর কেঁওচিতে খেয়ে দেয়ে, সইয়ে সইয়ে এসেছ, তাই ঠাণ্ডাটা বুঝতে পারছ না। যদি থাকো তো রাত নামলেই বুঝতে পারবে ঠাণ্ডার রকম।

আসল হলো বাথরুম। বাথরুমগুলো যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তবেই অন্য সব কষ্টই স্বীকার করতে পারি। আর গিজার? গিজার না থাকলে কী হবে?

অরা বলল।

সে, বালটি করে গরম জল দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাবে।

তবে চলো পরু। আগে দেখেই নেওয়া যাক।

তাই চলুন।

[আট]

কিছুক্ষণ পথের এবং সামনের নর্মদার খাতের দৃশ্য দেখে ওরা গিয়ে হর্ন দিল। অনেকগুলো ঘর। এলাহি বন্দোবস্ত। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের নয় এটি। নামটিই রামকৃষ্ণদেবের। একটি ছেলে এল! পেছন থেকে একটি নোলকপরা মেয়ে ডাকল তাকে, 'মুন্না' 'মুন্না' বলে।

পরদেশিয়া হেসে বলল, দেখেছ বৌদি। আমাদের নাইয়ার ইতিমধ্যেই ওয়ান-ফোর্থ অমরকন্টককে তামিলনাড়ু বানিয়ে ফেলেছে।

ওদের প্রেম আছে নিজেদের জাতের উপরে। সবাই তো বাঙালিদের মতন নয়। যাও। এবারে নামো তোমরা। মুন্না, মেমসাব লোগোঁকি কামরা দিখলাও।

করিম প্রায়ই আসে। চেনে মুন্নাকে। প্রথমেই একটা পাঁচ টাকার নোট ওর হাতে ধরিয়ে দিল। মৃতসঞ্জবনী সুরা। পকেটভর্তি টাকা থাকলে এদেশে সাদাকে কালো, কালোকে সাদা, শূন্যকে ভর্তি, ভর্তিকে শূন্য করা যায়। টাকাই এখন সবচেয়ে বড় ম্যাজিশিয়ান।

করিম কিছুটা গিয়ে, ওদের সঙ্গে ফিরে এল। যতখানি পথ এসেছেন গাড়িতে, মহিলাদের বাথরুমে যাওয়ারও প্রয়োজন।

কিছুক্ষন পরেই ওঁরা ফিরে এলেন। নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে করতে। তোর এটা বাড়াবাড়ি অরা। একটা রাতও কি থাকা যেত না?

ইমপসিবল বড়দি। ঐ বাথরুমে আমি যেতেই পারব না। চান তো আউট অফ কোয়েশ্চেন।

কেন? খারাপটা কী? কলে জল আছে। দিব্যি, নতুন লেপ-তোশক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে না থেকে, রাতে কি বাঘের মুখে পড়বি?

তুমি যাই বল, গুহার বাঘ অথবা বুধিদেও গুঁইয়া, কারো খপ্পরে পড়তেই আমি ভীত নই, কিন্তু ঐ রকম বাথরুমওয়ালা ঘরে আমি থাকতে পারব না। প্লিজ বড়দি, আমাকে ক্ষমা করো। আমার জীবনে ঐ একটিই বিলাস।

এর রাতের জন্যেও কি বিলাস ত্যাগ করা যায় না?

না বড়দি! রাগ করো না। মাপ করো। আমার পক্ষে ইমপসিবল। সঙ্গে ড্রেসিং রুম-টুম তো কলকাতাতেও নেই বড়দার বাড়িতে। কিন্তু কমোড আছে; গিজার আছে। বাথরুম ভিজে থাকে না।

হুঁ। তোরা দেশ দেখবি, না, আরও কিছু।

দেশ দেখে মানুষে, চাক্ষুষ দেখা আর কল্পনা মিশিয়ে। সবকিছুকেই কি ঘষে ঘষে দেখতে হয়? অমরকন্টকে যা দেখার তা আমার দেখা হয়ে গেছে। তুমি বল তো, আমি একটি বই লিখেও দেখিয়ে দিতে পারি। তা, তোমাদের বুধিদেও গুঁইয়ার বইয়ের চেয়ে কিছু খারাপ হবে না।

BanglaBook.org

যাক। তোর সঙ্গে আর তর্ক করব না।

পরদেশিয়ার কানে গেছিল সবই। কিন্তু দুইবোনের বাথরুমের মান-সম্পর্কিত মতবিরোধে নাক গলানো এবং স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াতে নাক গলানো একই ব্যাপার। পরে মিলমিশ হয়েই যাবে। কিন্তু দুজনেরই কাছে মন্দ হবে শেষে ভলান্টিয়ারি করতে-যাওয়া আর্বিট্রেটরই!

পরদেশিয়া গলা তুলে বলল, কি সাব্যস্ত হলো বৌদি? তাহলে?

তুমি তো সবই শুনেছ। শুনেও ড্রামা করছ?

তাহলে, এখুনি দ্রষ্টব্য স্থান সব দেখে নিয়েই রওয়ানা হওয়া?

পরদেশিয়া আর কথা না বাড়িয়ে বলল।

রাতের খাওয়াদাওয়া?

সঙ্গে তো কিছু আছেই। তা তো ধরাই হয়নি।

কেঁওচির ধাবাও হয়তো খোলাই পাব। যদি এখানে খুবই দেরি না করো। তবে কেঁওচিতেও বেশি দেরি করাটা ঠিক হবে না।

পরদেশিয়া বলল।

খাওয়ার দরকারই বা কী, পথে চা খেলেই হবে। একেবারে বাড়ি গিয়ে, বনবাসাকে বলব, ডালে-চালে খিচুড়ি চাপিয়ে দেবে।

খিচুড়িই যদি হয়, তবে আমার কিন্তু তার আগে দুটো 'রাম' খেতেই হবে। নইলে মুখে স্বাদই লাগবে না।

রাম-শ্যাম আমি জানি না। তোমার দাদার সেলারের চাবি দিয়ে দেব। তুমি দেখে নিও। তা, এতই যদি নেশা! সঙ্গে নিয়ে এলেই তো পারতে।

বৌদি, নেশা আমার কিছুই নেই। তবে পান খাই, জর্দা খাই, সুজিত মিত্রের শ্বশুরমশাই ভালবেসে দিলে, নস্যিও নিই। মাঝে মধ্যে মদও খাই। রবীন্দ্রনাথের 'রবিবারের' নায়ক সেই অভীক বলেছিল না? "আমি কোনো নেশাকে পেতে পারি কিন্তু কোনো নেশা আমাকে পাবে। সেটি হচ্ছে না।" বা এইরকম কিছু? রবীন্দ্রনাথের নায়ক না হয়েও আমি তা মেনে চলি।

বক্তৃতা ছাড়ো। অরার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে আনোনি বুঝি?

স্মৃতি বললেন।

অরা টিপ্পনি কেটে বলল, আপনার সব গুণই আছে দেখছি!

পরদেশিয়া বলল, আজ্ঞে অরাদেবী, তা আছে। সত্য গোপন আমি করি না। কিন্তু গাড়িতে জার্নি করতে হলে, ডিম আর 'রাম,' কখনওই সঙ্গে রাখতে নেই।

কেন?

আপনাদের ঐ বুধিদেও ওঁইয়ারই একটি গল্প পড়েছিলাম, শারদীয়া আনন্দ মেলাতে, মিসেস পাল পড়তে দিয়েছিলেন, নাম 'ডিমেংকারী'। মানে, কেলেংকারির ডিমজ ভার্সন। তাছাড়া, নিজস্ব অভিজ্ঞতাও আছে।

বলেই বলল, চলো করিম, সময় নষ্ট করা নয়। প্রথমেই কি নর্মদা উদগমে যাবে? তারপর যাবে কপিল-ঝোড়াতে? কপিলমুনির আশ্রম কিন্তু অনেক নিচে। অনেকই সিঁড়ি ভাঙতে হবে। অথচ না নামলে তো দেখতেই পাবে না নর্মদার ধারা। এমনিতে তো নর্মদা অন্তঃসলিলাই এখানে।

করিম গাড়ি স্টার্ট করল।

এই অমরকন্টক কিন্তু বিন্ধ্যপর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু চূড়োতে, তা জানো কি বৌদি? এই পর্বতের নাম এক সাহেবের নামে; 'মেকলে'। যদিও দেখছো পুরো জায়গাটাই সমান। আসলে মালভূমি। সেই যে অগস্ত্যমুনি বলেছিলেন, মাথা নিচু করতে, সেই থেকে বিন্ধ্য মাথা নিচু করেই আছেন।

বলেই, অরাকে উদ্দেশ করে পরদেশিয়া বলল, জানো নিশ্চয়ই, এই পৌরাণিক কাহিনী, তুমি।

BanglaBook.org

পৌরাণিক কাহিনী? না তো!

উ্য শুড বি অ্যাশমড অব ইওরসেল্‌ফ। না জানো নিজের দেশের বেদ-উপনিষদ-পুরাণের কিছু, না জানো অন্যদেরও কিছু। এখন তো তোমাদের কলকাতাতে স্টার-টিভির 'বোল্ড অ্যাণ্ড দ্যা বিউটিফুল' সিরিয়াল এইড্‌স- এর চেয়েও মারাত্মকভাবে সংক্রামিক হয়েছে বলে শুনি। সত্যি। তোমরা না-ঘরকা, না-ঘাটকা। মাধুরী দীক্ষিত, মাইকেল জ্যাকসন, 'চোলিকে পিছে ক্যা হ্যায়' আর 'শুটুর শুটুর, একই সঙ্গে বেটে খাও তোমরা। তোমাদের প্রত্যেকেরই CHASTISEMENT-এর প্রয়োজন। কিন্তু করছে কে? করাচ্ছে কে? THATS THE QUESTION!

অরা বলল, থামুন তো! বড্ড বাজে বকেন আপনি। আসবার সময়ে যে একটি বাঁধানো জায়গা দেখলাম, সেটার নাম কী? তাই বলুন।

কখন দেখলে?

আহা! অমরকন্টকে ঢোকবার সময়েই।

ও! ঢোকার কিছু আগে বলো। ঐ তো কবীর-চবুতরা। সন্ত কবীরসাহেবের পীঠস্থান। ঐ জায়গায় কাছাকাছি আমিও সাধনায় বসব। নাম হবে পরদেশিয়া চবুতরা।

কেন? কিসের সাধনা?

সেটা উহ্যই থাকুক।

এই জায়গাটার হাইট কত?

প্রায় এগারোশ' মিটারের মতন। হিল-স্টেশান হিসেবে দেখে অমরকন্টককে, হেমার মতন পাতি মেমসাহেবরা। আর বৌদিরা দেখে, তীর্থস্থান হিসেবে। যার যেমন চোখ। তপস্বী মহাদেবের পা থেকে নর্মদার উদগম্।

তারপর পরদেশিয়া বলল, জানো তো তপস্বী মহাদেবের পা থেকে দেবী নর্মদার আবির্ভাব। দেবীর গায়ের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম থেকেই নর্মদা নদীর সৃষ্টি।

কি জানি বাবা! এই হিলস্টেশানে এত ঘাম হয় কোত্থেকে, আষাঢ়া নর্মদাকে তো চিরদিন 'নদ' বলেই জানতাম। নর্মদা, 'দেবী' হলেন কী ভাবে? আমাদের হিন্দুদের এই দোষ। বৈষ্ণবেরা বিনয়ের অবতার হলেও উপাস্য দেবতা তাঁদেরও একজন পুরুষই। শাক্তরা তো মহাদেবেরই ভক্ত। কিন্তু অন্য হিন্দুদের উপাস্যদের মধ্যে অধিকাংশ 'দেবী' হওয়াতেও যেন যথেষ্ট হলো না, নর্মদা নদকেও দেবী বানানো কেন জোর করে? এই জন্যেই আমরা এমন ম্যাদামারা। পরদেশিয়া এই প্রথমবার বিপদে পড়ল।

বলল, ভেরি পার্টিন্যান্ট কোয়েশ্চন। এই প্রশ্নটার উত্তর, জেনে শুনে নিয়ে তবেই দেব তোমাকে পরে।

কিন্তু দেবেন তো?

শিওর।

কোনদিকে চললে করিম বক্স?

উত্তেজিত হয়ে বলল পরদেশিয়া। গাড়ি ঘোরাও। আগে শোনমুড়াটা ঘুরে আসি। শোন-এর উৎস। ঝরনা হয়ে জল পড়ছে অনেক নিচে। তারপর অন্য সব জায়গাতে যাওয়া হবে'খন।

জী সাব।

কমির বক্স বলল।

শোনমুড়ার কাছে দেখবে মাথার উপরে কেবল-কার লাইন। বাক্সে করে বক্সাইট যায় মাইন থেকে নিচের লোডিং পয়েন্টে। ভারত অ্যালুমিনিয়ামের একটা চমৎকার গেস্ট হাউসও আছে। আমরা শর্ট-এ বলি 'বালকো'। যেমন বলি, 'হিণ্ডালকো' হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়ামকে। তাদেরও মাইনস আছে। যে পথ দিয়ে আমরা অমরকন্টকে এলাম, সেই দুপাশের পাহাড়ে বক্সাইট ছাড়া মাইকাও আছে। মানে, অভ্র। রাতে, লক্ষ্য করলে, দেখবেন, গাড়ির হেডলাইটে চিক চিক করছে।

BanglaBook.org

তাই? স্মৃতি বললেন।

ও আরেকটা কথা বলে দিই বৌদি তোমাদের।

পরদেশিয়া বলল।

কী?

বিশেষ করে অরাদেবীকে।

কী?

এবারে অরা বলল।

নর্মদা উদগম্-এর মন্দিরে ঢুকে এগারোকোনা মার্কণ্ডেয় কুণ্ড তো দেখতে পাবেই। তারই বাঁদিকে ছোট্ট একটা কুণ্ড, নর্মদা উদগম্'। সেখানেই নিচ থেকে জল উঠছে। এবং সেই কারণেই অমরকন্টক, অমরকন্টক। কিন্তু সেখানে লেখা আছে 'কেবল আচামনকি লিয়ে'। অরাদেবী আবার পা-টা ধুও না যেন সেখানে। বা ছোট-বাইরে করতে বোসো না। মারধর খাবার মধ্যে আমি নেই।

স্মৃতি হেসে উঠলেন জোরে।

পরদেশিয়ার কথা শুনে।

অরা খুব রেগে বলল, এতে হাসির কী হলো বড়দি তোমার? যত্ত বাজে কথা। ব্যাড টেস্ট।

শুধু পাঁচিল দেওয়া নর্মদা উদগম্-এর মন্দিরের ভেতরেই ঢুকেছিল ওরা। অন্য কোনো মন্দিরের ভিতরে ঢোকেনি। তবে কপিলধারা ও কপিলাশ্রমে নামতে উঠতে অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়েছিল। চারদিকে শুধু গভীর জঙ্গল আর পাহাড়। বিন্ধ্য রেঞ্জ।

অরা ভাবছিল ছেলেবেলাতে বেনারসের কাছের বিন্ধ্যাচলে গিয়ে ভেবেছিল, ওটাই বুঝি বিন্ধ্যরেঞ্জ। বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির আছে বলে ঐ নাম হয়তো। কে জানে! মধ্য প্রদেশের এই বিন্ধ্যরেঞ্জই হয়তো উত্তরপ্রদেশ অবধি চলে গেছে। ভারতের রিলিফ ম্যাপ দেখলে বোঝা যাবে। সবজান্তা পরদেশিয়া মিত্রও জানতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করল। ওকে বোকা বলে খ্যাপাবে। যে মানুষগুলো ওকে বোকা বানাবার মতন বেশি জানে তাদের মোটেই পছন্দ করে না অরা।

নর্মদাদেবীর মূর্তিটা কালো কষ্টিপাথরের। এক হাতে তাঁর অভয়, অন্য হাতে কমণ্ডলু। বড়দি দেখিয়ে দিলেন। অন্যদিকে দেবতা নর্মদেশ্বর। শংকর ও নর্মদার যুগলমূর্তিও রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে পার্বতী, বালাসুন্দরী, শ্রীদুর্গা, রোহিণী, গোরক্ষনাথ, কার্তিক, মনসা ইত্যাদি নিজের নিজের মন্দিরে। বত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সামান্য কজনই আছেন এখানে।

বড়দি বললেন, প্রতিবছর শিবরাত্রি আর নাগপঞ্চমীর দিনে বিরাট মেলা বসে এখানে। কত তীর্থযাত্রীই না তখন আসেন!

নাগপঞ্চমীটা কোন সময়ে?

এই তো। বেশি দেরি নেই। বসন্ত পঞ্চমী তো এসেই গেল। এর কিছুদিন পরই। নর্মদা, জানিস তো, পশ্চিম বাহিনী। কাশীর কাছে গঙ্গা যেমন উত্তর বাহিনী।

তাই?

অরা বলল।

বড়দি বললেন, কাল রেস্ট করে নে। পরশু তোকে আরেকবার মহামায়ার মন্দির আর পালিতে মহাদেবের মন্দির দেখাব। মহামায়ার মন্দিরে দুর্গাপুজোর আগের থেকে সকলে 'জোত' জ্বালায়। জোত মানে জ্যোতি আর কি! আগুন জ্বালায়, যজ্ঞের মত। এলে, দেখতে পাবি দেওয়ালে হাজার হাজার নাম লেখা। এখানের কোনো মন্দিরের পাণ্ডারা বা পুরোহিতেরাই কিন্তু পুরী বা দেওঘর বা কালীঘাটের বা গয়ার মতন নয়। কোনোরকম জোরজার বা অত্যাচারই এঁরা করেন না। দেখলেও ভাল লাগে।

সব দেখে শুনে ওরা রওয়ানা হতে হতে বেলাও পড়ে এল।

চা খাবে না বৌদি?

খেলে তো ভালই হতো। ভাল চা এখানে পাবে?

আমার সঙ্গে টি-ব্যাগ আছে। গরম জলে দুধ আর চিনি দিয়ে দিতে বলছি কোনো দোকানে, টি ব্যাগ ডুবিয়ে দিয়ে নাড়িয়ে খেলেই হবে।

আমার চায়ে কিন্তু দুধ চিনি থাকবে না।

অরা বলল।

কেন? ডায়াবেটিস হয়েছে নাকি?

না, তা নয়। অ্যাসিডিটি হয় অম্বল।

হবেই। মাঝে মাঝে পোড়া মবিলে ভাজা সিঙাড়া; নর্মদার জলের, পুরনো মোজাতে ছাঁকা চা'টা না খেলে ইমিউনিটি বাড়বে কী করে? অত পুতুপুতু করে বাঁচলে অমনই হয়।

[নয়]

চা খাওয়ার পরে যখন করিম বক্স গাড়ি স্টার্ট করল তখন পশ্চিমে সূর্য হেলে গেছে। দেখতে দেখতে গাড়ি গহন গভীর শাল-জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ অবধি কমলারঙা আলোর রেশ ছড়িয়ে রইল পথে। তারপরই সেই রেশকে, তুলির ডগাতে করে শিল্পী যেমন রঙ ওঠান তেমনি করে কোনো অদৃশ্য হাত তুলে নিয়ে, গাছেদের মাথায় মাথায় লাগিয়ে দিলেন। তারপরই গাড়িটা একটা বাঁক নিতেই ঘনান্ধকার গ্রাস করে ফেলল দু পাশের জঙ্গলকে। হেড লাইটের আলোটা শুধু অন্ধকারকে আলো দিয়ে চিরে, গাড়িটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

বেশ ঠাণ্ডা আছে। অরা শালটাকে ভাল করে জড়িয়ে নিল। মোজাটাকেও ব্যাগ থেকে বের করে পায়ে পরে নিল। বড়তি তো সেই সকাল থেকেই পরে রয়েছে। একটু বেশি শীতকাতুরে আছে বড়দি। পরদেশিয়া মিত্রর্রই ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগে না মনে হলো। করিম বক্সেরও তাই। এখন রোজা চলেছে করিমের। সারা দিন থুথুও গেলা বারণ। সন্ধের পরে খাবে। পরদেশিয়া বলেছেন, কেঁওচিমে ডাটকে খিলায়গা তুমকো করিম, মোরগা আচ্ছা বানাতা উঁওলোগ।

অরা বলল, যাদের গাড়ি নেই, তারা কী করে আসে এখানে?

কেন? বাসে আসে। তবে অধিকাংশ যাত্রীরাই আসেন পেল্লা রোড হয়ে। রেল স্টেশান আছে তো পেল্লা রোডে। সম্ভবত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল হবে। অনেকে বিশাখাপুর থেকেও আসেন বাসে করে। গাড়ি আর কজনের আছে? তার উপরে পেট্রলের যা দাম বাড়ল।

স্মৃতি বললেন, এখানে যদি যে কোনো কম্পোনিতে হেঁটে বেরোস, তাহলে দেখবি প্রত্যেক গারাজে একটি করে অ্যামবাসাডর আর একটি করে স্কুটার। সকলে এমনিতে স্কুটারেই কাজ সারেন, অফিসে যান; খুব সিনিয়র অফিসারেরা ছাড়া। শনি-রবিবারে গাড়ি বের হয়। অবশ্য যাঁদের মারুতি, তাঁরা স্কুটারে না চড়ে মারুতিতেই চড়েন।

কী করে রোজ গাড়ি চড়ব বৌদি? ট্রান্সপোর্ট অ্যালাউন্স তো মোটে ছশো টাকা। ছশো টাকাতে কি গাড়ি মেইনটেইন করা যায়? ড্রাইভার তো কারোরই নেই। নিজে চালিয়েও চোখ অন্ধকার।

পাঁজাসাহেব যখন এলেন চেপে ধরলে না কেন সকলে মিলে?

কোন পাঁজাসাহেব?

আহা! অজিত পাঁজা।

ও তাই তো। কয়লামন্ত্রী, না? আমি ওঁর ছোট ভাইকে চিনি, ডঃ রঞ্জিত পাঁজা। ওঁর স্ত্রী এবং কন্যাকেও। কখনও দেখা হয়ে গেলে বলব তো অজিত জেঠুকে।

অরা বলল।

খবরদার। ঐ কর্মটা করবে না। মধ্যে দিয়ে চাকরিটিই যাবে আমার। অন্য কোনো ভাবে যদি খবরটা ওঁর কানে তোলা যায় তো অন্য কথা। উনি আর এ সব খুঁটিনাটির খবর রাখে? রাখা সম্ভবও নয়। ওঁরা মাথা যে ঠিক রাখেন কী করে তা কে জানে!

ঠিক আছে।

BanglaBook.org

অরা বলল।

এখন বুধিদেও গুইয়া কী করছেন কে জানে! উনিও তো কাল নেমে আসবেন।

হাঃ। যেন স্বর্গে উঠেছেন! পাতালে নামবেন। ভালই বলেছো তুমি! কী আবার করবেন? লিখছেন হয়তো।

হয়তো।

অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল ক্রমশ। গাঢ় অন্ধকার আকাশে ক্ষীণ চাঁদ, প্রথমবার চাঁদ। অন্য জায়গায় অনেক রাতে ওঠে। এখানে কেন এখন দেখা যাচ্ছে? ভাবল অরা।

তারপর বলল, কটা বেজেছে?

পরদেশিয়া তার হাতের টাইমেক্স ইনগ্রো ঘড়িটার সুইচ টিপে দেখে বলল, সাড়ে সাত।

সাড়ে সাত? এত রাত?

বাঃ একি কলকাতা না কি? এখানে তো সূর্য ওঠে করে। তাছাড়া ছিলাম যে আমরা বিন্ধ্যরেঞ্জের চূড়োতে। কতক্ষণ অবধি আলো ছিল! আমাদের মধ্যপ্রদেশের মতন জায়গা হয় না। মাইকাল, বিন্ধ্য, সাতপুরা পার্বতশ্রেণী। অপরূপ সুন্দর। ভয়াবহ গভীর বন। নর্মদার মতো চমৎকার নদ। ভোঁর আর ছিঁর ঘাসের মাঠ। আর ছত্তিশগড়ের তো তুলনাই নেই। এখানকার মানুষেরা এখানের মাটিরই মতন। কথাটা অবশ্য পরিতোষ চক্রবর্তীর। পরিতোষও তো আমারই মত পরদেশিয়া। আরও বেশি বরঞ্চ। হিন্দি সাহিত্যিকও হচ্ছে বটেও। ওরা প্রায় একশ বছরের উপরে আছে ছত্তিশগড়ে। পরিতোষের স্ত্রী চক্রধরপুরের মেয়ে। যেহেতু, মাচ ক্লোজার টু ক্যালকাটা সেইহেতু ও বেশি বাঙালি।

অরা বলল, শুনেছি দিদির কাছে।

বরিশালের মানুষেরা তো খুব অ্যাডভেঞ্চারাস বলতে হবে। কোথা থেকে কোথায় আসা।

স্মৃতি বললেন।

অরা শুধোল, পরিতোষবাবু কী বলেন তো বললেন না এখানের মানুষদের সম্পর্কে?

পরিতোষ বলে, এখানের মানুষেরা এখানের মাটির মতন। রোদ লাগলে ফেটে যায় আর একটু বৃষ্টি পড়লেই ভিজে যায় মানে, ভাল না বাসলে ভালবাসে না, একটু ভালবাসলেই গলে যায় এখানের ভাষাও তারি মিষ্টি। তোমরা হাবিব তানবীরের 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' দেখেছো তো কলকাতায়?

দেখেছি।

ও তো এই ছত্তিশগড়িয়া ভাষাই পোশাক-আশাক সবই।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ।

তা ভাষাটা কেমন? মিষ্টি বলছেন কেন? একটু বলুন না?

পরদেশিয়া বলল, কী বলব? এখানে পুরুষদের সম্বোধন করে 'গা' বলে আর মেয়েদের বলে 'বাঈ'। কুমারী মেয়েকে বলে 'ননী'। ছেলেবেলাকে বলে 'ছুটপন'।

বাঃ একটু সেনটেন্স করে বলুন না।

ধরুন একজন শুধোলো ঃ

কাঁহা বৈঠেলা গ্যায় রহস?

উত্তরে অন্যজন বলল ঃ ওঁকার বুতাকে বারেমে পছ লাগহি রহঁ।

আবার শুধোলঃ বুতা নেহি মিলস গা?

উত্তরে বলল ঃ নেহি মিলস। ম্যায় লওটকে আ গ্যায়ে।

এই রকম আর কি। আমি মৈথিলী ভাষা জানি না। অনেকে বলেন, অনেক মিল আছে নাকি। ছত্তিশগড়িয়া ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ভাষার।

তাই?

BanglaBook.org

অরা বলল, উৎসুক হয়ে।

এখানের চালের যেমন সুগন্ধ তেমনই সুন্দর নাম।

পরদেশিয়া বলল।

কি রকম?

দুবরাজ, ঝিল্লী সফরি। মামুলি চাল-এর নাম লোচাই।

এখানের মানুষেরা শুধু চালই খায়? আটা খায় না?

খায় বৈকি। তবে গেঁহু বড়লোকদের খাদ্য জংলি ধান হয় একরকমের, নাম সাঁওয়া, বুধিদেও গুঁইয়ার 'কোজাগার' উপন্যাসে একটি কবিতা আছে ঐ সাঁওয়া আর গৌলদনি ধানের উপরে। এছাড়া জওয়ার, মকাই। ছত্তিশগড়ে বাংলারই মতনই ভুট্টা বলে মকাইকে। তিল্লী (তিল), জাগনি (মানে, বিহারে যাকে বলে সরগুজা, সর্ষের মতন হলুদ ফুল হয়, তেল হয় যা থেকে), রাই (সর্ষে বা বিহার পাঞ্জাবের সর্ষু), কুটবি; কোদো। ডালের মধ্যে, একটা ডাল হয় মটর ডালের মতন, তাকে এরা বলে তেওড়া। একটু ঘি ছেড়ে কড়াইতে তেওড়ার তালে লাফাতে থাকে। আরও একটা ডাল হয়, মটর ডালের মতন,তাকে বলে বাটরা। অড়হর, মসুর, মুঙ্গ তো আছেই।

আপনি এত জানলেন কী করে? আপনি কি নিজে রান্না করেন না কি? স্মৃতি বললেন, বলিস কি? পরদেশিয়ার মতন রাঁধুনি বসন্তভিহারে দ্বিতীয় নেই।

তাই?

হ্যাঁ রে।

স্মৃতি বললেন।

অরা বলল, কালকে দয়া করে একটা লিস্ট বানিয়ে দেবেন আমাকে।

লিস্ট কিসের?

অবাক হয়ে বলল পরদেশিয়া বা মিত্রা।

আপনি কী কী করতে জানেন না, অথবা কোন কোন গুণ আপনার .....

ঠিক সেই সময়েই জোরে ব্রেক কষল গাড়ির, একটা বাঘের মুখে; করিম। আর প্রকাণ্ড একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নির্লিপ্তমুখে চেয়ে কিছুটা দূর দিয়ে পথ পেরিয়ে যেতে লাগল।

বাবা ঃ। এযে দেখি কানহা বা বান্ধবগড়।

দেখিলি তো! ভাগ্যিস এসেছিলি বিলাসপুরে।

তারপরে বাঘটা একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেলে, অনেকক্ষণ বাঘটার চেহারা, চলন, চরিত্র, মুখের ভাব ইত্যাদি নিয়ে জোর আলোচনা চলল।

রোজই দেখা যায় না কি?

রোজ থোড়ীই দেখা যায়! তুমি লাকি। একে বলে টাইগার-লাক। কত মানুষে এ পথে একশ'বার গেছেন, একবারও দেখেননি। কথায় বলে না বাঘের দেখা, সাপের লেখা।

এই স্ট্রেচটাতে তো সন্ধের পর গাড়ি বা ট্রাক বিশেষ চলেই না। তাই নাইয়ার তো বলে, রাতে আমাদের গেস্ট হাউসের কাছেও বাঘ চলে আসে। আসাটা কিছু বিচিত্রও নয় কেঁওচির সামনে দিয়ে সোহাগপুর আর বিলাসপুরের মধ্যে তাও কিছু ট্রাফিক আছে।

কিসের ট্রাফিক?

মানে?

পরদেশিয়া বলল।

মানে আর কী? পাঁচ ঘন্টার পথে দশটি গাড়ি বা ট্রাকের সঙ্গে হয়তো দেখা হয়েছে। একে কি ট্রাফিক বলে! কী আনপল্যুটেড, নির্জন আছে এখনও এসব জায়গা। আমাকে একটা চাকরি দেখে দিন না মশায় এখানে। এখানেই সেটল করে যাব। বুঝলে বড়দি। বড় জামাইবাবুকেও বোলো।

তাহলে তুমিও ছত্তিশগড়িয়া হবে বলছো, আমার মতন, পরিতোষের মতন, পীযূষের মতন।

BanglaBook.org

পীযূর কে?

পীযূষ কে?

পীযূষ মুখার্জি। নবভারত টাইমসের রিপোর্টার। খুব ভাল ছেলে। ওর বাবা হীরালাল মুখার্জি। এখানের একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত সজ্জন বাসিন্দা। সাতাশি বছরেও জওয়ান। সাহিত্যরসিক, গুণগ্রাহী।

কোন কলোনিতে থাকেন ওঁরা?

ওঁরা কোনদুঃখে কলোনিতে থাকতে যাবেন। ওঁরা থাকেন টিকরাপাড়াতে। বাঙালি পাড়া। বিলাসপুরে তো প্রচুর বাঙালি থাকেন। রেল কলোনিতেও। সাহিত্যিক বিমল মিত্র তো এখানেই কাজ করতেন রেল-এ।

তাই?

অরা বলল অবাক হয়ে।

কলকাতায় বাঙালি হয়েও তোরা কোনো খবরই রাখিস না। লজ্জার কথা!

স্মৃতি বললেন।

বিমল মিত্রর 'সরসতিয়া' নামের একটা লেখা পড়েছো?

না।

অরা বলল।

কট্টর ছত্তিশগড়িয়া পরিতোষের মতে ঐ লেখাটি না কি ছত্তিশগড়িয়ার মানুষদের সেন্টিমেন্ট হার্ট করেছিল।

কী ছিল লেখাটিতে?

তা আমি জানি না, শুনেছি পরিতোষের কাছে ঐটুকুই!

তারপরই বলল, কি বৌদি? খিদে পেয়েছে?

কেন?

সামনের মোড়টা ঘুরলেই কেঁওচির ধাবার আলো দেখা যাবে।

না না। আর থেমো না এই রাতে। বারোটার মধ্যে পৌঁছানো যাবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ! আরামসে।

বাড়ি গিয়েই তাহলে বনবাসার খিচুড়ি খাব।

না। আজ অরাদেবীর খিচুড়ি খাব।

কত্ত সখ! পেটে কিল দিয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

অরা বলল।

সে কিরে? খিচুড়ি রাঁধতেও শিখিসনি? বিয়ে হলে, কী করবি? এই বিলাসপুরের মতন জায়গাতেও লোকজনের মাইনে কত জানিস? সাত-আটশ। অবশ্য, সুখা।

পাঁউরুটি আর মাখন খাব। ডিম সেদ্ধ। জ্যাম। সসেজ। কলা, ফলমূল।

পরদেশিয়া বলল, তোমাকে কিন্তু গাছে থাকলেই মানতে ভাল। ফলমূল পেতেও কোনো অসুবিধা হতো না।

তারপর বলল, বনবাসা তো খিচুড়ি রাঁধবে কিন্তু রামভক্ত আমি একটু গলা ভেজাতে পারব তো?

ড্রিঙ্ক করা আমি একদম পছন্দ করি না।

অরা বলল।

তাহলে খাব না।

পরদেশিয়া বলল।

তারপর বলল, বৌদি, দুই বোন দুই মেরুর। নর্থ পোল, সাউথ পোল। স্মৃতি হেসে বললেন, বোনই তো। মেরুমিলন ঠিকই হয়ে যাবে। চিন্তা নেই।

BanglaBook.org

[দশ]

সব সুন্দর এবং মধুর সময়ও এক সময়ে শেষ হয়ই। আরম্ভর মধ্যে সমাপ্তির বীজ নিহিত থাকেই; প্রত্যেক যাত্রার মধ্যেই প্রত্যাবর্তনের। তবু যে মন মানতে চায় না। জন্মের মধ্যেই মৃত্যু নিহিত আছে জেনেও প্রত্যেক মানুষই অমর হতে চায়। অবিসংবাদী মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। চাইতে অবশ্যই পারে কিন্তু পারে না। পারে না বলেই সবকিছুই যখন শেষ হবার মুখে আসে তখন মন বড় ভারী হয়ে ওঠে। তা সুদিন, সুসময় অথবা সুজীবন যাই হোক না কেন!

ক'দিন আগে যখন বিলাসপুরে এসে নামে সকালে ট্রেন থেকে, তখন ওর একবারও মনে হয়নি যে, বিলাসপুর কোনো বিশেষ একটি জায়গা। মানে, কোনো মাহাত্ম্য আছে এর। আগামীকাল রাতে চলে যাবে যে, একথা ভাবতেই মন সত্যিই বড় ভারী হয়ে আসছে। অথচ কী এমন জায়গা! আশ্চর্য! এসেছে মাত্র পাঁচদিন হল অথচ মনে হচ্ছে যেন এখানেই সে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ছিল। তবে? চলিতার্থে থাকে আমরা জ্ঞান হওয়া বলি তা কি জ্ঞান হওয়া নয়? কে জানে!

আসলে কোনো জায়গার মধ্যেই কিছু থাকে না! যদি না কোনো মানুষ পাগল হয় অথবা আধপাগলা অথবা একসেন্ট্রিক। তীব্র এবং আত্মস্থ প্রকৃতি-প্রেমিক। সাধারণ সুস্থ মানুষের কাছে জায়গা নয়, সেই জায়গার মানুষই হয় তার বিশেষ আকর্ষণ। এতদিন বোঝেনি কথাটা। এখানে এসেই বুঝল প্রথম অরা। বুঝল আরও অনেক কিছুই। নিজেকে বুঝল। এতদিন জীবনের ভারের বেগে ছুটে চলেছিল অন্ধের মতো। জীবনে থামারও যে এক বিশেষ ভূমিকা আছে সে সম্বন্ধে অবহিত হল। না থামলে, রোদ-চাঁদ দেখা যায় না, পাখির ডাক যে শোনা যায় না! কে যে হাত মনের দিকে অনিমেষে চেয়ে আছে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় না! অথবা সে নিজে কার দিকে? সেই জন্যেই জীবনে গতির মধ্যে যতির ভূমিকাও যে মস্ত বড় তা জেনে উল্লসিত যেমন হল, তেমন দুঃখিতও হল খুব।

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। বড় জামাইবাবু তখনও আসেননি অফিস থেকে। দিদিও গেছেন মিসেস দাশের বাড়িতে। সেখান থেকে নাকি হাসপাতালে যাবেন। পরদেশিয়া এসেছে অফিস থেকে, তার বাড়িতে ফিরে, জামাকাপড় পাল্টে। জানে না অরা, দিদি-জামাইবাবু হয়ত ইচ্ছে করেই দেরি করে ফিরছেন। পরদেশিয়াকে রাতে খেতে বলে দিয়েছেন দিদি-জামাইবাবু। এখানে এসে অবধিই ওর নিজেকে অভয়ারণ্যের প্রাণী বলে মনে হচ্ছে। যেন বাঘিনী ও। এখানে ও অন্য প্রাণীকে নির্বিচারে খেতে পারে। কিন্তু ও নিজে নির্ভয়।

বেচারি পরদেশিয়া! সে কি জানে যে তার বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত চলেছে?

অমরকন্টক থেকে রাত এগারোটাতে ফিরে খিচুড়িটা অরাই রেঁধেছিল। কী করে যে রেঁধে ফেলল তা এখনও বুঝতে পারছে না। স্কুল জীবনে ডোমেস্টিক সায়ান্স-এর কারিকুলামে খিচুড়ি রান্না করাও পড়ত। ওর মনে আছে, এক রাতে; স্কুলের পরীক্ষার আগে ও দুই বিনুনী ঝুলিয়ে পড়ার টেবিলে বসে খিচুড়ির 'প্রকার' মুখস্থ করছিল। মাথা নাড়িয়ে, বেণী দুলিয়ে বলছিল, 'খিচুড়ি তিন প্রকার! খিচুড়ি তিন প্রকার! ভুনি খিচুড়ি, মুসুর ডালের খিচুড়ি, বুটি খিচুড়ি।' ছোড়দা তাই শুনে ওর পেছন থেকে সজোরে বেণী ধরে এক টান লাগিয়ে বলেছিল, আরও আছে রে গাধী। আরও এক প্রকার।

সেটা কী? অরা বলেছিল।

মিছিমিছি খিচুড়ি। ইয়েস! যে একপ্রকার খিচুড়ি ও রাঁধতে জানে না তার আবার খিচুড়ি কয়প্রকার তা জেনে লাভ কী? মিছিমিছি? সে যাই হোক কোন ইনসপিরেশানে ইনসপ্যায়ারড হয়ে যে অরা সেই রাতে খিচুড়িটা অমন রেঁধে ফেলল মুগ ডালের তা ভেবে ও নিজেই এখনও চমৎকৃত হচ্ছে। অবশ্য বনবাসা হাতের কাছে থেকেসব কিছুরই যোগাড় দিয়েছিল ভাবাবেগহীন কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ ভঙ্গিমায়। বনবাসা মেয়েটা যেন কেমন বদলে গেছে অরা আসার পর থেকে। স্মৃতি তো লক্ষ্য করেছেনই, অরাও করছে। কেন? কে জানে! বড়দি কিন্তু সাহায্য করেননি কোনোই। অরা যখন রান্নাঘরে তখন পরদেশিয়া বড়জামাইবাবুর সেলার খুলে 'রাম' খাচ্ছিল আর বড়দি তার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন।

BanglaBook.org

বেচারি বনবাসা" ওরা যখন হঠাৎই ফিরে এল, সে তো খেয়ে দেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়েই ছিল। তখুনি ঘুম-চোখে এঠ পড়েই লেগে গেছিল ওদের খিদমদগারীতে। ভারী ভাল মেয়েটা। যদি অরা কোনোদিন বিয়ে করে, ঘর সংসার করে; তবে এমনই একটি মেয়েকে রাখবে বাড়িতে। তবে কলকাতাতে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে-বসে, কিছু করেই শান্তি নেই। এই বিলাসপুরেরই মতো অথবা অন্য কোনো শান্তি জায়গাত্রেই বিয়ে করে থিতু হতে হয়। প্রকৃতির ছোঁয়া যেখানে, জীবনকে অনুক্ষণ চটকে দেবার জন্যে, কানে তালা ধরাবার জন্যে, চোখে লোভ ধরাবার জন্যে হাজারো চাকচিক্যময়, বাহ্যিক, শূন্যগর্ভ আয়োজন নেই। জীবনকে যেখানে মরা নদীর সোঁতার মধ্যের ডিঙ্গির মতো ঠেলে ঠেলে পার করাতে হয় না। জীবন চলে আপনারই বেগে, সহজ খুশিতে; স্বাভাবিকতায়।

কে জানে! কী হবে! ওর জীবন ওকে কোথায় নিয়ে যাবে? চাকরিতে যে মন বসে গেছে সেটাও হল আরেক বিপদ। যে করেই হোক তাকে স্বাবলম্বী হতেই হবে! আজকাল স্বাবলম্বী না হয়ে মেয়েদের কোনো উপায়ই নেই! পুতুলখেলার বয়সেই যাদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের কথা আলাদা। বর-পুতুল বৌ-পুতুল খেলতে পারে শুধু তারাই। তাও আজকাল সেই পুতুলদের সংসারেও অঘটন ঘটছে আকছার। কোনো বিয়ে, কোনো ঘরই আর সুরক্ষিত নেই। দাম্পত্যর উপরে কোনো অপদেবতার করাল ছায়া পড়েছে। বিশেষ করে সচ্ছল সমাজে। কারো বিবাহিত জীবনই আর নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত নয়। বেঁচে থাকাটা, বিয়ে করাটা, ছেলেমেয়ের মা হওয়াটা, সুখী ও পূর্ণা স্ত্রী হওয়াটা এখন কেমন একটা স্বপ্নময় ব্যাপার হয়ে গেছে। উপরে উপরে সব ঠিকঠাক মনে হয়। ফ্ল্যাট, গাড়ি, ছেলেমেয়েদের স্কুল, পড়াশুনো, স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং মেইনটেইন করার জন্যে গলার দড়ি-ছেঁড়া বকনা বাছুরের মতো অনুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি অথচ সবসময়েই আগ্নেয়গিরির উপরে বসে থাকতে হয় এখন জীবনে। কখন যে অগ্নুৎপাত হবে, কখন যে জীবনের ভিত নড়ে উঠে যা কিছু সযতনে গড়ে তোলা গেছিল তার সবকিছুই হুড়মুড় করে ভেঙে দেবে, তা কেউই বলতে পারে না।

এই প্রেক্ষিতে, এই পরম অনিশ্চিতির বাতাবরণের মধ্যে তার বিলাসপুরে এই পাঁচটি দিন কাটিয়ে যাওয়াটা অরার জীবনের পরম প্রাপ্তি হয়ে থাকবে।

কী করবেন?

পরদেশিয়া বলল।

হালকা ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার পরেছে। তার উপরে নেভি-ব্লু হাফহাতা সোয়েটার। কাঁধ আর হাতের সংযোগস্থলে ব্লাউজের মেগিয়া হাতার খাঁচা হাতা। অরা সেদিকে তাকিয়েছিল। এই পাঁচদিনেই শীতটা যেন হঠাৎই বলবান হয়ে গেল। যদিও কামড় আলগা করে মরে যাবে সরস্বতী পূজোর পরই।

পরদেশিয়া বলল, মানুষ হিসেবে আমরা যে কত বোকা তা হাফহাতা সোয়েটারের এই নতুন ধরনের হাতাই তার প্রমাণ।

তার মানে?

মানে হচ্ছে, ছেলেবেলা থেকে মা, ঠাকুমা, দিদি, বউদি, গার্লফ্রেণ্ডরা পুরুষদের যে সোয়েটার বুনে দিয়েছেন হাফহাতা, তা যত ভালই হোক না কেন, দুই বাহু এবং কাঁধের সংযোগস্থলের কাছে বড়ই ঠাণ্ডা লাগত। অথচ 'হাফ-হাতা সোয়েটার' বলতে অমন সোয়েটারই বোঝাত। হঠাৎই এত বছর পরে কারো মাথাতে এই ব্যাপারটি ঢুকেছিল যে, আসল শীত যেখানে লাগে সেইখানটি ঢাকারই কোনো বন্দোবস্ত নেই চিরাচরিত 'হাফ-হাতা' সোয়েটারে। তার মানে কি এই হলো না যে, আমাদের চোখ থেকেও চোখ ছিল না। বোধ থেকেও বোধ ছিল না? মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ যে অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকেন ভাবনা চিন্তাতে, ওরিজিনালিটিতে, এই দুইবাহুর সংযোগস্থল ঢাকা সোয়েটারই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই সামান্য ব্যাপারটা এতকাল কোনো নারী-পুরুষের মাথাতেই এলো না! আশ্চর্য লাগে না, ভাবলে? তাহলে আমরা বোকা না তো কী?

সত্যি!

BanglaBook.org

বলল, অরা।

এমন ভেবেও অরা আশ্চর্য হল যে, হাফ-হাতা সোয়েটারের ডিজাইনে এই যে হঠাৎ জগৎব্যাপী বদলটা এল, সে সম্বন্ধও পরদেশিয়ার মতো করে ও ভাবেনি। শুধু ওই বা কেন, কম মানুষই ভেবেছেন হয়ত। পুরোনো যা, তা তো মান্যই কিন্তু তার ব্যতিক্রমও অবশ্য মান্য। অন্যের মেনে নেওয়া মেনে নিয়ে ব্যতিক্রমের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতেও উৎসুক নয় অধিকাংশ মানুষেরই মন। পরদেশিয়ার দারুণ আশ্চর্য একটি মন আছে। চোখ আছে, ব্যতিক্রমী।

কী হল, চলো একটু হেঁটে আসি। খিদে না পেলে ফেয়ারওয়েল-ডিনার খাবে কী করে? তোমার জামাইবাবু তো আবার ইমদাদকে বলে তোমার জন্যে পাক্কি বিরিয়ানিও নিয়ে আসবেন।

ইমদাদ কে?

দাদের ওষুদের কারবারী।

তিনি বিরিয়ানি রাঁধবেন?

হ্যাঁ।

বলেই বলল, তোমার নিশ্চয়ই কখনও দাদ হয়নি?

ছিঃ। ভদ্রলোকদের আবার দাদ হয় নাকি? কী যে বলেন!

কজন ভদ্রলোককে তুমি জান? স্যুটেড-ব্যুটেড টাই-ঝোলানো কত মানুষের দাদ আছে। 'যে যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।' এতলোকের আরামের যিনি কারণ তাঁর বিরিয়ানি স্বাদু হবে না তো কার বিরিয়ানি হবে?

বলেই বলল, তার উপরে বাড়িতে বৌদি আর বনবাসা মিলে নিশ্চয়ই অনেকেই পদ রান্না করেছেন। বনবাসাটাকে তো দেখতেই পেলাম না। কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। সে বেচারি রান্নাঘরেই দমবন্ধ হয়ে মরছে সকাল থেকে।

মলিদাটা গায়ে দিয়ে বেরুল অরা। অমরকন্টকের সেই শীতটা যেন হাড়গোড় ভেদ করে ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কলকাতাতে ফিরে যাওয়ার আগে আর তাকে টেনে বের করা যাবে না।

গেট খুলে দাঁড়িয়ে রইল পরদেশিয়া।

ভাল লাগল অরার।

এই ছোট্টখাট্ট ব্যাপারগুলোও একজন পুরুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিয়ে দিয়ে যায় একজন নারীকে।

গেট থেকে বেরিয়ে অরা বলল, বনবাসা কিন্তু আপনাকে খুব পছন্দ করে।

তাই?

আমার তো তাই মনে হয়।

কী বলতে চাইছ তুমি? হঠাৎ?

কী বলতে চাইব? আপনি হচ্ছেন গিয়ে রমণীমোহন।

সব রমণীর মনোহরণে আমার রুচি নেই। মিস্টার কেষ্টকে আমি ওই জন্যেই একদম পছন্দ করি না।

মিস্টার কেষ্টটি কে?

তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ।

হেসে ফেলল অরা, পরদেশিয়ার কথার ধরনে।

আপনি তাহলে কী? রমণীমোহন হয়েও রমণী ভ্রূ-কুঞ্চন?

আমি ওয়ান-মাস্টার ডগ এর মতো ওয়ান-উওম্যান ম্যান।

হ্যাঁ। সোনার পাথরবাটি!

বলল, অরা।

তার মানে?

BanglaBook.org

অমন পুরুষ কি হোমো-স্যাপিয়েন স্পেসির মধ্যে একটিও আছেন? সন্দেহ হয় আমার।

তুমি আর কতটুকু জেনেছ বল জীবনের? ক'জন মানুষকে দেখেছ?

যা দেখেছি ও জেনেছি তাই যথেষ্ট। আর বেশি দেখার কোনোরকম ইচ্ছে নেই। যা জেনেছি, তাই যথেষ্ট। ক্ষীরম্ অম্বুমধ্যাৎ। জানতে-বুঝতে হলে সমুদ্রে ঝাঁপাঝাঁপির প্রয়োজন নেই। যার বোঝার, সে ঠিকই বোঝে।

তাই?

হুঁ।

কাল থেকে তো আপনার হাতে অনেকই সময় বাঁচবে। কী করবেন তখন? বেঁচে যাবেন। কী বলুন, আমি তো স্টেশনে নামার পর থেকেই আপনার স্কন্ধারূঢ় হয়ে রয়েছি।

বাবা ঃ। তুমি দেখি খুব সুকঠিন বাংলা শব্দ বল। সংস্কৃত এ শব্দটি শুনলেই আমার সিন্ধবাদ না নাবিকের গল্পর কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা। তা যে সংস্কৃত বা উর্দু বা ফার্সির জারজ সন্তান নয় তা প্রমাণ করার ভার কি প্রত্যেক বাঙালিরই নয়? তৎসম শব্দ টি ব্যবহার করা উচিত?

তৎসমকে পুরোপুরি বাদ দিলে তো তদ্ভবকেও বাদ দেওয়া উচিত। তা কি দিতে পারবেন?

কিছু লেখক আছেন, তাঁরা; কিছু কবি বাংলা ভাষাতে পরিমার্জন বর্জন করে যে শুদ্ধতা এনেছিলেন তা প্রায় নষ্টই করতে চলেছেন। অন্য ভাষার মিশে দিয়ে বাংলাকে অপবিত্র করছেন। তোমাদের বুদ্ধদেব গুহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বুদ্ধদেব গুহ কী জানেন, উনি তা অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বাংলাতে বি. এ. পর্যন্ত নন। আমি জানি, উনি ওঁর স্বপক্ষে বলেন যে, ভাষার ব্যাপারে রক্ষণশীলতা বা শুচিবায়ুগ্রস্ততার কোনো মানে হয় না। দরজা জানলা খুলে রাখতে হয়। দরাজ দিল হতে হয় ভাষার ব্যাপারে। ইংরেজি ভাষার মধ্যে কত অজস্র বিদেশী শব্দ ঢুকে গেছে। আরো কত দেশের ভাষা সমৃদ্ধ করেছে তাকে। কিন্তু পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়। উনি না ভাষাবিদ, না বৈয়াকরণ? না, বাংলাতে বি. এ. এম. এ.? ওঁর কথা শোনার কোনো দরকার আছে বলে তো মনে করি না আমি।

জানি না। হয়ত তুমিই ঠিক। তবে ভাষাবিদ বা বৈয়াকরণ মাত্রই যে কলম ধরলেই লেখক হবেন এমনও নয়। অনেক বৈয়াকরণ ভাষাবিদ এবং পণ্ডিতব্যক্তিদের জানি, যাঁরা অম্বুর জননেন্দ্রিয়র মতো বাংলা লিখে আহ্লাদ এবং শ্লাঘাতে ডুবে থাকেন। তাঁদের বাংলা, পাঠকের হৃদয়ে গিয়েই পৌঁছয় না। ভাষা তো যাদুঘরে রক্ষণীয় তিমি মাছের কংকাল নয়। ভাষা, ভাবের বাহন। মনের ভাব যদি পাঠক-পাঠিকার অন্তরে সঞ্চারিতই না করে দেওয়া যায় ভাষার মাধ্যমে তবে সেই সব পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য পান্তাভাতের সঙ্গে শুকনো লংকা পোড়া দিয়ে ছোট ছোট দিশি পেঁয়াজ এবং গেঁড়ি শুগলি চিবিয়ে খাওয়াই উচিত।

অরা বলল, আমরা কি এই সব নিয়েই আলোচনা করব? আর কিছু কি নেই আলোচনার?

শিক্ষিত মানুষেররা যা নিয়ে আলোচনা করবেন তার সঙ্গে তো অশিক্ষিতদের আলোচনার তফাত থাকবেই। মনের এই পরিধিই কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের পৃথকীকরণের একমাত্র উপায়। এই ব্যবধানটাই আসল ব্যবধান, এক এবং অন্যের মধ্যে। ডিগ্রি নয়, অর্থ নয়, যশ নয়; ক্ষমতাও নয়। কী করে বোঝাব তোমাকে জানি না। এক কথায় বলতে পারি যে এই ব্যবধানটুকু না থাকলে হয়ত বনবাসাকে বিয়ে করতে পারতাম। তার মতো ভাল মেয়ে, দুঃখী মেয়ে; কমই হয়। ওই ব্যবধানের জন্যে যদিও আমাদের সমাজই দায়ী। সে নয়। আমরা যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি তা ও পায়নি। কিন্তু তা বলে ওর বুদ্ধি, ওর সহজাত ঔৎসুক্য, ওর সহবৎ আমাদের কারো চেয়েই কম নয়। দার্জিলিং, মুসৌরি, ড্যালহাউসি আর দেরাদুন ইত্যাদি জায়গার পাবলিক স্কুলে পড়লেই হনুমানের লেজ কিছু খসে যায় না। যারা হনুমান তারা হনুমানই থাকে। অর্থ, তথাকথিত-শিক্ষা, ডিগ্রির পাকানো কাগজ, তাদের দম্ভ; কোনো কিছুই অমানুষকে মানুষ করে তুলতে পারে না। বনবাসার জন্যে আমার

BanglaBook.org

ভারি কষ্ট হয়। তোমার মতো আধুনিকাদের চেয়েও ভাল খিচুড়ি রাঁধতে পারেও অবশ্যই। শিক্ষিতাদের চেয়ে অনেক বেশি সহ্যশক্তি ওর। প্রয়োজনে এক-আধদিন অত্যন্ত বাজে বাথরুম ব্যবহার করতে হলে ও তাদের মতো এল করবে না। মানিয়ে নেবে। কোনোদিনও আমার মুখে মুখে কথা বলবে না। কিন্তু এই যেমন আমি তোমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলছি তেমন তো ওর সঙ্গে বলা যাবে না। আর তা না গেলে, শুধুই সুন্দর শরীর পেয়ে আর দারুণ রান্না খেয়ে তো একজন শিক্ষিত পুরুষের দিন কাটে না। শিক্ষিত নারীরও কাটে না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল অরা। পথ-পাশের গাছগাছালি থেকে নানা মিশ্র ফুলের গন্ধ আসছে। ফুল না থাকলেও গন্ধ ওঠে, গন্ধ ভাসে। নারী-পুরুষের শরীরে যেমন পারফ্যুম ছাড়াও একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে, গাছ-গাছালির গায়েও থাকে। সকলের সেই গন্ধ নেওয়ার নাক থাকে না তাই সে গন্ধ পায় না বোধহয়।

পরদেশিয়ার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে ঐ নির্জন অথচ চওড়া পিচ-বাঁধানো পথে ভেসে যেতে থেকে ভারি ভাল লাগতে লাগল অরার।

হঠাৎই পরদেশিয়া বলল, তুমি গান জানো?

চমকে উঠে অরা বলল, গান?

মনে মনে বলল, এবারে কি চুল খুলতে বলবে নাকি? দেখবে, চুল কত লম্বা?

খোঁপাটা ফাঁপানো কি না? বুক ছুঁয়ে দেখবে না তো! বুকে আর্টিফিসিয়াল কাপ আছে কি নেই? তাদের পাড়ার নলিনীবাবুর বাড়ি মেয়ে দেখতে এসে পাত্রপক্ষর একদল মহিলা তাই করেছিলেন মাত্র তিনমাস আগে। কলকাতাতে। যাঁদের অর্থ নেই তাঁদের আজ সব অপমান অসম্মান নীরবে সহ্য করে নিতে হয়। পাত্র সেল-ট্যাক্সের ইনসপেক্টর। অনেক উপরি-টুপরি আছে নাকি! সে কারণেই পাত্রর আত্মীয়স্বজনের এই উপরি-টুপরি!

গানের কথাতে আশ্চর্যও হল অরা। পথে বেরিয়েই সন্ধেবেলার হংসধ্বনি রাগের একটা ধুন বাজছিল নিঃশব্দে ওর মাথার মধ্যে। সেই নৈঃশব্দের শব্দ শুনতে পেল কি পরদেশিয়া?

কী হল। বললে না?

গান জানি না তবে ভালবাসি

কখনও গাওনি?

সেই ছেলেবেলায়।

কিছু কিছু জিনিস থাকে যা একবার শিখলে কেউই ভোলে না।

যেমন?

সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, গান এবং সঙ্গম করা।

ভীষণ অসভ্য আপনি।

মেনে নিচ্ছি। আমার সভ্যতার সংজ্ঞাটা অন্যকরম। তবে গাইলে পারতে একটি গান। এই অল্প চাঁদের, অল্প শীতের, অল্প আলাপের রাতে। তাছাড়া গানের ব্যাপারে লজ্জা করতে নেই। আমার মায়ের ডায়ারিতে মায়ের একজন প্রিয় মানুষ লিখে দিয়েছিলেন যে, "লজ্জা নারীর ভূষণ কিন্তু গানের বেলা নয়।"

তাই?

হ্যাঁ।

হঠাৎই থেমে, একটা মস্ত অগ্নিশিখা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ে, অরা ধরে দিল একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত।

"তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে,
তখন ছিলেন বহু দূরে কিসের অন্বেষণে।।
কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্তরবির শিখরশিরে

BanglaBook.org

চাইল রবি শেষ চাওয়া চার কণকচাঁপার বনে।
আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।
তুমি আমায় ডেকেছিল ছুটির নিমন্ত্রণে..."
এই অবধি গেয়েই থেমে গেল অরা।
কী হল? অন্তরাটা গাইবে না?
আপনি গান জানেন?
না।
তবে।
ভালবাসি খুব। গাও। তুমি তো দারুণ গাও। তোমার সিরিয়াসলি গান করা উচিত। আর কথা নয়, ধরো ...
"লিখন তোমার বিনিসুতোর শিউলিফুলের মালা,
বাণী সে তার সোনায়-ছোঁওয়া অরুণ-আলোয় ঢালা-
এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল ঝরানো শীতের রাতে
কুহেলিকায় মন্থর কোন মৌন সমীরণে।
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে,
তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে ....'
সত্যি!
পরদেশিয়া বলল, আরও কত যুগ যে রবীন্দ্রনাথের গানকে অবলম্বন করে আমাদের না-বলা সব কথা বলতে হবে, আমাদের সব বোধ; সব অনুভূতিকে বয়ে বেড়াতে হবে।
একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অরা বলল, জানি না।
তারপর বলল, রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন এমন গায়ক-গায়িকাদের সম্পত্তি হয়ে যাচ্ছে যাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং জীবন দর্শনের কণামাত্রও মিল নেই। এই সব অশিক্ষিত গায়ক-গায়িকাদের হাতে শুধু রবীন্দ্রনাথই নিগৃহীত হচ্ছেন না আমরা পুরো বাঙালি জাতটাই হচ্ছি। যে বা যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পড়েননি, তাঁরা তাঁর গানের মানে এবং ভাব ফোটাবেন কী করে! স্বরলিপি পড়তে পারলেই আর গলায় সুর থাকলেই শুধুমাত্র তার জোরেই রবীন্দ্রনাথের গানের গায়ক-গায়িকা হয়ে উঠতে পারলে তো কথাই ছিল না।
তুমি নিধুবাবুর গান ভালবাস?
ভালবাসি বলতে পারি না। কারণ, তেমন বেশি শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি!
তোমাকে শোনাব। কলকাতাতে আমার এক দাদাস্থানীয় আছেন তিনি ঐ সব গান ভারি ভাল গান। আমার বন্ধু দেবজিৎও ঐ সব গান নিয়ে গবেষণা করে। তার ঠিকানাও তোমাকে দিয়ে দেব।
ঠিক আছে।
নিধুবাবুও কিন্তু মস্ত বড় কবি ছিলেন।
শুনেছি।
বলেই বলল, আকাশটা কী চমৎকার দেখাচ্ছে, না? কী ঝকঝকে। যেন শরতের দুপুরের দিঘি। এখানে পল্যুশাল বলতে কিছুমাত্রই নেই। কত গাছ-গাছালি। কত তারা, আকাশে। ইচ্ছে করে এখানেই থেকে যাই সারাজীবন। ইচ্ছাপূরণের পথে বাধাটা কোথায়?
বাধা?
চমকে উঠল যেন অরা।
পরক্ষণেই বলল, আছে। অনেকই বাধা।
অরার বুকের গভীর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। সেটাকে ও পথপাশের গাছপালার নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

BanglaBook.org

[এগার]

ওঁরা সবাই বিলাসপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অরার বড় জামাইবাবু পরও এসেছেন। এক'টা দিন যে কী করে ঝড়ের মতন কেটে গেল বোঝা পর্যন্ত গেল না।

অনেকেই এসেছেন স্টেশানে। পরদেশিয়া মিত্রা তো আছেই, পরিতোষবাবু ও তাঁর স্ত্রী, সুজিত মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা, বড় জামাইবাবু, বড়দি। এমনকি চৌধুরীসাহেবও এসেছেন এবং তাঁর অধ্যাপিকা স্ত্রী মঞ্জু চৌধুরী। চ্যাটার্জিসাহেব অন্য কাউকে তুলতে আসাতে তাঁর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। পীযূষ মুখার্জিও এসেছেন। মুখে পান। এবং স্মিত হাসি। যথারীতি।

এই অল্প ক'টি দিনে যে কত উষ্ণতা; তা ভেবেই বুকের কাছে একটা কষ্ট অনুভব করছিল অরা। সে সুভাষ চৌধুরী মানুষটির মতন একজন ভার্সেটাইল, রসিক এবং সুপণ্ডিত কমই দেখেছে। তাঁর সঙ্গে অরার বস বাসু চ্যাটার্জিসাহেবের অনেক ব্যাপারে মিল আছে। উনি নটা অবধি অফিস করেন তা সত্ত্বেও যে অরাকে ছাড়তে এসেছেন আজ সন্ধেবেলা সস্ত্রীক; তাতে অরা একেবারে অভিভূত।

বাড়ি থেকে খবর নিয়েই বেরিয়েছিল। ট্রেন আধঘন্টা লেট। তবে দূরগ্ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। বড় জামাইবাবু আদর করে এ. সি.-ফার্স্টক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছেন অরাকে। তার রিসার্ভেশান আবার দূরগ্-এ লোক পাঠিয়ে কনফার্ম করা হয়েছে। বড় জামাইবাবু বলেছেন, পাঁচটা নয়, দশটা নয়, আমার একটামাত্র শালী তাও জীবনে একবার মাত্র বিলাসপুরে এল! তাই এই খাতিরদারী। বারে বারে এলে কি আর এ. সি. ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটব!

অরা বলেছিল, তার মানে, আপনি চান না যে আবার আসি?

আমি তো চাইই! কোন বুড়ো জামাইবাবু না চান যে, তাঁর তরুণী শ্যালিকা বার বার আসুক। কিন্তু আমার চাওয়াতেই কি তুমি আসবে?

তবে কার চাওয়াতে আসব?

বিব্রত হয়ে বলল, অরা।

তা আমি কীকরে জানব?

এই কথার মারপ্যাচ যাঁদের বোঝার শুধু তাঁরাই বুঝলেন।

অন্যেরা ভাবলেন জামাইবাবু শালীর সঙ্গে এমন রসিকতা তো করেই থাকেন।

পরদেশিয়া, প্ল্যাটফর্মেই একজন রেলের লোককে ধরে জিজ্ঞেস করল, একেবারে টি.ভি-তে যেরকম হিন্দি বলে, তেমন ভাষায়, আভি বম্বে মেইল কি স্থিতি ক্যা হ্যায়?

উনি বললেন, দূরগ্ ছোড় দিয়া। আহি যানা চাইয়ে এনি মিনিট।

ট্রেনটা এসে গেল। শোরগোল বাড়ল প্ল্যাটফর্মে। যদিও বিলাসপুরে পনেরো মিনিটের স্টপেজ। বড় জাংশান। ডাউন বম্বে মেইল-এর প্যাসেঞ্জারদের ডিনার এখানেই দেওয়া হয়। বম্বে মেইল দুটি আছে। একটি যায় এলাহাবাদ হয়ে, অন্যটি যায় নাগপুর হয়ে। বিলাসপুরে যেতে হলে নাগপুর হয়ে যেটা যায় তাতেই চড়তে হয়।

দুটি মিনারাল ওয়াটারের বোতল, ন্যাপকিন, কাগজের প্লেট, প্লাস্টিকের ছুরি কাঁটা সব বেতের বাস্কেটে গুছিয়ে দিয়েছে বড়দি। ক্যাসারোলের মধ্যে গরম পরোটা আর অরার প্রিয় ঝালঝাল আলুর তরকারি। আর বিলাসপুরের 'বেঙ্গল স্যুইটস' এর মিষ্টি।

ক্যুপেতেই পাওয়া গেছে টিকিট। একজন মারাঠি মহিলা আসছেন নাগপুর থেকে। তাঁর উপরের বার্থ।

ট্রেনে উঠে পরদেশিয়া সব মালপত্র গোছগাছ করে রেখে এল।

বলল 'ই' কম্পার্টমেন্ট।

বড় জামাইবাবু চৌধুরীসাহবকে বললেন, ডিগরেশকারসাহেবের পাত্তাই করা গেল না, করা গেলে, অরার কুষ্টিটা একবার দেখিয়ে নিতাম। বিয়ে কবে হবে?

BanglaBook.org

তিনি তো নাসিকে না কোথায় গেছেন শুনলাম। সেখানে অ্যান্ট্রলজিকাল সোসাইটি না কিসের কনফারেন্স হচ্ছে। ডিগরেশকার সাহেব তো প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কি না!

ও তাই! আমি ভাবলাম কোথায় হাপিস হয়ে গেলেন মানুষটা।

মদনবাবু বললেন।

বড়দি বললেন, এবার মায়া কাটিয়ে উঠে পড়। আমরা জানালা দিয়ে সি-অফ্ করব ছোটকু।

চৌধুরীসাহেব বললেন, মিত্রা, তুমি গিয়ে ওকে কম্পার্টমেন্টে বসিয়ে দিয়ে এসো। দেরি করে না, আর মিনিট পাঁচেক আছে ছাড়তে।

না, দেরি কিসের?

পরু বলল, চলুন অরাদেবী।

হ্যাঁ।

বলে, অরার সকলকে হাতজোড়া করে নমস্কার করে দিদি জামাইবাবু আর চৌধুরী সাহেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর অস্ফুটে বলল, চলি।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে পর্যন্তও বুঝতে পারেনি। কথাটা যেন হঠাৎই বুঝল অরা। এই ক'টা দিনে কী যে ঘটে গেছে ওর মধ্যে। মনে হচ্ছে যেন ও বিলাসপুরেই থাকে। বিয়ে হয়ে যেন নতুন শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে কলকাতাতে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে, এয়ারকণ্ডিশানড করিডরে ঢোকার আগে অরা ফিরে দাঁড়িয়ে গলা তুলে সকলকে বলল, আমি কিন্তু সত্যিসত্যিই এখানে সেটল করতে চাই। আপনাদের সুজনকে বলে গেলাম আমার একটা চাকরির জন্যে। জামাইবাবুর কাছে অনেকগুলো বায়ো-ডাটা পাঠিয়ে দেব গিয়েই।

শেষের দিকে গলা ভারী হয়ে এল ওর।

পরদেশিয়া ওকে নিয়ে গিয়ে ব্যুপেতে বসিয়ে বলল, দেখো, সব ঠিক আছে কি না। কিছু ফেলে যাচ্ছে না তো?

অরা মুখটা নামিয়ে নিল।

ওর হঠাৎ ভীষণই কান্না পেল।

পরদেশিয়া ক্যুপের অন্য প্যাসেঞ্জার মিসেস কেরকারকে শুধোল, আর উৎ ট্রাভেলিং টু হাওড়া?

ইয়া।

বয়স্কা কিন্তু সপতিভ মহিলা বললেন।

ভেরি ওয়েল। দেন উ্য বোথ কান লক দ্যা ডোর অ্যাণ্ড গো টু স্লিপ পিসফুলি।

ওক্কে। ডোন্ট ওয়ারি। আই উইল লুক আফটার হার। আই অ্যাম আ রেগুলার ট্রাভেলার। উ্য সিম টু বি আ বিট নার্ভাস। ইজ শি ইওর ওয়াইফ?

পরদেশিয়া বোকার মতো হেসে বলল, নো নো। শি ইজ নট।

অরার খুব অভিমান হলো। সেই রায়সাহেবের কাছে বউ সাজাল আর এখন....

এবারে কি ছুটি পাবে সেবাদাস? খিদমদগার? অরাদেবী, তোমার?

অরার বুকের মধ্যে চারটি শব্দ ঠেলে এল, ছুটি দেব না তোমাকে।

কিন্তু ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল শুধু দুবার।

মাথা হেলিয়ে, ইতিবাচক ভঙ্গি করল শুধু।

খিদমদগার কি কিছু পেতে পারে?

কী?

বুক ধড়াস করে উঠল অরার।

আবারও বলল, কী?

কোনো বকশিস টকশিস। পৌঁছে, একটা পৌঁছেসংবাদ?

BanglaBook.org

অরার বুকের মধ্যে আমজাদ খানের সরোদে পরজ বসন্তর ধুন বাজছিল। হঠাৎ কে যেন ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিল। কত ডেসিবল আওয়াজ হচ্ছে কে জানে! বুকটা ফেরে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। অথচ কেউ সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে না।

ওর মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

অরা বলল, জবাব পাব তো?

নিশ্চয়ই! আমি ভদ্রলোকের ছেলে। চিঠি পেয়ে জবাব দেব না এমন হবে না। আমিই আগে লিখব। আজ রাতেই।

বড় করে তো?

বড় করে।

প্রমিস?

প্রমিস।

এমন সময়ে ট্রেনটা নড়ে উঠল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মোটা কাচের ওপার থেকে ওরা কাচে থাপ্পড় মেরে পরদেশিয়াকে নামতে বললেন।

যাই!

বলেই, পরদেশিয়া দৌড়ে গেল।

অরাও সঙ্গে সঙ্গে এল। দরজা অবধি। হাতটা বাড়িয়ে দিল।

পরদেশিয়া ওর হাতটা ছুঁয়েই চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

অরা বলতে চেয়েছিল, 'যাই' বলে না, বলে, আসি।

কিন্তু কিছু বলার আগেই ওর চোখের বিলাসপুর, ইন্দিরা-ভিহার, বসন্তভিহার, মহানদী ক্লাব, অচানকমার, কেঁওচি, অমরকন্টক আর এত জন মানুষের উষ্ণ, আশ্চর্য ভালবাসা, সবই প্ল্যাটফর্মের নানা-রঙা আলোর দ্রুতগামী চলন্ত রেখাতে হুসেনের আঁকা জ্বলন্ত কোনো তেলরঙা ছবিরই মতো অপসারিত হয়েই পরমুহূর্তে অন্ধকারে ভরে গেল।

মাথা নিচু করে বসে রইল অরা।

কী লিখবে চিঠিতে পরদেশিয়া, কে জানে!

ট্রেনটা খটাখট খটাখট করে গতি বাড়াতে লাগল।

আবার কলকাতা। ধোঁয়া, ধুলো, আওয়াজ, মানুষ, চিৎকার; বন্ধ। নকল নৈঃশব্দ। নক্কাল। নক্কাল! কলকাতা নক্কালদের শহর।

আবার কলকাতা।

ওর মন বিলাসপুরের জন্যে কাঁদতে লাগল।

কী লিখবে পরদেশিয়া?

অরার চোখ দুটি ভিজে এল।

ওর বুকের ভেতর থেকে একটি নাম নিঃশব্দে ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল; পরদেশিয়া।

স মা প্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG